উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
ছাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ভালোর দোকানে পাওয়া যায়

সেনসেক্স : ৮৩,৩৩৯.২৬ (-৯৮৯.৩৩)
নিফটি : ২৫,৬০৭.২০ (-২৭৭.৩০)



হেঁটেই দেশে ফিরবেন হাসিনা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩০° | ১৪° | ৩০° | ১৪° | ৩০° | ১৪° | ৩০° | ১৪° |



ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে তদন্তে কমিশন ৩

বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'লোন উলফ' হামলার ছক ৭

শিলিগুড়ি ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 November 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 189

দাবি নয়, বাস্তবটা দেখি
প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রাপ্তির হিসেবটা মেলাতে চাই মানুষের চোখে।
পরিবর্তন কেমন লাগছে?

# ঋতব্রতর পদ খারিজ

## বেনজির পরিস্থিতি বিধানসভায়, দিল্লিতে নাম ও প্রতীক নিয়ে শুনানি

**অরূপ দত্ত ও রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** নজিরবিহীন পরিস্থিতি। রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দলনেতাহীন। ওই পদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। ফলে ৪ ডিসেম্বর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে বিরোধী দলনেতাকে ছাড়াই। অন্যদিকে, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত আদালতে খারিজ হয়ে যাওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঋতব্রতকে নিয়োগে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে ১০ দিন কেউ থাকবেন না।

বিচারপতি কৃষ্ণ রাও শুক্রবার ১০ দিনের মধ্যে বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষকে। একইদিনে নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দুই শিবিরকে ডেকে শুনানি করেছে দলের নাম ও প্রতীকের ভাগ্য নির্ধারণে। শুনানি হলেও এদিন কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি কমিশন। ঋতব্রত গোষ্ঠী আরও নথি জমা দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে। এব্যাপারে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট নয়। ঋতব্রত নিশ্চিত, 'সময়ের আগে আমরা দলের নাম ও প্রতীক পেয়ে যাব।'

কিন্তু হাইকোর্টের রায় ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না মমতাপন্থীরা। কালীঘাট শিবিরের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'দ্যাখ কেমন লাগে। আগেই বলেছিলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত। এই প্রথম অধ্যক্ষের কোনও সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। এতদিন জালি বিরোধী দলনেতা ছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল এই রায়ে। এটা খুশির খবর নয়। কারণ অধ্যক্ষ অসাংবিধানিক কাজ করেছেন।'

শুধু বিরোধী দলনেতার পদ নয়, ঋতব্রত-তৃণমূলের পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জমানের নিয়োগও বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। যদিও বরখাস্ত বিরোধী দলনেতা আদালতের এই সিদ্ধান্তে



- হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে ১০ দিন কেউ থাকবেন না
- পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জমানের নিয়োগও বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট
- হাইকোর্টের রায় ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে

অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে মনে করেন না। তাঁর কথায়, 'অধ্যক্ষ ডাকলেই আমরা যাব। আমরা আমাদের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ককে তাঁর সামনে হাজির করব।' হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপাতত উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, 'বিচারপতির জ্ঞান নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করার এক্তিয়ার নেই।'

অধ্যক্ষের বিরোধী দলনেতা নিয়োগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি করেছিলেন মমতা-তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মমতা শিবির তাঁকে বিরোধী দলনেতা করার জন্য অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই চিঠিকে আমল দেননি। বরং ওই চিঠিতে সই কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলেছিল শাসকদল। পরে ঋতব্রত গোষ্ঠীর বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাবে তিনি সায় দিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের রায়ের পর শোভনদেব শুক্রবার বলেন, 'যা হয়েছে, তা উচিত হয়নি। মমতার বাড়িতেই বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেখানে ওঁরাও (ঋতব্রতরা) ছিলেন। রাজ্যের শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে যে এসব হয়েছে, তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে স্পষ্ট।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'আমি যতটুকু জানি, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা বেশি। যাদের বিধায়ক বেশি, তাদের কাউকে বিরোধী দলনেতার পদে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত অধ্যক্ষের। এখন তো তৃণমূল কংগ্রেস বলে বিরোধী দলই নেই।'

৪ ডিসেম্বর থেকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন সংশোধন এবং নতুন নীতি কার্যকরের লক্ষ্যে ৮টি বিল আসতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতাশূন্য থাকা যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ রাজ্য সরকারের কাছে। এরপর বিধানসভায় বিরোধী দলের শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অধ্যক্ষ। বিরোধী নেতা বাছার শক্তি পরীক্ষা হলে সেটাও হবে নজিরবিহীন।

আদালতে ধাক্কা খেলেও বিধানসভার ফ্লোর টেস্টে সসম্মানে উতরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঋত শিবিরের। *এরপর দশের পাতায়*

# বন্দির চিকিৎসায় কড়া হাইকোর্ট

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** সংশোধনাগারে সপ্তাহে একদিন আসেন মেডিকেল অফিসার। তাও নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকলে বন্দির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করেন ফামাসিস্ট। শিলিগুড়ি স্পেশাল কারেকশনাল হোমের এই বেহাল চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আদালতে জানার পরই রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগারের বন্দিদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল সংস্কারের কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমার সংশোধনাগারে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন চিকিৎসকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট রোস্টার তৈরি, প্রত্যেক বন্দির পৃথক 'হেলথ রেকর্ড' এবং বন্দিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত নথি বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ, নির্দিষ্ট চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প চিকিৎসকের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ কার্যকর করে ৬০ দিনের মধ্যে রোস্টার ও চিকিৎসকদের তালিকা সহ 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' সার্কিট বেঞ্চের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ কার্যকরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মামলার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ৩০ জুন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার একটি মাদক মামলা থেকে। ৩৬ বোতলে মোট ৩৬০০ মিলিলিটার কাফ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এনডিপিএস আইনে অভিযুক্ত ওই বন্দি বর্তমানে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৪৮৩ ধারায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান তিনি। আবেদনকারীর আইনজীবী আদালতে জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি এইচআইভি আক্রান্ত এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

এই মামলার শুনানিতে আদালত বন্দির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করলে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। নির্দেশ মেনে শুক্রবার আদালতে হাজির হন শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার। তিনি জানান, সংশোধনাগারে

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
✆ 740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার



এক্সক্লুসিভ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছবি : এআই

সপ্তাহে মাত্র একদিন যে মেডিকেল অফিসার আসেন, তিনি অনুপস্থিত থাকায় এক ফামাসিস্ট ওই বন্দির স্বাস্থ্য রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক আসার কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা সময়সূচিও নেই। এই বক্তব্য শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। পর্যবেক্ষণে আদালত জানায়, সংশোধনাগারে বন্দি থাকা মানুষদের স্বাস্থ্য, এমন অনিয়মিত পরীক্ষা কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রে 'অযোগ্য' কর্মীদের তৈরি রিপোর্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। *এরপর দশের পাতায়*

# সব রাজ্যে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি, সায় কেন্দ্রের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর :** অঙ্ক সত্যিই বড় কঠিন। যদি তা কৌশলের সমীকরণের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। গত কয়েক মাস টালবাহানার পর বিরোধীদের একটা বড় অংশের সমর্থনের আভাস পেয়ে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। লোকসভায় রাজ্যগুলির আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

এই সিদ্ধান্তের পর বিল পাশে আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্র মোদির সরকার। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে নয়াদিল্লির সেবাতীর্থে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০৫১

**ডিলিমিটেশন বিল চর্চায়**

পর্যন্ত লোকসভায় রাজ্যগুলির আসন বণ্টনের বর্তমান আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকবে। ৩০ নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিলটি পেশ করতে পারে কেন্দ্র।

বর্তমানে লোকসভার নির্বাচিত আসন সংখ্যা ৫৪৩। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে ওই সংখ্যা বেড়ে ৮৫০ হতে পারে। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথও প্রশস্ত হবে। ২০২৩ সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হলেও জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে তার বাস্তবায়ন জুড়ে থাকায় ২০২৯ সালের আগে সেই সংরক্ষণ কার্যকর হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলির লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ার উদ্বেগ সামাল দিতে রাজ্যগুলির বর্তমান আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ২০৫১ সাল পর্যন্ত বজায় রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়লেও সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন আগেই জানিয়েছিলেন, *এরপর দশের পাতায়*

**ফিরে-জহরতে মোড়া**



*বোল্লা মন্দিরে পুজোর প্রথম দিন মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

# স্কুলে শিবির, বাড়িতে সিভিক

## ভোটারের নথি যাচাইয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** সাতসকালে হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ছে পুলিশ। সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ার। হাতে নির্দিষ্ট ফর্ম। চাওয়া হচ্ছে জন্মের শংসাপত্র, স্কুলের কাগজ, জমির দলিল আর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম ছিল কি না, তার হিসাব! কোথাও আবার পাড়ার স্কুলে শিবির বসিয়ে পুলিশ তলব করছে নাম বাদ পড়া ভোটারদের।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ঘিরে বাংলায় এমনিতেই চাপানউতোরের অন্ত নেই। তার মধ্যে গত মঙ্গলবার থেকে জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের অন্তত এক ডজন জেলায় পুলিশের এই আচমকা 'নথি-অভিযান' নতুন করে আতঙ্ক ও রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। সবচেয়ে বড় ধোঁয়াশা, এই অভিযানের আসল নির্দেশটা দিল কে?

অবাক করা কাণ্ড হল, গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ মহলে চরম পরস্পরবিরোধী সুর। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের তরফে পুলিশকে নথি যাচাইয়ের কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এমনকি এমন পুলিশের অভিযানের কথা তাঁদের জানা নেই। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তর জবাব আরও রহস্যময়।

তাঁর কথায়, পুলিশ বহু নির্দেশই জারি করে, যা প্রকাশ্যে বলা যায় না। তবে কোনও ফর্ম পূরণের বিষয় তাঁর জানা নেই। অথচ জলপাইগুড়ি



ছবি : এআই

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি স্বীকার করেছেন, নথি যাচাই শুরু হয়েছে। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং একধাপ এগিয়ে দাবি করছেন, ডিজি-র নির্দেশে স্রেফ জন্ম তারিখ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে এসআইআর-এর যোগ নেই।

কিন্তু রাজ্যের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় রানাডের একটি নির্দেশিকা সামনে এসেছে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি)। ২৩ নভেম্বর সব জেলার পুলিশ সুপারদের পাঠানো ওই নির্দেশে পুলিশকে একটি স্বাধীন গবেষক গোষ্ঠী গঠন করে ট্রাইবিউনালে আবেদনকারীদের তথ্য খতিয়ে দেখে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। পুলিশ কীভাবে ওই কাজ করবে, তা বোঝাতে ওই নির্দেশিকায় একটি ভিডিও কনফারেন্সের উল্লেখ করা আছে। *এরপর দশের পাতায়*

# জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া ফের বন্ধ

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** আবারও বন্ধ হল জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টাল। আর তার জেরে নতুন করে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ডিজিটাইজড করার কাজ থমকে গেল। সেইসঙ্গে নতুন করে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার কাজও থমকে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও শিলিগুড়ি পুরনিগমে এসে অনেকেই খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ঘটনায় প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগম কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের কথায়, নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষের আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে সমস্যা হলে আগাম নোটিশ জারি করে বিষয়টি সকলকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে অন্তত দূরদূরান্ত থেকে এসে হয়রানির শিকার হতে হবে না।

এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি জানা ছিল না। এটা মূলত রাজ্যের তরফেই দেখা হয়। তবে ভবিষ্যতে এমন হলে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।'

শিলিগুড়ির ঘোগোমালি এলাকার বাসিন্দা বাসন্তী দত্ত এদিন সন্তানের জন্মের শংসাপত্র ডিজিটাইজড করাতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'পুরনিগমে এসে আবেদন করাই সার। পোর্টাল বন্ধ থাকায় নাকি আপাতত কাজ হচ্ছে না। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে বুঝতে পারছি না।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে জন্মমৃত্যু তথ্য পোর্টালটি বন্ধ রয়েছে। তবে এই প্রথম নয়, রাজ্যে পালাবদলের পর মে মাসের ১৯ তারিখ থেকে 'জন্মমৃত্যু




তথ্য' পোর্টালটি বন্ধ ছিল। পুরোনো নথি যাচাইয়ের জন্যই সেই সময় সাময়িকভাবে পোর্টালটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। অবশেষে তিন মাসেরও বেশি সময় বাদে পোর্টালটি পুনরায় চালু হয়। চলতি বছরের অগাস্ট মাসের ৩১ তারিখ থেকে কাজ স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। তবে ফের ওই পোর্টালটি বন্ধ হয়ে গেল। প্রাথমিকভাবে খবর মিলেছে, তৃণমূল জমানায় ২০২২ সালে চালু *এরপর দশের পাতায়*

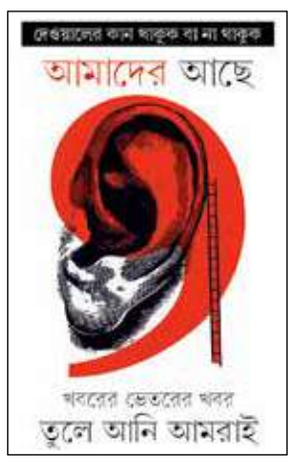


বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া জলের জার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ জারের গায়ে পরিশোধনকারী সংস্থার নাম, প্ল্যান্টের অবস্থান, লাইসেন্স ও ব্যাচ নম্বরের মতো প্রয়োজনীয় তথ্য চোখে পড়ে না। ফলে 'পরিস্রুত' জলের মান নিয়ে সংশয় তো থেকেই যায়।

# পানীয় জলে বাড়তি খরচ, মানেও প্রশ্ন

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের অনিয়মিত সরবরাহ এখন নিত্যদিনের সমস্যা। কোনও ওয়ার্ডে একদিন, তো অন্য ওয়ার্ডে পরদিন ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা। পুরনিগমের তরফে বিনামূল্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও ঠিকমতো না মেলায় বাধ্য হয়েই বিকল্পের খোঁজ করছেন মানুষ। কেউ বাড়িতে বসাচ্ছেন ফিল্টার বা পিউরিফায়ার, কেউ আবার কিনছেন জলের জার। তাতে প্রতিমাসে বাড়ছে সংসারের খরচ। কিন্তু সেই জারভর্তি জলের মান নিয়েও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে জল আসে না। এলেও বেশিক্ষণ থাকে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে নাগরিক শিল্পী দাসের কটাক্ষ, 'জল মনে হয় বিদেশ থেকে ছাড়া হয়। তাই এখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে তো সারাদিন জল থাকে না। অথচ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় আসে।'

এই সমস্যার মোকাবিলায় গত এক বছর ধরে বাড়িতে ২০ লিটারের জার নিচ্ছেন শিল্পী। বর্তমানে একটির দাম ৩০ টাকা। তাঁর কথায়, 'মাঝেমধ্যেই জল আসে না। তাই যখন আসে, তখন ধরে রাখি। ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করি। পান করার জন্য আলাদা করে জল কিনতে হচ্ছে। একটি ২০ লিটারের জার দু'দিনেই শেষ হয়ে যায়। এভাবে মাসে প্রায় ৪৫০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। এছাড়া, কোনও উপায় নেই।'

একই ছবি ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে।



*হায়দরপাড়া বাজারে জল সংগ্রহ। শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

বিভিন্ন বাড়ি এবং পাড়ার কলে সময়মতো জল আসছে না। বালতি হাতে হায়দরপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকার পাবলিক স্ট্যান্ডপোস্টে জল ভরতে আসেন অনেকে। সেখান থেকেও নাকি মাঝেমধ্যে ফিরে যেতে হয়। এলাকাবাসী রিঙ্কি মজুমদার বলছিলেন, 'কত আর জল কিনে খাব বলুন! এমনিতেই বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়ছে। নিত্যদিনের খরচ সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে হিসেব করে চলতে হয়। তার ওপর জলের খরচ বাড়তি চাপ। আগে ২৫ টাকায় জার কিনতাম। এখন ৩০ টাকা। পরিচিত কয়েকজনকে আবার ৩৫ টাকাতেও কিনতে হচ্ছে বলে শুনলাম। যেদিন কলে জল আসে না, সেদিন পানের পাশাপাশি রান্নার কাজেও ব্যবহার করি।' *এরপর দশের পাতায়*

LUXURY LIVING

# লাক্সারি লিভিং

পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ ফার্নিচারের রিটেল চেইন

এখন রায়গঞ্জে

**বেডরুম সেট** শুরু হচ্ছে
মাত্র ₹৪৯,৯৯০ থেকে।

প্রতিটি কেনাকাটায় এখন নিশ্চিত উপহার

মাইক্রোভেন, টিভি, স্মার্ট ওয়াচ,
মিক্সার গ্রাইন্ডার ইত্যাদি

পুরো পশ্চিমবঙ্গে ডেলিভারি ফ্রি

২৪ মাসের সহজ EMI

0 ডাউনপেমেন্টের সুবিধা









৫ বছরের নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি

সর্বোচ্চ ₹৫,০০০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক।

সমগ্র ভারতে ফাইন্যান্সের সুবিধা

91477 14413 / 80175 99955

রায়গঞ্জ | বারুইপুর | পাটুলি | বেহালা | চিনারপার্ক | দুর্গাপুর | শ্রীরামপুর | কাঁচরাপাড়া | নিমতৌড়ি | শিবপুর | পুরুলিয়া



## লোগো বিতর্ক

উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফলপ্রকাশের সাংবাদিক বৈঠকে ব্যানারে ভুল লোগো ব্যবহার করে বিতর্কে শিক্ষা সংসদ। লেখাতে হিন্দির প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলা নামের উল্লেখ ছিল না।



## সংঘর্ষে জখম

শুক্রবার বর্ধমানের ভাতারে বাম-বিজেপির সংঘর্ষ। সিপিএমের পথসভাকে কেন্দ্র করে পুলিশের উপস্থিতিতেই দুপক্ষের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দুই দলের মোট ২০ জন আহত হয়েছেন।




## অভিযান

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আচমকা অভিযান ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক প্রণব মালিয়ের। ওয়ার্ড এবং রোগীদের জন্য তৈরি ভাত ও অন্যান্য খাবার নিজেই খেয়ে পরখ করেন তিনি।



## ধর্ষণ

চাকদায় মধ্যরাতে বাড়িতে ঢুকে মত্যুয়া সমাজের এক নেতাকে মারধর করে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ এবং দুই নাবালিকা মেয়েকে নিগ্রহের অভিযোগ। সোনার গয়না ও নগদ টাকা লুটপাট করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।



ভক্তের কোলে রসরাজ। শুক্রবার নদিয়ায়।।

# পুলিশের গুলিতে জখম আসানসোলের দুষ্কৃতী

**রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**আসানসোল, ২৭ নভেম্বর :** ফের এনকাউন্টার হল রাজ্যে। এই নিয়ে ষষ্ঠবার। তবে এবার পুলিশের গুলিতে দুষ্কৃতী নিহত হয়নি। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। আগের পাঁচবারের মতো এবারের এনকাউন্টার নিয়েও পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। দু'দিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর পর শুক্রবার সকালে আসানসোলের ইসমাইলের পাঁজা গলিতে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত দুষ্কৃতী প্রতাপ দাস ওরফে প্যাঁও। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের (এসওজি) সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ডান পায়ে গুলি লেগেছে প্রতাপের। এক ঘণ্টার বেশি চলা এই অভিযানে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুলিশ সেলে চিকিৎসাধীন প্রতাপ। অস্ত্রোপচারের পর তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের চেষ্টা, তোলাবাজি, ডাকাতি ও সাইবার প্রতারণা সহ ২০টি মামলার আসামি প্রতাপ সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছিল। একটি সাইবার প্রতারণা মামলায় বুধবার বিকেলে ইসমাইলে তার বাড়িতে হানা দিলে পুলিশকে লক্ষ্য করে দু-তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় সে। এরপর বারবার ডেরা, সিম কার্ড ও বাইক বদলে নজর এড়ানোর চেষ্টা করছিল। শুক্রবার সকালে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘোরাঘুরির খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে এসওজি। নির্মীয়মাণ বাড়ির জলাধারের পিছনে লুকিয়ে থাকা প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করতে বললে সে ফের পুলিশের দিকে বন্দুক তাক করে। বিপদ বুঝে পালটা গুলি চালায় পুলিশ।

### পালটা 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ

তবে গ্রেপ্তারির পরই নতুন বিতর্ক দানা বেঁধেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রতাপ দাবি করে, 'মুসাব্বির আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমায় সুপারি দিয়েছিল লোককে মারতে। মারিনি, তাই...'। বার্নপুরের প্রাক্তন লোহা ব্যবসায়ী মুসাব্বিরের সঙ্গে তার পুরোনো গোলমাল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে প্রতাপের স্ত্রী নীতু দেবীর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতেই পুলিশকে ফোন করে আদালতে আত্মসমর্পণের কথা জানিয়েছিল প্রতাপ। কিন্তু পুলিশ তা না মেনে সরকারের কাছে ভালো হতে 'এনকাউন্টার' করেছে।

> আগে পুলিশ টেবিলের নীচে লুকোত। এখন পুলিশ জবাব দিচ্ছে।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

এদিন দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পুলিশকে গুলি করেছে, পুলিশ তার ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশকে খোলা হাত দেওয়া আছে। এসব চলবে না।' পূর্বতন তৃণমূল জমানাকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'আগে পুলিশ টেবিলের নীচে লুকোত। এখন পুলিশ জবাব দিচ্ছে।' পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও পুলিশের এই অভিযানের প্রশংসা করেছেন। সুস্থ হলে প্রতাপকে আদালতে পেশ করা হবে।



ঘায়েল দুষ্কৃতীকে নিয়ে হাসপাতালের পথে পুলিশ। শুক্রবার আসানসোলে।

# ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে কমিশন

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে এবার সরাসরি ময়দানে নামল রাজ্য সরকার গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশন। বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান থাকাকালীন তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল ব্রাত্যর বিরুদ্ধে। তার তদন্তে শুক্রবার বেলা ১২টায় নন্দন চত্বরে অ্যাকাডেমিতে পৌঁছোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সহ কমিশনের সদস্যরা।



অ্যাকাডেমিতে ১০ মিনিট ছিলেন তাঁরা। সেখানে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। সেখানকার কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন কমিশনের সদস্যরা। তারপর এক আধিকারিককে নিয়ে নন্দনের আরও একটি অফিসে যান তাঁরা। এরপর চারুকলা পর্ষদের অফিসেও যান তদন্তকারীরা। সেখানে যাবতীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কমিশনের সদস্যরা।

২০২২ সালে বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হন ব্রাত্য। ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্রাত্যর বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমির তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। বাংলা অ্যাকাডেমি ও চারুকলা ভবনে থাকা দুষ্প্রাপ্য ছবি বিগত সরকারের আমলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্যরা। সেই সময় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন ইন্দ্রনীল। তাঁর বিরুদ্ধেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

# বাড়ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন-সুবিধা

## ১২৫ দিনের কাজে লক্ষ্যপূরণে মরিয়া রাজ্য

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** ভিবি জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে এবার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক বেতন ও পারিশ্রমিক বাড়াল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছে সরকার। সেই অস্বস্তি কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এবার এই প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের আরও উৎসাহিত করতে তাঁদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা ও মর্যাদার স্বার্থে সরকার বেশ কিছু সুবিধার কথাও ঘোষণা করেছে। সরকার জানিয়েছে, চলতি মাস থেকেই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পে কেন্দ্র ১৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই সব টাকা কাজে লাগাতে হবে রাজ্য সরকারকে। স্বভাবতই ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে না পারলে লক্ষ্যপূরণ করা সম্ভব হবে না বলে মনে করছে প্রশাসন।

এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক ও কাজের মেয়াদ অনুযায়ী বেতন ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে যেসব কর্মীর মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা, তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ১০ বছরের কম হলে মাসে অতিরিক্ত ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হবে। আর যাঁদের ১০ বছর বা তার বেশি কাজের অভিজ্ঞতা, তাঁদের পারিশ্রমিক বাড়বে মাসে অতিরিক্ত ৭ হাজার টাকা। সেইসঙ্গে যাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২৫ হাজার টাকা থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদ ১০ বছরের কম হলে অতিরিক্ত মাসে ৭ হাজার টাকা বাড়বে। একইসঙ্গে যাঁদের ১০ বছর তার বেশি চাকরির মেয়াদ, তাঁরা অতিরিক্ত মাসে ৮ হাজার টাকা বাড়তি পাবেন।

শুধু বেতন বৃদ্ধিই নয়, কর্মীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে সরকার। ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে প্রতি বছর তাঁদের পারিশ্রমিক ৩ শতাংশ হারে বাড়বে। সেইসঙ্গে যেসব কর্মী অন্তত ১০ বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পাবেন। এজন্য প্রতি বছর চুক্তি নবীকরণের সময় সরকারের নির্ধারিত সব শর্ত তাঁদের পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কর্মীরা বছরে ৩০ দিন ছুটি এবং ১০ দিন চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি পাবেন। মহিলা কর্মীরা ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ৪২ দিন ছুটির সংস্থান রাখা হয়েছে। যদিও ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা এই সুবিধা পেলেও চুক্তিভিত্তিক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা এইসব সুবিধার আওতার বাইরে থাকবেন।

# পাশের হারে পিছিয়ে কলা বিভাগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** পাশের হারে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়াদের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে কলা বিভাগের পড়ুয়ারা। পাশাপাশি তালিকায় নীচের দিকে নেমে গিয়েছে উত্তরের জেলাগুলি। শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিদ্যাসাগর ভবনে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের ফল ঘোষণা হওয়ার পরেই উঠে এল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত বছরের তুলনায় ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষে পাশের হারও কমেছে ১.১ শতাংশ। এবছর পাশের হার ৯২.৬২ শতাংশ। তবে কলা বিভাগের ক্ষেত্রে এই হার আরও কম। ৯১ শতাংশ। যা গড় হারের চেয়ে কম। বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করেছে ৯৮ শতাংশ পড়ুয়া। বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে তা ৯৮.১১ শতাংশ। সেখানে কলা বিভাগের ফলাফলে উদ্বিগ্ন সংসদ কর্তারাও। জেলাস্তরে পাশের হারে পিছিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। এখানকার জেলাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পাশের হার দক্ষিণ দিনাজপুরে (৯৩.০১ শতাংশ)। রাজ্য তালিকায় এই জেলা দশম স্থানে রয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়েছিল। সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার পর চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩২১ জন পড়ুয়ার মধ্যে মোট ৬ লক্ষ ৫১ হাজার ১২৯ জন পড়ুয়া তৃতীয় সিমেস্টারে উত্তীর্ণ হয়েছে। জেলাস্তরে পাশের হারের বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে নদিয়া (৯৫.৫৮ শতাংশ)। তারপরেই পূর্ব মেদিনীপুর (৯৫.০৯ শতাংশ)। অষ্টম স্থানে কলকাতা (৯৩.৪৫ শতাংশ)। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি (৯০ শতাংশ), মালদা (৮৮.৭২ শতাংশ), আলিপুরদুয়ার (৮৮.৬৮ শতাংশ) ও উত্তর দিনাজপুর (৮৫.৮৫ শতাংশ) তালিকার একদম শেষে অবস্থান করছে। সংসদের এক শীর্ষকর্তার মতে, উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকা পাশের হারে প্রভাব ফেলেছে।

### উচ্চমাধ্যমিকে পিছিয়ে উত্তরের জেলাগুলি

রাজ্যে যেসব স্কুলের ফল আশানুরূপ হয়নি তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'খারাপ ফলাফলের পিছনে কী কারণ আছে আমরা সেটা নিয়ে স্কুলগুলির সঙ্গে আলোচনা করব। আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব কেন এই ফলাফল হল।' কলা বিভাগের পাশের হার কম থাকার প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'কলা বিভাগের ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সংখ্যা অন্য দুটি বিভাগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। সেকারণেই এটা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি।'

# ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ মুখ্যমন্ত্রীর

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** প্রাইভেট স্কুলগুলির বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব খারিজ করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে বেসরকারি স্কুল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি ও শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কিছু প্রাইভেট স্কুল ৯ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ফি বৃদ্ধি করেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তবে দেশের অন্যান্য রাজ্যে প্রাইভিট স্কুলগুলির বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারও যাতে সেইরকম আইন আনতে বাধ্য না হয়, সে বিষয় স্কুলগুলির মালিকদের সতর্ক করা হয় এদিন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রাইভেট স্কুলগুলি পরিবহন, খাবার, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ও পরিষেবার নাম করে অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছে। তবে আমরা বলব, যে স্কুলগুলি অতিরিক্ত বেতন নিয়েছে, তারা যেন পরবর্তী ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় সেটা অ্যাডজাস্ট করে দেন।'

এদিন কলকাতার দুটি নামি বেসরকারি স্কুলের তরফে ৯ শতাংশ হারে ফি বৃদ্ধির আবেদন জানানো হলেও মুখ্যমন্ত্রী তাতে রাজি হননি। তবে তিনি মনে করছেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলেও প্রাইভেট স্কুলগুলির ইচ্ছামতো ফি বৃদ্ধি এবং ভর্তির সময় অতিরিক্ত ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সে সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্কুলগুলিকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন,

### প্রাইভেট স্কুল




তারা ইচ্ছামতো ফি বা ডোনেশন নিতে পারবে না। যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিন স্কুল ও অভিভাবকদের সুবিধার জন্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে দুটি পোর্টাল চালু করার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। দুটি আলাদা আলাদা পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার কথা রাজ্য সরকারের সামনে তুলে ধরতে পারবেন তারা। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকদের পরিচয় পোর্টালে গোপন রাখা হবে বলে জানান শুভেন্দু।

## শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পুরোনো একটি মামলা প্রত্যাহার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৫ সালে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন ওই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। ওই সময় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের থেকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচও পেয়েছিলেন। তবে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। শুক্রবার বিচারপতি চৈতালী দাসের এজলাসে এই মামলার শুনানির সময় রাজ্য সরকার জানায়, ওই মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

## ফের জেলে মিলন

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে হলদিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন নন্দীগ্রামের পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। নন্দীগ্রাম ও খেজুরির মোট ৬টি মামলায় নতুন করে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ায়নি হাইকোর্ট। উপরন্তু নিম্ন আদালতে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সেই নির্দেশ মেনে দুপুর ২টো নাগাদ আদালত কক্ষে আত্মসমর্পণ করেন মিলন। তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ করেন মিলন। তিনি বলেন, 'আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখে এখানে এসেছি। আদালতের ওপর আস্থা রাখছি সঠিক বিচার করবে।'

# পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** দুর্গাপুরে জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়ে স্বাস্থ্য ও পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ব্যাপারে বিগত সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'জলজীবন মিশনের টাকা লুট হয়েছে। মমতা সরকারের আমলে কলকাতার পিজি, এনআরএসের মতো হাসপাতালের ওপর চাপ কমাতে জেলায় জেলায় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ,

### দুর্গাপুরে ক্যানসার হাসপাতালের শিলান্যাস

হাসপাতালের নামে বাড়ি তৈর হলেও চিকিৎসা পরিকাঠামো কিছুই ছিল না। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার সেই অব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছে। বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী কোনও জায়গায় ক্যানসার হাসপাতাল সহ রাজ্যে আরও চারটি মেডিকেল কলেজ করবে সরকার। শুক্রবার অভালে সেই ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'রাজ্যে সাড়ে ৮ কোটি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি আয়ুষ্মান ভারতের আওতায়। বাকিদের জন্য রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হেলথ স্কিম। দুর্গাপুর-আসানসোলের মধ্যে জমি চিহ্নিত করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।' দুর্গাপুর-আসানসোলের কয়লাখনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসিএলকে তাদের হাসপাতালটি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবও দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কালনায় ইসিএলের যে ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে তা রাজ্যকে দিয়ে দিলে মার্চের মধ্যে পরিকাঠামো গড়ে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরি করে দেবে রাজ্য।'

হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যে ৪৬৭টি প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র গড়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পানীয় জলের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে প্রকল্পের ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করবে রাজ্য সরকার। আগামী ৩ জানুয়ারি ফের দুর্গাপুরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জেলার ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রের সেল, ইসকো সহ রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।



শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

## ১ ডিসেম্বর শুরু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** অনির্দিষ্টকালের স্থগিতাদেশ কাটিয়ে অবশেষে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা স্পেশাল সামারি রিভিশন (এসএসআর)-এর নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে এবং তা চলবে আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গত ২৩ নভেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আচমকাই তা স্থগিত করে দিয়েছিল কমিশন।

কমিশনের প্রকাশিত পরিবর্তিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়া এবং তথ্য সংশোধনের প্রক্রিয়া ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে একটানা চলবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর পাশাপাশি, আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভোটকেন্দ্রের পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা এবং সমস্ত দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। এছাড়া সাধারণ ভোটারদের সচেতন করতে ও আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে ১৯, ২০, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসের ২, ৩, ৯ ও ১০ তারিখে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) নিয়ে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাবে কমিশন।

গত ২৩ নভেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ ও সংশোধনের কাজ শুরুর ঠিক আগেই সিইও দপ্তরের তরফে আচমকা বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুরো প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া সংক্রান্ত মামলায় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ট্রাইবিউনালের সংখ্যা বাড়িয়ে বিচারাধীন আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

# এইডস নিয়ন্ত্রণে দেশের প্রথম চারে বাংলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** এইচআইভি সংক্রমণ রুখতে সচেতনতা, দ্রুত পরীক্ষা ও নিয়মিত চিকিৎসার পাশাপাশি আক্রান্তদের পরিষেবার আওতায় আনাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কাজে বড় সাফল্য পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এইডস নিয়ন্ত্রণে সফল চারটি রাজ্যের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা। এরাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে এগিয়ে দার্জিলিং। শুক্রবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যভবনে আয়োজিত 'এইডস স্টার্ট উইথ অ্যাকসেস' শীর্ষক সেমিনারে এই তথ্য জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব শরদকুমার দ্বিবেদী, স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির ডিরেক্টর ইয়ানেস ইসমাইল প্রমুখ।

ইয়ানেস বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাই এইডস নিয়ন্ত্রণে ৯৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। সামান্য পিছিয়ে আলিপুরদুয়ার। দ্রুত সেই ঘাটতি মিটবে।' তবে কলকাতা ও আলিপুরদুয়ার এখনও 'সুরক্ষিত জেলা'র স্বীকৃতি পায়নি। কেন পিছিয়ে এই দুই জেলা? স্বপন সোরেনের ব্যাখ্যা, 'কলকাতা অত্যন্ত জনবহুল। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসায় তাঁদের খুঁজে চিকিৎসার আওতায় আনা কঠিন। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার প্রত্যন্ত ও সীমান্তবর্তী জেলা।' তাঁর দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গের মডেল সারা দেশে গ্রহণ করা হয়েছে।'

উত্তরের জেলাগুলির সাফল্যের পিছনে স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। দার্জিলিংয়ের উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং জিটিএ-র সমন্বয়ে কাজ করায় দার্জিলিংয়ে ভালো ফল মিলেছে।' তবে পাহাড়ের দুর্গম এলাকা, নেপাল সীমান্তে যাতায়াত, ধস এবং রোগীদের একসঙ্গে বেশি ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে অপব্যবহারের আশঙ্কা বড় চ্যালেঞ্জ।

জলপাইগুড়ির উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র দাসের কথায়, 'পাহাড়, সমতল, ডুয়ার্স ও সীমান্তবর্তী এলাকার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। ফলে অনেক রোগী শিলিগুড়িতে চলে যান। তাঁদের খুঁজে বের করে এআরটি চিকিৎসার আওতায় আনা কঠিন।'

স্বাস্থ্যসচিব শরদকুমার দ্বিবেদী বলেন, 'গত কয়েক বছরে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ পরিষেবার আওতায় আসতে পারছেন।' পাশাপাশি সিফিলিস, এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ রুখতে 'ট্রিপল এলিমিনেশন' কর্মসূচিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের পরীক্ষা করে সংক্রমণ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হচ্ছে। এদিন 'সুরক্ষিত জেলা' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া রাজ্যের ২১টি জেলাকে সম্মানিত করা হয়।

# মুছবে মার্কস-লেনিন

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** লেনিন সরণি

# জাতীয় স্তরে প্রথম দিতিপ্রিয়া

**রায়গঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : ২৪তম** অখিল ভারতীয় বিজ্ঞানমেলার জাতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জের দিতিপ্রিয়া লেট। ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে আয়োজিত জাতীয় স্তরে প্রথম দিনই সাফল্য আসে রায়গঞ্জের সারদা



বিদ্যামন্দিরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর। পদার্থবিদ্যার 'প্লবতা' সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা করে এই সাফল্য দিতিপ্রিয়ার। তার বাবা বিশ্বপ্রিয় লেট বলেন, 'প্রথম স্থান অধিকার করাটা বড় বিষয় নয়। এতদূর পর্যন্ত আসার সুযোগ পেয়েছে, সেটাই বড় বিষয় বলে মনে করি।'

এদিন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ রাজবলী পাল বলেন, 'জাতীয় স্তরে সুযোগ পেয়ে এই স্থান সত্যিই গর্বের।'

# বাঘিনীর জন্য কুনকি ব্যূহ

**অভিজিৎ ঘোষ ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম, ২৭ নভেম্বর :** পুরোনো রুটেই কি তবে ফের অসম পাড়ি? বক্সার বাঘিনীর (বিটিআরটিএফ-১) মর্জি ঘিরে এখন সেই আশঙ্কাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে বনকর্তাদের। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত হাতিপোঁতা থেকে পূর্ব দিকে ময়নাবাড়ির জঙ্গলে থাকলেও, সন্ধ্যা নামতেই পূর্ব দিকে হাঁটা দেয় সে। রাতের অন্ধকারে রায়ডাক নদী পেরিয়ে নতুন ডেরা বাঁধে কুমারগ্রাম রেঞ্জের নিউল্যান্ডস বিটের জঙ্গলে। ঘটনায় বনকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে। খবর মিলতেই রাতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কুনকি হাতি নিয়ে সেখানে ব্যারিকেড গড়ে বন দপ্তর। কিন্তু শুক্রবার সকালে বাঘিনী আরও পূর্ব দিকে এগোতেই কৌশল বদলাতে বাধ্য হন কর্তারা। অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ নদীর পাড়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কুনকি হাতি ও টহলদারি।

দ্বিতীয়বার বাঘিনীর অসম যাত্রা ঠেকাতে মরিয়া বন দপ্তর। কুমারগ্রাম, ভক্কা, নর্থ ও সাউথ রায়ডাক এবং হাতিপোঁতা রেঞ্জের কর্মীরা পালা করে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ও স্যাটেলাইট লোকেশনের মাধ্যমে



দিনরাত নজর রাখছেন। বাঘিনীর গতিবিধি বুঝে কৌশলে বারবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হচ্ছে। তবে বন্যপ্রাণীকে জোর করে সীমানা বা প্রাচীরে আটকে রাখা যে মুশকিল, তাও মানছেন বনকর্তারা। এদিন বক্সার এক আধিকারিক বলেন, 'বাঘিনী এখনও বক্সার জঙ্গলেই রয়েছে। তার উপর নজরদারি চলছে। লোকেশনও দেখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, বাঘিনী নিউল্যান্ডস বিটে ঢুকে পড়ায় শুক্রবার সকালেই তড়িঘড়ি সংলগ্ন বনবস্তি, শ্রমিক মহল্লা এবং নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম ও সংকোশ চা বাগান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে বন দপ্তর। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি থেকে সাবধানে বেরোনো এবং শৌচকর্মের জন্য জঙ্গলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। নিউল্যান্ডস চা বাগানের বড়বাবু রাজেশ শা'র বক্তব্য, 'বাঘিনী এপারে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে। এই জঙ্গল ঘেঁষে বাগানের মোট ৯টি সেকশনজুড়ে প্রায় ১৩৫ হেক্টর জমিতে শ্রমিকরা কাজ করছেন। ৩-৪ কিমি দূরে বাঘিনীর অবস্থানের কথা মাথায় রেখেই সচেতনভাবে কাজ চলছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বনকর্তারা আশ্বাস দিয়েছেন।'


## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**PWD TENDER NOTICE**

A.E. P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide e-NIQ No.- 08 of 2026-2027 (2nd Call) for Consultancy Services for Carrying Out Detailed Engineering Surveys, Investigations, Testing and Preparation of Detailed Project Report (DPR) for Improvement of Old NH-34 from Ch. 321.400Km to Ch. 323.600 Km and from Ch. 329.730 Km to Ch. 330.460 Km under Malda Division, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5090121_1. Bid Submission Starting Date & Time– 01/12/2026 upto11:00 A.M. Last date and time for Submission ofTender is – 09/12/2026 upto 11:00 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/- Bibhor Majumder Assistant Engineer, P.W.D. Malda Sub-Division-I, Malda.

ICA-T20342(1)/2026

## NOTICE INVITING E-TENDER
**NIeT No.1085/K, 1086/K Dt.23/11/2026**

Sealed tender(s) are hereby invited from the bonafide contractors for i) Supply of Dietary & Miscellaneous Articles, ii) Supply of Security Guard & Sweeping Personnel services at Korok Children Home for Boys, Jalpaiguri. Last date of bid submission is 10/12/2026 at 15.00 hrs. For more details contact with the office of the undersigned or see the website:https://tenders.wb.gov.in

**Sd/-**
**Superintendent**
**Korok Children Home for Boys**

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**PWD TENDER NOTICE**

Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online for the work of - Kagmari-Bangitola-Panchanandapur Road from 2.00 km to 4.00 km (In stretches) Patch Surfacing work, under Malda Highway Division, in the District of Malda during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5089925_1, e-NIT No. 07 of 2026-27 of EE, MHD. Bid submission start date (online): 26.11.2026 upto 6.55 P.M. Bid submission closing date (online): 04.12.2026 up to 2.00 P.M. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.wb.gov.in / www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD.

ICA-T20347(1)/2026

## ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No- **DHUPGURI/EO/NIT-002/2026-27, SI No 01 TO SI 16** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in **https://tenderwb.gov.in**

**Block Development Officer**
**&**
**Executive Officer**
**Dhupguri Panchayat Samati**

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**NOTICE INVITING TENDER**
**Bid reference no. WBMSCL/NIT-930/2026, Dated - 25/11/2026**

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Internal horticulture & allied work with annual maintenance at Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital, District- Coochbehar, under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2026-2027." Last date of submission of bid (online)-14.12.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on or after 30.11.2026 at 10.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal

ICA-T20311(3)/2026

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**PWD TENDER NOTICE**

E.E./T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1. Providing 18 nos. (Unskilled Un-armed) security guards at different establishment of PWD under TBCD PWD Mkg during 2024 2025 a) Premises of TBCD PWD 6 Nos, b) TBCSD-I PWD at Mkg - 4 Nos, c) TBCSD-II PWD at Hdb 4 NOS and d) PWD Stack Yard Mkg Cooch Behar under TBCSD-I4 Nos. 2nd call Tender Id- 2026_WBPWD_5090433_1. e-NIQ No.- 13 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 28.11.2026 from 10:30 hrs. Bid Submission closing date (online) 11.12.2026 upto 16:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj,Coochbehar.

ICA-T20348(3)/2026

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**PWD TENDER NOTICE**

S.E, NBCC-II, P.W.Dte , Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - Tender ID : 2026_WBPWD_5083591_1. Tender Ref No : WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-06/2026-27. **Sl. No. 1 Particular/ description :** SECTION - B FORM – IV (contd.) MINIMUM PLANT AND EQUIPMENT TO BE DEPLOYED BY THE CONTRACTOR. **As Notified IN PLACE OF :** 3) Concrete Mixers with Integral Weigh Batching Facility (Min NUMBER REQUIRED -5). 26) Mastic Cooker (Min NUMBER REQUIRED -5). TO BE READ AS 1st Corrigendum : 3) Concrete Mixers with Integral Weigh Batching Facility (Min NUMBER REQUIRED - 2). 26) Mastic Cooker (Min NUMBER REQUIRED -1). Bid submission closing date (online) : 08/11/2026 up to 01:00 P.M. Technical Bid opening date (online) : 10/11/2026 at 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.wb.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.

ICA-T20343(1)/2026

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**OFFICE OF THE DIRECTOR, Dte. of DDP&S**
**FOOD & SUPPLIES DEPTT., GOVT. OF WEST BENGAL**
**11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA-87.**
**RFP No. 1 OF 2026 of DDPS/F & S DEPTT**
**Tender ID No : 2026_DFS_5090852_1 to 25**
**E-TENDER NOTICE**

**E-Tender is hereby invited for supply of rice (raw and/parboiled) of fair average quality (FAQ) variety for public distribution system in 25 tender units [South 24 parganas & North 24 parganas split into 2 (two) parts each] and for raw rice two (2) units (Darjeeling & Kalimpong) & (Alipurduar & Jalpaiguri) of West Bengal From January 2027 to June, 2027.** For details, please visit the website www.wbtenders.gov.in Tender details will be visible from 28.11.2026 at 6:55 P.M. Bid Closing date :- 18.12.2026 at 3:00 P.M. Date of Pre Bid meeting :- 04.12.2026 at 03:00 P.M. Sd/- The Director, Directorate Of DDP&S Food & Supplies Department Govt. of West Bengal. 11 A Mirza Ghalib Street, Kolkata -87.

ICA-T20352(4)/2026

## নকশা, উন্নয়ন, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজের কন্ট্রাক্ট প্রদান

টেন্ডার নোটিশ নং: টিআরএস-এমএলডিটি-১৫-২৬-২৭, তারিখ: ২১-১১-২০২৬ অবস্থান সহ কাজের নাম: "ডিএলএস/মালদা টাউনে অটোমেটিক টেস্ট ইকুইপমেন্ট (এটিই) -এর জন্য সর্বোচ্চ ১২৮টি টেস্ট পয়েন্টযুক্ত প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) -এর টেস্ট প্রোগ্রাম সেট (টিপিএস) এবং টেস্ট ফিক্সচারের নকশা, উন্নয়ন, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন"-এর কন্ট্রাক্ট প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ প্রাপ্তির (১২) মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৩৬,১০,৮০০/-; বায়না মূল্য: ₹ ৭২,২০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ১৪-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## NOTICE INVITING e-Bid

The Executive Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :

1. eNIT No:- 06/KDI/2026-27, Memo No : 897/PS, Dated : 26.11.2026
2. eNIT No:- 07/KDI/2026-27, Memo No : 898/PS, Dated : 26.11.2026
3. eNIT No:- 08/KDI/2026-27, Memo No : 899/PS, Dated : 26.11.2026
4. eNIT No:- 09/KDI/2026-27, Memo No : 900/PS, Dated : 26.11.2026
5. eNIT No:- 10/KDI/2026-27, Memo No : 901/PS, Dated : 26.11.2026
6. eNIT No:- 11/KDI/2026-27, Memo No : 902/PS, Dated : 26.11.2026
7. eNIT No:- 12/KDI/2026-27, Memo No : 903/PS, Dated : 26.11.2026
8. eNIT No:- 13/KDI/2026-27, Memo No : 904/PS, Dated : 26.11.2026
9. eNIT No:- 14/KDI/2026-27, Memo No : 905/PS, Dated : 26.11.2026
10. eNIT No:- 15/KDI/2026-27, Memo No : 906/PS, Dated : 26.11.2026
11. eNIT No:- 16/KDI/2026-27, Memo No : 907/PS, Dated : 26.11.2026
12. eNIT No:- 17/KDI/2026-27, Memo No : 908/PS, Dated : 26.11.2026
13. eNIT No:- 18/KDI/2026-27, Memo No : 909/PS, Dated : 26.11.2026
14. eNIT No:- 19/KDI/2026-27, Memo No : 910/PS, Dated : 26.11.2026
15. eNIT No:- 20/KDI/2026-27, Memo No : 911/PS, Dated : 26.11.2026
16. eNIT No:- 21/KDI/2026-27, Memo No : 912/PS, Dated : 26.11.2026
17. eNIT No:- 22/KDI/2026-27, Memo No : 913/PS, Dated : 26.11.2026

Bid Proposal submission Start Date : 27/11/2026 at 05.00 PM
Bid Proposal for Submission Closing Date : 05/12/2026 at 05.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation Date : 07/12/2026.

**Sd/- Executive Officer**
**Karandighi, Uttar Dinajpur**

## ABRIDGED NOTICE
INVITING e-TENDER No-

i) 03/SECY/MZRMC/26-27 (SL NO-1 to 16), Dated-26/11/2026 Memo no-1489/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026 and
ii) e-N.I.Q no.02/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1486/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
iii) e-N.I.Q no.03/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1487/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
iv) e-N.I.Q no.04/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 Memo no-1488/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026
v) e-N.I.Q no.05/SECY/MZRMC/26-27(SL NO-1 to 5), Dated-26/11/2026 Memo no-1490/MZRMC/2026, Dated-26/11/2026

On behalf of Secretary MZRMC invites e-tender (on line). Tender ID for
I. e-N.I.T no- 02/SECY/MZRMC/26-27 (SL NO-1 to 16), Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090283_1 to 16
II. e-N.I.Q no.02/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090536_1
III. e-N.I.Q no.03/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090555_1
IV. e-N.I.Q no.04/SECY/MZRMC/26-27, Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090565_1
V. e-N.I.Q no.05/SECY/MZRMC/26-27(SL NO-1 to 5), Dated-26/11/2026 is 2026_WBSMB_5090594_1 to 5

Details information download/upload will be available from website- **https://tenders.wb.gov.in**

**Sd/- Secretary, Malda Zilla RMC, Malda**
**Memo No: 923/DICO/MLD, dt. 27.11.2026**

## আরইউবির পথের পৃষ্ঠভাগের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৬০ অফ ২০২৬ তারিখ ২৫-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি টাউনের মধ্যে ২/৩-২/৪ কিলোমিটারে স্থিত আরইউবি নং. ৮/এ র পথের পৃষ্ঠভাগের মেরামত। টেন্ডার রাশি: ৭০,৩২,০৬৯.২১/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২৪-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## পূর্ব রেলওয়ে
**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

নং. সিওএম/এনএফআর/সিপিআরও/মালদা/২০২৬, তারিখঃ ২৬.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা অফিসার), মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলবলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলস্টেশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-নন-ডিজিটাল), এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, সেলুন এবং মেডিকেল স্টোরের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-এমএলডিটি-১১; অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টায়। **মালদা ডিভিশনে এমআইএসসি-স্ট্যাটিক পরিষেবা; এসইকিউ নং.; লট নং. ও স্টেশন যথাক্রমে ঃ** এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএলপিওডি-১৮-২৬-৩; স্লিপিং পডস; জামালপুর। **এবি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমইএসটিএন-১৩৩-২৬-১; মেডিকেল স্টোর; তিনপাহাড়। **এসি/১;** এমএসএস-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এসএস-১৩২-২৬-১; স্যালন পরিষেবা; তিনপাহাড়। **এসি/২;** এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসএস-৩৫-২৫-১; স্যালন পরিষেবা; জামালপুর। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি-এমএলডিটি-১১; অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ ঃ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। **মালদা ডিভিশনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-নন-ডিজিটাল); এসইকিউ নং.ঃ** এএ/১; **লট নং. ঃ** এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-২৩১-২৬-১; **স্টেশনঃ** জামালপুর। **(৩) অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এসিডব্লিউএল-জেএমপি-১১; **অকশন শুরু ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ ঃ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে; **মালদা ডিভিশনে এসিডব্লিউএল; এসইকিউ নং.** এএ/১; **লট নং. ঃ** পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-ডব্লিউআরএল-৪৪-২৬-১; **স্টেশনঃ** জামালপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-261/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## এম-ইউটিএস সহায়কদের নিয়োগ

নং.ঃ C/K-150/M-UTS SAHAYAK/KIR/26/1 তারিখঃ 25-11-2026

**এম-ইউটিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে নিয়োগ-এর জন্য আবেদন**

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, কাটিহার ডিভিশনের. সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের** পক্ষ থেকে এম-ইউ টিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য এম-ইউ টিএস সহায়কদের নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। স্টেশন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে এম-ইউটিএস সহায়কদের সংখ্যা নিচে দেওয়া হলোঃ

| স্টেশন | নিযুক্ত হতে যাওয়া এম-ইউটিএস সহায়কদের সংখ্যা |
|---|---|
| কাটিহার (কেআইআর) | ০৫ |
| নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) | ০৩ |
| শিলিগুড়ি জং. (এসজিইউজে) | ০২ |
| কিষাণগঞ্জ (কেএনই) | ০৩ |

বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে। **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণ,** যারা এম-ইউটিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী, তাদের আবেদনের সমস্ত কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

**(ক)** সমস্ত প্রাসংগিক শর্ত ও নিয়মাবলী সহ আবেদনপত্রগুলি (বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে শুরু করে) **১৯.০১.২০২৭ তারিখের ১৩:০০** ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। আবেদনপত্র **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের** কার্যালয় থেকে যেকোনোও কর্মদিনে **(সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) ১০:০০ ঘন্টা থেকে ১৭:০০ ঘন্টা পর্যন্ত** সংগ্রহ করা যেতে পারে। **আবেদনপত্রের মূল্য ১০০/-** টাকা (অফেরৎযোগ্য)। এই মূল্য কাটিহার এবং নিউ জলপাইগুড়িস্থিত বুকিং কার্যালয়ে জমা করতে হবে ও আবেদনপত্রের সাথে মূল টাকা জমার রসিদ সংলগ্ন করতে হবে।

**(খ) আবেদন জমা/দাখিল করার জন্য আবেদন বাক্স** অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে রাখা হবে।

**(গ)** আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। **আবেদনপত্রের মূল্য ১০০/-** টাকা (অফেরৎযোগ্য)। আবেদনকারী দ্বারা আবেদনপত্রের মূল্য **FA&CAO, N. F. Railway, Maligaon**-এর পক্ষে কাটিহার-এ প্রদেয় যেকোনো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক দ্বারা জারিকৃত **ব্যাংক ড্রাফট/ডিমাণ্ড ড্রাফট** সংলগ্ন করতে হবে।

পূরণকৃত আবেদনপত্র এবং এর সাথে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলো একটি সিল করা খামে করে, খামের ওপর লিখতে হবে "..... **স্টেশনে এম-ইউটিএস সহায়ক হিসেবে নিযুক্তির জন্য আবেদন**"। এই সিল করা খামটি **১৯.০১.২০২৭** তারিখের **১৩.০০** ঘণ্টা বা তার আগে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার অথবা এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ির** দপ্তরে রাখা বক্সে জমা দিতে হবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১ | পূরণ করা আবেদনপত্র সমূহ এই কার্যালয়ে গ্রহণ করা হবে | ০৪-১২-২০২৬ তারিখের ১০:৩০ ঘন্টা থেকে |
| ২ | আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ১৯-০১-২০২৭ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টা পর্যন্ত |
| ৩ | আবেদনপত্র দাখিল করা স্থান | সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডিআরএম বিল্ডিং, এন.এফ. রেলওয়ে, কাটিহার, বিহার-৮৫৪১০৫ এবং এরিয়া ম্যানেজারের কার্যালয়, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৭। |
| ৪ | আবেদনপত্র খোলার তারিখ | ২০-০১-২০২৭ তারিখের ১০:৩০ ঘন্টায় |

টোকাঃ ০৪-১২-২০২৬ তারিখ থেকে উপরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


## বিক্রয়

2 BHK Flat, বিক্রি। ভোলা চৌহান রোড, হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন : 9547814732. (C/124745)

## জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ সন্তানসমস্যা কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। আজ শিলিগুড়িতে : 8585015970. (K)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Jyotsna Khatun, W/O Nur Alam, সাং-আটপুকুরী, পো :- আটপুকুরী-নয়ারহাট, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। আমার ছেলের (Shahin Hossain) জন্ম প্রমাণপত্রে রুইডাঙ্গা G.P. এর birth রেজিস্টারে vide no-217(2) dt. 02/01/2013, আমার নাম ভুলবশত Mampi Bibi উল্লেখ রয়েছে, 25/11/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা 1st Class A.C.J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Khatun ও Mampi Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/124530)

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**TENDER NOTICE**

Online Tender - DHFWS/CW-24(3rd Call) of 2025-26, DHFWS/CW-03(2nd Call) and DHFWS/CW-06 of 2026-27 are hereby invited for Repairing of Walk In Cooler, Procurement of Dental Equipment & Materials and Repairing of AAM" under the Dept. of H&FW, Jalpaiguri. For details visit at the office of the undersigned and www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri

ICA-T20312(3)/2026

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
**PWD TENDER NOTICE**
**e-QUOTATION NOTICE**

Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 30e/Q of 2026-27. Tender Id No.: 2026_WBPWD_5090143_1. Name of work : Renovation of District Library (2nd Floor), Jalpaiguri ------SITC of Air Conditioning system with allied Electrical Installation works. The last date for submission of tender on 16-Dec-2026 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI.

ICA-T20345(3)/2026

## ওএইচই এবং পিএসআই মডিফিকেশন কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৪-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ সর্বশেষ বিশেষ পরিবর্তন নির্দেশাবলী সহ আরএপি এবং নন-আরএপি আইটেমের কাজ সংক্রান্ত ওএইচই এবং পিএসআই পরিবর্তন। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৩,১০,৯৫,০৯৯.৯২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬,২১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ ও সময় ১৭-১২-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রডিয়া
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল-টিআরডি-২×২৫-ওএইচই-০১; তারিখ: ২৪-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম: বিদ্যমান ১×২৫ কেভি এসি ট্রাকশন সিস্টেম -এর আধুনিকীকরণ এবং মিশন ৩০০০ এমটি লোডিং টার্গেট সংক্রান্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর কাটিহার ডিভিশনের মালদা টাউন (ব্যতীত) - কুমেদপুর - মুকুরিয়া (সহ) (মালদা টাউন-কুমেদপুর-মুকুরিয়া) সেকশনে (৮৪ আরকেএম/১৬৮ টিকেএম) ওএইচই মডিফিকেশন এবং ফিডার, এরিয়াল আর্থ কন্ডাক্টর (এইসি) ও বারিড আর্থ কন্ডাক্টর (বিইসি)-এর সংস্থান, নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদন। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৮৩,৮১,০৯,৮৫১.২৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬৭,৬২,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে।

পিসিহই, মালিগাঁও
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৬৬৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৭৩০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২১০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৫৬০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৫৬১০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631990 0874614 আমার নাম Lal Babu Paswan নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 26-11-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে উল্লেখিত Lal

# পোনা ছাড়া হয়নি একাধিক নদীতে

## জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৎস্যজীবীরা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** উত্তরে কি স্থানীয় মাছের আকাল দেখা দেবে? বর্ষায় উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ নদীতে মৎস্য দপ্তর মাছের পোনা ছাড়তে না পারায় এই প্রশ্ন উঠছে। দপ্তর সূত্রেই খবর, এ বছর শুধু জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি এবং কোচবিহারের দুটি নদীতেই মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। বাকি নদীগুলিতে কবে পোনা ছাড়া হবে, জানেন না দপ্তরের উত্তরবঙ্গের আধিকারিকরা। এ বছর আর পোনা না ছাড়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা, নদীর জল যেমন কমতে শুরু করেছে, তেমনই ঠান্ডার প্রকোপ শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে পোনা ছাড়া হলেও বাঁচানো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের পেশায় টান পড়বে বলে আশঙ্কিত মৎস্যজীবীরা।

নদীতে মাছ ধরতে নেমে মৎস্যজীবীদের একাংশকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে এখনই। অদূরভবিষ্যতে কী হবে, চিন্তায় তাঁরা। দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, পোনা না ছাড়ার ঘটনাটি হয়ে আসছে তৃণমূল জমানা থেকেই। নদীতে মাছ ছাড়ার ব্যাপারে সেরকম নিয়ম মানা হত না সেসময়। কোন নদীতে কেমন, কতটা মাছ ছাড়তে হবে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও নীতি ছিল না। তবে রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি আসার পর নিয়মে বদল ঘটেছে। মাছের পোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে নদী কতটা উপযুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নদীতে জেলে বা মৎস্যজীবীর উপস্থিতি থাকতে হবে, জেলেরা মাছ ধরছেন এমন ছবি দপ্তরের নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে। নদীতে সারাবছর জল থাকে কি না, তাও দেখা হচ্ছে। দপ্তরের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি ডাইরেক্টর সন্দীপকুমার মণ্ডল বলেন, 'আপাতত উত্তরের পাঁচটি নদীতে মাছ ছাড়া হয়েছে।



- উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ নদীতে মাছের পোনা না ছাড়ায় পেশা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় মৎস্যজীবীরা
- অবৈধ মাছ ধরা ও চাইনিজ জালের বিরুদ্ধে আগামী সপ্তাহে অভিযান মৎস্য দপ্তরের
- ভুটানের ড্যাম ফাটায় সংকোশের জল দূষিত, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে বিশেষজ্ঞ দল

পরে বরাদ্দ এলে অন্য নদীগুলিতে ছাড়া হবে। তবে এই মুহূর্তে বরাদ্দ আসার কথা নেই।'

উত্তরের অনেক নদীতে অবৈধভাবে মাছ শিকারের অভিযোগ রয়েছে। ইলেক্ট্রিক শক, বিষ দিয়ে মাছ মারা হয় জলঢাকা, তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা থেকে ডুয়ার্সের অনেক নদীতেই। কিছু নদীতে অতিক্ষুদ্র পোনা ধরা পড়বে এমন চাইনিজ জাল বিছানোর অভিযোগও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দপ্তরের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি ডাইরেক্টর জানান, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হবে। ধরা পড়লে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফাঁসিদেওয়া থানা ফিশারম্যান কোঅপারেটিভ সোসাইটির সঙ্গে শতাধিক মৎস্যজীবী জড়িত। সেখানকার সদস্য হরিশচন্দ্র সাহানির বক্তব্য, 'আমরা প্রত্যেক বিডিওকে স্মারকলিপি দেব। নদীতে মাছ নেই। অবৈধভাবে মাছ ধরার ফলে নদীগুলিতে পোকা পর্যন্ত থাকছে না। এবার তো মাছও ছাড়া হয়নি। আমরা মাছ না ধরতে পারলে খাব কী করে?'

মাথাভাঙ্গার জলঢাকা নদীতে মাছধরা মৎস্যজীবীদের একটি সংগঠনের তরফে বাবলু নমদাস বলেন, 'নদীতে মাছের বড়ই অভাব। খালবিলেও মাছ কমেছে। নদীতে মাছ না ছাড়লে মাছের জোগান বাড়বে কীভাবে?'

গত মাসে ভুটানে ড্যাম ফেটে ডুয়ার্সের একাধিক নদীতে জলস্ফীতি ঘটেছিল। প্রচুর মাছ ভেসে এসেছিল সংকোশ নদীতে। মাছ ধরতে হিড়িক পড়ে। সেই নদীর জল পরীক্ষা করছে প্রশাসন। কলকাতার একটি দল আগামী সপ্তাহে নদীটির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। সেখানে মাছ ছাড়া যাবে কি না, তা দেখবে দলটি। সন্দীপকুমার মণ্ডল বলেন, 'সংকোশের জলে ডলোমাইট মিশেছিল। জলের পিএইচ-এর মাত্রা কমে গিয়েছিল। তাতে মাছ মরেছে। আবার সেখানে মাছ ছাড়া যায় কি না, খতিয়ে দেখা হবে।'

### কোথাও রাজনীতির ছায়া, কোথাও ভোটারদের মনে আতঙ্ক

# পুলিশের সামনে তদারকি পদ্ম নেতার

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** প্রশাসনের নির্দেশমতো ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারদের ভেরিফিকেশনে রাজনীতির রং লাগল। বৃহস্পতিবার আশিঘর ফাঁড়িতে ভোটারদের ভেরিফিকেশনের জন্য লম্বা লাইন পড়তেই হাজির হলেন বিজেপি নেতৃত্ব। শুধু তাই নয়, ফাঁড়িতে ভেরিফিকেশনের নির্দিষ্ট ঘরে একেবারে ওসি'র পাশে বসেই তদারকি করতে দেখা গিয়েছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র কমল ঘোষকে। শুক্রবারও ভক্তিনগর থানা এলাকায় বসা শিবিরে এলাকার শাসকদলের নেতাদের তদারকি করতে দেখা গিয়েছে। সরকারি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে তাঁরা দেখভাল করেছেন।

ওসি'র পাশে বসে তদারকি করার পাশাপাশি ফাঁড়ির মধ্যে ঘোরার ছবি নিজের প্রোফাইলে পোস্টও করেছেন কমল। পোস্টের স্ট্যাটাস হিসেবে তিনি লিখেছেন, '৩৭ ও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে ডিলিটেড ভোটারদের সহযোগিতার জন্য আশিঘর আউটপোস্টে উপস্থিত ছিলাম।' তিনি এ-ও লিখেছেন, 'আশিঘর থানার বড়বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য সত্যি প্রশংসনীয়।'

প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক কাজে কার নির্দেশে কমল হস্তক্ষেপ করছেন? একেবারে ওসি'র পাশে বসার পাশাপাশি ফাঁড়ির মধ্যে সঙ্গীদের সঙ্গে ছবি তোলার এক্তিয়ারই বা তাঁকে কে দিয়েছেন? বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে কমলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার জন্যই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম।' বিষয়টা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশও। পুলিশের পদস্থ এক কর্তার অবশ্য বক্তব্য, 'বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তীর কথায়, 'বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে তাদের অঙ্গুলিহেলনে চালাচ্ছে। শিলিগুড়ি আজকে সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখল।'

এদিকে, বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ থাকলেও বিএলও'র সহযোগিতায় থানা বা ফাঁড়িতে ডেকে ভেরিফিকেশন করার পন্থা নিয়েছেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, থানা বা ফাঁড়ির আওতায় থাকা এলাকা হিসেবে পুলিশকর্মীদের নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ওই পুলিশকর্মীরা নিজেদের সুবিধামতো ভেরিফিকেশন চালাচ্ছেন।

পুলিশের একটা অংশের কথায়, এসআইআর-এর এই ভেরিফিকেশন ছাড়াও থানার অন্যান্য কাজও সামলাতে হচ্ছে। তাই সময় হিসেবে কখনও নিজস্ব এলাকার মধ্যে থাকা যোগ্য ভোটারদের বিএলও'র সহযোগিতায় ডেকে নেওয়া হচ্ছে। কখনও আবার বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। যদিও প্রথম দিনেই যেভাবে ফাঁড়ির মধ্যে ঢুকে বিজেপি নেতার ছড়ি ঘোরানোর দৃশ্য দেখা গিয়েছে, তাতে করে পুলিশকর্মীরা কতটা স্বাধীনভাবে ভেরিফিকেশনের কাজ করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনার রাজু সাহার কথায়, 'আমি পুরো বিষয়টা সম্পর্কে খোঁজ নেব।'

# হাজিরার তলবে ভয়ে 'ভোটার'রা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** ভোটের ৬ মাস পার হতেই নতুন করে সক্রিয় এসআইআর-আতঙ্ক। প্রশাসনের ওপরমহলের নির্দেশমতো ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা, এসআইআর-এ বাতিল ভোটার যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। গত দু'দিন ধরে বিভিন্ন থানা এবং ফাঁড়িতে চলছে সেই কাজ। তাই কাগজপত্র নিয়ে ছুটছেন শহরবাসীর একাংশ।

শুক্রবার ছেলের সঙ্গে হাত ধরে ভক্তিনগর থানায় ঢুকে আশপাশটা দেখছিলেন বছর ষাটের পরান দাস। চোখে-মুখে তাঁর আশঙ্কার ছাপ স্পষ্ট। কিছুটা দূরে লাইন দেখে পরানের প্রশ্ন, 'ওটাই তো এসআইআর-এর লাইন?' বাবাকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করিয়ে ওই লাইনে খোঁজখবর নিয়ে আসার পর মাথা নাড়াতেই যেন কিছুটা স্বস্তি। পরান বললেন, 'ভেবেছিলাম আমাকে একাই ডেকেছে। খুব ভয় পাচ্ছিলাম। তাই ছেলেকে সঙ্গে এনেছি।'

ভয়ে এদিন আশিঘর ফাঁড়িতে হাজিরা দেননি মধুসূদন দাস। তাঁর বদলে নথি নিয়ে ফাঁড়িতে হাজির হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে। তিনি বললেন, 'বিএলও ফোন করে ফাঁড়িতে যাওয়ার কথা বলতেই বাবা খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। তাই বাবাকে বললাম, আমি সব কাগজপত্র নিয়ে ফাঁড়িতে যাচ্ছি।' এদিন গঙ্গানগরে বাড়িতে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ভেরিফিকেশন করে যাওয়ার পর রানি শর্মা বলেন, 'ভেবেছিলাম, স্যারেরা এসে আমাদের বকবেন। কাগজপত্র সবকিছু তো দিলাম। এখন জানি না কী হবে।'

তবে এবারের প্রশ্ন আলাদা। অযোগ্য হিসেবে নাম বাদ যাওয়ার পর আপনারা কী করলেন? ট্রাইবিউনালে আবেদন করলেন না কেন? শুক্রবার সারা দিন শহরের বিভিন্ন এলাকার থানা, ফাঁড়িতে ঘুরে সেই প্রশ্নই করা হল তলব পাওয়া মানুষকে। তাতেই উঠে এল আলাদা আলাদা যুক্তি। বাতিল ভোটারদের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল, ট্রাইবিউনাল নিয়ে ভোটের আগে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়েছিল ব্যাপকভাবে।

পোকাইজোতের বাসিন্দা বিভা মাহাতো এদিন তাঁর ও তাঁর স্বামীর নথি জমা করতে এসেছিলেন প্রধাননগর থানায়। তিনি বললেন, 'আমরা তো ভারতীয়। আমরা তাহলে ট্রাইবিউনালে যাব কেন?' কিন্তু অযোগ্য হিসেবে যাঁদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদেরই তো ট্রাইবিউনালে যাওয়ার কথা। প্রশ্ন শুনে অবাক বিভা। বৈকুণ্ঠপল্লির বাসিন্দা গীতা ভগতের দাবি আবার অন্য। এদিন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে ভক্তিনগর থানায় এসেছিলেন। গীতা বললেন, 'আগে তো একবার নাম তোলার জন্য বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে কাগজপত্র দিলাম। নাম আর উঠল কই? তাই আর নতুন করে কিছু করিনি।' প্রশ্ন শুনে বিরক্ত প্রদীপ সরকার বলেন, 'ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। ওঁর প্রায় কোনও নথিই আমার কাছে নেই। এখন কোথা থেকে কী দেব, বুঝতে পারছি না। তাই ভোটার কার্ডের আবেদন করিনি।'



*ভক্তিনগর থানায় কাগজপত্র জমা করছেন সাধারণ মানুষ।*

এসবের মধ্যেই আদর্শনগরে দেখা গেল অন্য ছবি। পুলিশকর্মী বাড়ি থেকে ভেরিফিকেশন করে বেরোনোর সময় অঙ্কিতা দাস বলেন, 'বাবা ও মায়ের কোনও ভয় নেই তো?' পুলিশের আশ্বাস, 'ডিলিটেড ভোটার হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কী করলেন? সেটাই আমাদের দেখার নির্দেশ দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। আমরা সেটাই করছি।'

# পার্কিংয়ের জেরে থমকাচ্ছে টয়ট্রেন

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** পাহাড়ের পথে টয়ট্রেনের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে চান পর্যটকরা। কিন্তু সেই যাত্রাতেই বারবার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অবৈধ পার্কিং। রেললাইনের উপর কিংবা একেবারে গা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার জেরে মাঝেমধ্যেই থমকে যাচ্ছে টয়ট্রেনের চাকা। বিশেষ করে পর্যটন মরশুমে ভিনরাজ্য থেকে আসা গাড়ির সংখ্যা বাড়তেই সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে। জরিমানা করেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার অবৈধ পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)।

শীতের মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। তাঁদের কাছে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের অন্যতম আকর্ষণ টয়ট্রেন। পর্যটকদের কাছে এই যাত্রাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে ডিএইচআর। কখনও বিশেষ রাইড, কখনও নতুন আকর্ষণ যুক্ত করে যাত্রী টানার চেষ্টা চলছে। কিন্তু রেললাইনের উপর অবৈধ পার্কিং সেই উদ্যোগে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় ট্যাক্সিচালক ইউনিয়নের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছে ডিএইচআর। তাতে স্থানীয় গাড়িগুলির ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও ভিনরাজ্যের গাড়ি নিয়ে সমস্যা থেকেই গিয়েছে। অনেক চালক পাহাড়ের পার্কিং সংক্রান্ত নিয়ম জানেন না। আবার কেউ কেউ নিয়ম জেনেও তা মানছেন না। ফলে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'স্থানীয় গাড়িগুলি সাধারণত রেললাইন থেকে দূরে পার্ক করে। কিন্তু বাইরে থেকে আসা বহু গাড়ির চালক সেই নিয়ম মানছেন না।

### সমস্যা মেটাতে রাজ্যের দ্বারস্থ ডিএইচআর



জরিমানা করেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

সম্প্রতি রেললাইনের উপর বিহারের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেটি পুরোনো ভিডিও বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, পাহাড়ে পর্যাপ্ত পার্কিং পরিকাঠামোর অভাবও সমস্যার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ডিএইচআর আয়োজিত ঘুম ফেস্টিভাল। পর্যটকদের জন্য থাকছে নানা অনুষ্ঠান। উৎসবের মরশুমে টয়ট্রেনের যাত্রা নির্বিঘ্ন রাখতে অবৈধ পার্কিং রোখাই এখন রেলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

# অপহরণ-নাটক সাজিয়ে ১০ লক্ষ মুক্তিপণ দাবি

**বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর :** অপহরণের গল্প ফেঁদে স্বামীর কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগ উঠল এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। স্ত্রীকে জীবিত ফিরে পেতে হলে টাকা নিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাও পাঠানো হয় স্বামীর মোবাইলে। এমনকি, আতঙ্ক ছড়াতে পাঠানো হয় রক্তাক্ত কাটা হাতের ছবিও। তবে শেষরক্ষা হল না। পুলিশের তদন্তে ফাঁস হয়ে গেল গোটা অপহরণ-নাটক। বিহারের সিপাহিপাড়া থেকে ওই মহিলাকে আটক করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগডোগরা থানার পুঁটিমারি গ্রামের বাসিন্দা রাধা লোহার গত ১৭ নভেম্বর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর স্বামী বিজেন্দ্রকুমার সোরেন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্ত চলাকালীন স্ত্রীর মোবাইল থেকে তাঁর কাছে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা আসে। তাতে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তদন্তে নামেন বাগডোগরা থানার এসআই সন্তোষ দাস। মোবাইলের অবস্থান অনুসরণ করে প্রথমে বিহারের ভবানীপুর এবং পরে সিপাহিপাড়ার সন্ধান মেলে। বৃহস্পতিবার রাতে সেখান থেকেই রাধাকে আটক করে বাগডোগরায় নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনার পিছনে প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ট্র্যাক্টর আটক

**খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ির খুনিয়াপুকুর এলাকায় অভিযান চালায় ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তল্লাশির সময় বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর আটক করেন আধিকারিকরা। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্র্যাক্টরটির চালক বালির বৈধ চালান বা রয়্যালটির কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এরপর গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, অবৈধ বালি পাচার রুখতে আগামী দিনেও নিয়মিত অভিযান চলবে।



*পড়ন্ত বিকেল। শুক্রবার বালুরঘাটের চকভৃগুতে। ছবি : মাজিদুর সরদার*

# ২৪ ঘণ্টা বাদে উদ্ধার চিল

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** বন দপ্তরের সহযোগিতায় উদ্ধার হল চিল। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ঘুড়ির সুতোয় আটকে থাকার পর উদ্ধার করা হয় পাখিটিকে। বৃহস্পতিবার দেশবন্ধুপাড়ায় ২ নং শিশু বিদ্যালয়ের সামনে একটি বাড়ির নারকেল গাছে ঘুড়ির সুতোয় জড়িয়ে আটকে যায় চিলটি। পাখিটিকে আটকে থাকতে দেখে প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীকে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগ ও বন দপ্তরে খবর দেন তিনি। প্রায় সত্তর ফুট উঁচু নারকেল গাছে উপরে চিলটি আটকে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পাখিটিকে নামানো সম্ভব হয়নি।

শুক্রবার সকালে গাছে চড়তে পারে এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। সাড়ে দশটা নাগাদ ওই ব্যক্তি গাছে উঠে পাখিটিকে উদ্ধার করেন। অনেকক্ষণ আটকে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়ে পাখিটি। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বনকর্মীরা পাখিটির প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সুস্থ হলে পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা।

# স্বামীর দেহ রেখে রাস্তা অবরোধ

**ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর :** সোনামতি রোডের ওপর পড়ে নিথর দেহ। চারপাশে কয়েকশো মানুষের ক্ষোভ। স্বামীর মৃত্যুর বিচার এবং পাঁচ সন্তানের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়ার দাবিতে শুক্রবার ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-১ পঞ্চায়েতের দালাল বস্তি সংলগ্ন সোনামতি রোডে মৃতদেহ রেখে প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্ত্রী ও গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা পরিষদ সদস্যার স্বামী জাবেদ আখতার বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেন।

ময়নাতদন্তের পর এদিন বছর ২৭-এর মোহাম্মদ সাব্বিরের দেহ দালাল বস্তিতে নিয়ে যাওয়া হলেই উত্তেজনা ছড়ায়। স্বামীর দেহ রাস্তায় রেখে অবরোধে শামিল হন স্ত্রী ও গ্রামবাসীরা। তাঁদের দাবি ছিল, পুলিশ সুপারকে ঘটনাস্থলে এসে সাব্বিরের স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে হবে। নিহতের স্ত্রী রুকসা বেগম জানান, আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার কথা থাকায় তাঁর স্বামী চুল কাটাতে সেলুনে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে কাঁচি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। চার মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানান তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। টালিঘর এলাকার যতীন শীলের সেলুনে চুল কাটাতে যান সাব্বির। সেখানে কথা কাটাকাটি ও ধস্তাধস্তির জেরে যতীন কাঁচি দিয়ে সাব্বিরের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেলুনে যতীন ও তাঁর স্ত্রী থাকাকালীন সাব্বির চুল-দাড়ি কাটাতে যান। সাব্বির প্রায়ই যতীনকে কটূক্তি করতেন এবং সেদিন তাঁর স্ত্রীকেও কিছু কটূক্তি করেন। সেই কারণেই যতীন এমন পদক্ষেপ করে থাকতে পারেন বলে তাঁদের দাবি। ঘটনার পরই পুলিশ অভিযুক্ত যতীনকে আটক করে। শুক্রবার তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ইসলামপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানান, সাব্বিরকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত যতীন শীলকে আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ছয়দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

# দর্শনার্থীদের জন্য একজোড়া স্পেশাল ট্রেন

**গৌতম দাস**

**গাজোল, ২৭ নভেম্বর :** দীর্ঘদিন ধরে বোল্লা কালীপুজোর মেলায় যাওয়া ভক্তদের দাবি ছিল বোল্লায় পুজো উপলক্ষ্যে স্পেশাল ট্রেন দেওয়ার। ভক্তদের সেই দাবি মেনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবার ০৫৪৭১ আপ এবং ০৫৪৭২ ডাউন একজোড়া স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। বোল্লামেলা উপলক্ষ্যে শুক্র, শনি এবং রবিবার তিনদিন কোচবিহার থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত এই স্পেশাল ট্রেন চলবে। স্টপ দেওয়া হবে বোল্লামেলার কাছে বিকুচে। ফলে গাজোলের দিক থেকে দুপুরবেলা বোল্লামেলায় যাওয়া দর্শনার্থীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

ভোর ৫টার সময় কোচবিহার থেকে ছেড়ে গাজোল স্টেশনে দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে পৌঁছাবে এই স্পেশাল ট্রেন। এরপর দর্শনার্থীদের নিয়ে রওনা দেবে বালুরঘাটের উদ্দেশে। বালুরঘাটে পৌঁছানোর সময় বেলা ২টো ২০ মিনিট। এক ঘণ্টা পর ৩টে ২০ মিনিটে বালুরঘাট থেকে ট্রেন ছাড়বে। বেলা ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ স্টপ রয়েছে বিকুচে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে,



মালদা থেকে গাজোল হয়ে বালুরঘাট যাওয়ার একাধিক ট্রেন রয়েছে। প্রতিটি ট্রেনকে বোল্লামেলার কাছে স্টপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকালবেলা গাজোল থেকে প্রথম ট্রেন রয়েছে ৬টা ১২ মিনিটে, শিয়ালদা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস। এরপর সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে নবদ্বীপধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং দুপুর ১২টা বেজে ১২ মিনিটে রয়েছে স্পেশাল ট্রেন। এর কিছুক্ষণ পর দুপুর ১২টা বেজে ৪০ মিনিটে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, বিকেল ৩টে বেজে ৫০ মিনিটে হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং শেষ ট্রেন রয়েছে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে তেভাগা এক্সপ্রেস। প্রতিটি ট্রেন বোল্লা মেলায় দাঁড়াবে।

এদিন সকাল থেকেই গাজোল স্টেশনে বোল্লামেলায় যাওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় চোখে পড়ে। অনেকেই যাচ্ছেন হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি এবং সন্ধ্যার লেসার শো দেখার জন্য। শিলিগুড়ি থেকে সপরিবারে যাচ্ছেন মামণি কর। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার মেলার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। এর ফলে দর্শনার্থীদের অনেক সুবিধা হবে।' বর্ধমান থেকে এবারই প্রথম বোল্লামেলায় যাচ্ছেন জয়দেব দাস। জয়দেব বললেন, 'বোল্লা মায়ের নাম অনেক শুনেছি। এবারই প্রথম যাচ্ছি। আশা করছি ভালোই লাগবে।'

রংদার



সিঁড়ি

এ কি শুধুই এক তলা থেকে অন্য তলায় পৌঁছানোর মাধ্যম? তা নয়। এর আড়ালে রয়েছে আরও অনেক কিছুই। কখনও শৈশবের স্মৃতি, কখনও ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ, কখনও আবার সময়ের গায়ে খোদাই হয়ে থাকা ইতিহাস। একই ধাপ কারও কাছে আশ্রয়, কারও কাছে লড়াইয়ের শুরু, কারও কাছে স্থাপত্যের বিস্ময়। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি পথ, পুরোনো বাড়ি কিংবা মানুষের জীবনের বন্ধুর ওঠানামা, সবখানেই ছড়িয়ে আছে একে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়ার নানা পাঠ। জীবনকে দেখার নতুন জানলাও খুলে দেয় এই পথ চলা।

প্রচ্ছদ কাহিনী মৈনাক ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী ও বরুণ মজুমদার
রম্যরচনা চণ্ডীচরণ দাস
ছোটগল্প প্রবীর ঘোষ রায়
অণুগল্প সুদীপ্তা সরকার ও সুপ্রিয় দেবরায়
কবিতা সমর রায়চৌধুরী, নন্দিতা কর্মকার, সুকান্ত মণ্ডল, অনুভব সরকার, ঋতব্রত গুহ ও অরুণাভ দত্ত

## ব্যাটন লাইট হাতে ডিউটি ট্রাফিককর্মীদের

**ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর :** প্রাণ হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করছেন ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় আহত হতে হতে বেঁচেছেন। কত গার্ডরেল আর ব্যারিকেড যে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবু অটোমেটেড ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা আজও সচল হয়নি ফাঁসিদেওয়া ব্লকে মহম্মদ বক্স চার মাথা মোড়ে। প্রায় আট বছর ধরে মোড়ের সিগন্যাল ব্যবস্থাটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে অগত্যা ব্যাটন লাইট হাতে ধরে ডিউটি করছেন ফাঁসিদেওয়া-ঘোষপুকুর ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা।

এক ট্রাফিককর্মী বলেন, 'লাইট দেখানো সত্ত্বেও সম্প্রতি ঘোষপুকুরের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি গতি কমায়নি। একটুর জন্য চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলাম ওইদিন। রোজ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ডিউটি করছি।' ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রণবেশ মণ্ডল কর্মীদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা সিগন্যালিং ব্যবস্থা সচল করতে ট্রাফিক পুলিশের কাছে আবেদন জানাব। বিষয়টা পুলিশ সুপারের নজরেও আনা হবে।'

> লাইট দেখানো সত্ত্বেও সম্প্রতি ঘোষপুকুরের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি গতি কমায়নি। একটুর জন্য চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলাম ওইদিন।
>
> **এক ট্রাফিককর্মী**

২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ও চটহাট-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল মহম্মদ বক্স মোড়। প্রতিদিন কয়েক হাজার ছোট-বড় গাড়ি ও ভারী লরি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। রাস্তাটির ধারে সিগন্যালের পোস্ট থাকলেও, সেগুলি অকেজো। শীতের মরশুমে অসুবিধা আরও বাড়ে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকেই হাতে ধরা লাল-সবুজ লাইট নাড়িয়ে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছেন পুলিশকর্মীরা। আরেক কর্মীর কথায়, 'এমনিতেই তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর কুয়াশায় দূর থেকে হাতের লাইট স্পষ্ট দেখা যায় না। অটোমেটেড সিগন্যাল চালু না হলে বড়সড়ো বিপদ ঘটতে পারে।'

লাইটগুলি জোরালো নয় বলে ভারী লরির চালকরা অনেক সময় দূর থেকে সেই আলো ঠাহর করতে পারেন না। এখন রাত ৮টার পর মোড়ে আর ট্রাফিক পুলিশরা থাকেন না। ফলে রাতে ওই রাস্তা যেন মারণফাঁদে পরিণত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সামিরুল বলেন, 'ওই রাস্তায় বহুবারই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশকর্মীরাও ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।'

## শিলিগুড়িতে আরএসএস-এর সমাবেশ

# বেনোজলে চিন্তিত সংঘের কেন্দ্রীয় কর্তা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শুধু ধ্বজপ্রণাম (সংঘের পতাকার সামনে একধরনের প্রণাম) করলে আর গণবেশ (আরএসএস-এর নির্দিষ্ট পোশাক) পরলেই একজন নিখুঁত স্বয়ংসেবক হওয়া যায় না। সেজন্য সেবা, সত্য আর অনুশাসনের প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে এবং একাগ্রতার সঙ্গে শাখায় যেতে হবে।

শুক্রবার শিলিগুড়িতে একজন 'আদর্শ স্বয়ংসেবক'-এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কথাগুলি বললেন আরএসএস-এর কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক রামদত্ত চক্রধর। অন্যতম শীর্ষ কর্তার এমন বক্তব্য ঘিরে সংঘের অন্দরেই চর্চা চলছে।

রাজ্যে পালাবদলের পর ভিড় বাড়ছে আরএসএস-এ। নানা শাখা সংগঠনের মাধ্যমে এমন অনেকেই ঢুকেছেন, যাঁরা সংঘ সম্পর্কে কিছুই জানেন না কিংবা তাঁদের স্পষ্ট ধ্যানধারণা নেই। কেউ কেউ তো প্রার্থনাও ঠিকমতো করতে পারেন না বলে অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন শিবিরে হাতেনাতে সেই প্রমাণ মিলেছে। সে কথা সংঘের কেন্দ্রীয় কর্তাদের যে অজানা নয়, এদিনের বক্তব্যে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় মাধব ভবনে একটি বৈঠকে রামদত্ত যোগ দেন।

শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে আয়োজিত সমাবেশে সংঘকর্তা বলেছেন, 'রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। এতে সামগ্রিক পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে, তা ভাবা একেবারে উচিত নয়। মন না বদলালে সমাজের পরিবর্তন হবে না। উপরের পরিবর্তন নয়, মূল (শিকড়) থেকে বদলাতে চাইলে সমাজ বদলাতে হবে।' তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমরা উপরে উপরে তো স্বয়ংসেবক হয়ে যাই। ধ্বজপ্রণাম করি, গণবেশ পরি, স্বয়ংসেবক হয়ে যাই।'



*আরএসএসের সমাবেশ। শুক্রবার শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে।*

সংঘের কেন্দ্রীয় কর্তার বক্তব্যে উঠে এসেছে স্বয়ংসেবকদের একাংশের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের প্রসঙ্গ। রামদত্তের মতে, যেদিন কেউ আদর্শ স্বয়ংসেবক হয়ে গিয়েছেন বলে দাবি করবেন, সেদিন থেকে তাঁর পতন শুরু হবে।

এ রাজ্যের পরিস্থিতি সাপেক্ষে বক্তব্যটি যথার্থ বলে দাবি করেছেন প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের অনেকেই। তাঁদের দাবি, বহু স্বয়ংসেবক নিয়মিত শাখায় যান না। এঁদের কেউ কেউ আবার রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে নিজেদের স্বয়ংসেবক বলার সাহসটুকু পেতেন না, কিন্তু এখন বুক ফুলিয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। এটাই যে ঔদ্ধত্য এবং পতনের কারণ, তা বোঝাতে চেয়েছেন কেন্দ্রীয় সংঘকর্তা।

রামদত্ত কোচবিহারের ঘুঘুমারি, গোসানিমারি, সাহেবগঞ্জে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এদিন শিলিগুড়িতে খুব সকালে সমাবেশটি হয়েছে। সেখানে পাঁচ হাজার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও মাত্র আট শতাধিক স্বয়ংসেবক অংশ নেন। বিজেপি নেতাদের একাংশকেও দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, তাঁদের অনেকেই কর্মসূচির নিয়ম পালন করতে গিয়ে প্রচুর ভুলভ্রান্তি করেছেন।

এদিকে, বেলা সাড়ে দশটা থেকে শিলিগুড়ি কলেজে পরীক্ষা ছিল। একইদিনে সংগঠনের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া নিয়ে বিতর্ক বেধেছিল। পরীক্ষা বা প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু তেমন হয়নি বলেই এদিন দাবি করেন মাধব ভবনের এক কর্তা।

পালাবদলের পর শিলিগুড়িতে ১৭০ জায়গায় নতুন শাখা বেড়েছে বলে জানানো হয়। সেগুলি যেন মাঝপথে বন্ধ না হয়ে যায়, রামদত্ত সে কথা বারবার বলেছেন। সংঘের শিলিগুড়ির এক পদাধিকারীর কথায়, 'ব্যবহারেই স্বয়ংসেবকদের পরিচিতি। নিয়ম, রীতিনীতি সম্পর্কে সমাবেশে ধারণা দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়েছে সম্পূর্ণ কর্মসূচি।'

## বাজারে পুলিশ

**ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর :** কালোবাজারি ঠেকাতে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে শুক্রবার ইসলামপুর বাজারের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরো বাজারে আকস্মিক পরিদর্শন চালায় ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ আধিকারিকরা সর্ষের তেল, চিনি, চাল ও শাকসবজির দাম যাচাই করেন এদিন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে কোনওভাবেই প্রতারিত না হন এবং বাজার থেকে ন্যায্য দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই পরিদর্শন। পাশাপাশি, কোনও ব্যবসায়ী অবৈধভাবে পণ্য মজুত করে রাখছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'



*শীতের রোদে।। কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ স্ট্রিটে ছবিটি তুলেছেন জয়দীপ দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# অর্থ জোগাবে পুরনিগম

## বাজার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কমিটিকে

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শহরের বাজারগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নতুন পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগমের তরফে বাজার কমিটিগুলোকে দেওয়া হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বভার। তিনটি বাজার কমিটি সহ বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেছেন পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক। ওই বৈঠকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, বাজার কমিটিগুলো নিজেদের মতো করে লোকবল নিয়োগ করে পরিচ্ছন্ন রাখবে বাজার।

ওই কর্মীদের বেতন দেবে পুরনিগম। বাজার কমিটিগুলোর বক্তব্য, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে শহরের প্রতিটি বাজার থাকবে পরিচ্ছন্ন। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'সাফ-সাফাইয়ের কাজে গতি বাড়াতে বাজার কমিটিগুলোকেই দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। বাজার কমিটিগুলো লোকবল নিয়োগ করে বাজার চত্বর সাফসাফাইয়ের কাজ সামলাবে। এক্ষেত্রে যা খরচ হবে, তা পুরনিগম বহন করবে।'



*হায়দরপাড়া বাজারের সামনে আবর্জনার স্তূপ। - সঞ্জীব সূত্রধর*

শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি পুরনিগমকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই পুরনিগমের তরফে শহরজুড়ে তিনদিনের বিশেষ অভিযান চালানো হয়। যদিও তাতেও যে শহরের ভোল একেবারে বদলে গিয়েছে, তা নয়; যে কারণে বাজার কমিটিগুলোকে দায়িত্ব দিতে চাইছে পুরনিগম।

পুর আধিকারিকদের দাবি, শীঘ্রই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে প্রথম দিকে কয়েক মাস পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বাজারে নয়া নীতিতে কাজ চালানো হবে। তাতে সাফল্য পেলে বাকি বাজারগুলোতে তা কার্যকর করা হবে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, বাজার কমিটির নিয়োগ করা কর্মীরা মূলত বাজারের প্রতিটি দোকান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় জমা করবেন। তবে আবর্জনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্য পৃথকীকরণের বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে ওই আবর্জনা গাড়িতে তুলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবেন পুরনিগমের কর্মীরা। সেইসঙ্গে সাফসাফাইয়ের কাজে বাজার এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় ডাস্টবিন পুরনিগম দেবে। নজরদারিতে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরাই থাকবেন। শিলিগুড়ি বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পরিমল মিত্র বলেন, 'পুরনিগমের এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে শহরের প্রতিটি বাজার এলাকা অনেকাংশে পরিষ্কার রাখা সম্ভব হবে।'

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে উপস্থিত গেটবাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কাজল দাস বলেন, 'এমন উদ্যোগ অতীতে কখনও নেওয়া হয়নি। তবে উদ্যোগ খুবই বাস্তবসম্মত। এতে বাজার চত্বর অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা সম্ভব হবে।' হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাপি ঘোষ বলেন, 'আগে থেকেই আমাদের বাজার কমিটির তরফে দুজন কর্মী নিয়োগ করা রয়েছে। তবে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব নিতে হলে আরও লোকবল প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে পুরনিগম খরচ বহন করলে কোনও সমস্যা হবে না।'



## ১৫ দোকানে হানা ডিইবি'র

**খড়িবাড়ি, ২৭ নভেম্বর :** বাজারদর যাচাই থেকে মজুতের হিসেব, সবই খতিয়ে দেখল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি)। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার খড়িবাড়ি বাজারে বিশেষ অভিযান চালাল দার্জিলিং জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের রুরাল জোন। এদিন বাজারের ১৫টি ভোজ্যপণ্যের পাইকারি ও খুচরো দোকানে হানা দেন আধিকারিকরা।

অভিযানে ভোজ্য তেল, চিনি সহ বিভিন্ন জরুরি সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় মূল্য যাচাই করা হয়। পাশাপাশি, মজুতের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিইবি রুরাল জোনের আইসি বিনয় ছেত্রী, ওসি সুবোধকুমার বিশ্বাস প্রমুখ। বাজারে এদিন ৯১০ গ্রাম সর্ষের তেলের পাইকারি দাম ছিল ২২০ টাকা, খুচরো দাম ২২৫ টাকা। চিনির পাইকারি দাম কেজিপ্রতি ৬২.৫০ টাকা এবং খুচরো দাম ৬৫ টাকা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বাজারদর ও মজুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন আধিকারিকরা। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কিংবা অবৈধভাবে পণ্য মজুত রেখে যাতে দাম বাড়ানো না হয়, সে বিষয়ে তাঁদের কড়া সতর্ক করা হয়।

ওসি সুবোধকুমার বিশ্বাস বলেন, 'মোটের উপর খড়িবাড়িতে তেল, চিনি সহ অন্য সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কয়েকটি দোকানে মূল্যতালিকা ছিল না। প্রতিটি দোকানে পণ্যের মূল্যতালিকা স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ডিইবি সূত্রে খবর, কালোবাজারি রুখতে ও বাজারদর স্বাভাবিক রাখতে আগামীদিনেও নিয়মিত অভিযান চালানো হবে।

# গ্রামসভার বৈঠক পিছোনোয় ফের আবাসে জট

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা গ্রামসভায় পাশ করানোর কথা। শিলিগুড়ি মহকুমায় গ্রামসভার সেই বৈঠকই বাতিল হয়েছে। ফলে চূড়ান্ত তালিকা পাশ না হওয়ায় উপভোক্তাদের আবাসের সুবিধা পাওয়া আরও পিছিয়ে গেল বলে মনে করছেন আধিকারিকদের অনেকে। এমন ঘটনায় মহকুমা পরিষদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, আবাস উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির পর সমীক্ষা হয়েছে। তারপর বিভিন্ন জেলায় তা যাচাই হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমায় গ্রামসভার বৈঠক বাতিল হয়ে যাওয়ায় ব্লক এবং মহকুমা স্তর পর্যন্ত তা আর যাচাই করে উঠতে পারেননি আধিকারিকরা।

মহকুমার পঞ্চায়েতগুলিতে ২৪ নভেম্বর গ্রামসভার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তা পিছিয়ে করা হয়েছিল ২৭ নভেম্বর। এদিন সেটাও স্থগিত করে দেওয়া হয়। এরপর কবে গ্রামসভার বৈঠক হবে সেই তারিখ ঠিক হয়নি। তবে, শনিবার মহকুমার আবাস অনুমোদন কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখান থেকেই গ্রামসভার বৈঠকের দিন নির্ধারণ হতে পারে।

গ্রামসভার বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে আধিকারিকদের অনেকে জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকা থেকে অনেক নাম বাদ পড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যাচাই করানোর ফলে প্রথম দিকেই ৫০ শতাংশের বেশি নাম বাদ পড়েছে। তারপর যাচাই প্রক্রিয়াতেও কিছু নাম বাদ পড়েছে। সূত্রের খবর, সেগুলির বেশিরভাগই বিজেপি নেতাদের তরফে পাঠানো নাম। আর তাতেই নানা অভিযোগ জমা পড়েছে শাসক নেতাদের তরফে। তাঁদের পাঠানো নাম কেন বাদ পড়ল, প্রশ্ন তুলছেন বিজেপি নেতাদের অনেকে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী পর্যন্ত এত নাম বাদ পড়ার কারণ জানতে চেয়েছেন বলে শাসকদল সূত্রে খবর। তাতেই ফ্যাসাদে পড়েছেন মহকুমার আধিকারিকরা। আর সেজন্যই চূড়ান্ত তালিকায় আরও কিছু নাম ঢুকিয়ে তারপর গ্রামসভার বৈঠকে পাশ করাতে বলা হয়েছে।

যদিও দলের মাধ্যমে নাম পাঠানোর কথা অস্বীকার করেছেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'তৃণমূল জমানাতে অনেক যোগ্য উপভোক্তার নাম বাদ পড়েছিল। নিয়মের ঘেরাটোপে সেই উপভোক্তারা যাতে বাদ না পড়েন সেটা দেখতে বলা হয়েছে। দলের তরফে কেউ নাম পাঠাননি। প্রশাসনের তরফে সমীক্ষা করেই উপভোক্তাদের নির্ধারণ করা হয়েছে।' সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'আবাস যোজনাতে বিজেপি নেতা, কর্মীদের আত্মীয়দের নাম ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। যোগ্যরা বঞ্চিত হলে আমরা প্রতিবাদে নামব।'



- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা গ্রামসভায় পাশ করানোর কথা
- শিলিগুড়ি মহকুমায় গ্রামসভার সেই বৈঠকই বাতিল হয়েছে
- চূড়ান্ত তালিকা পাশ না হওয়ায় উপভোক্তাদের সুবিধা পাওয়া আরও পিছিয়ে গেল

## পাশের হারে পিছিয়ে গেল কালিম্পং

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** দেড় মাসের মধ্যে প্রকাশিত হল দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের ফলাফল। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জেলাভিত্তিক পাশের নিরিখে এগিয়ে রয়েছে নদিয়া জেলা। প্রথম তিনে নাম নেই কালিম্পং জেলার। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে পাশের হারে এগিয়ে থাকে কালিম্পং জেলা। এমনকি ২০২৫ সালেও প্রথম সারিতে ছিল। চলতি বছর পাশের নিরিখে এগারোতম স্থানে জায়গা পেয়েছে এই জেলাটি। সেখানে ৯১.৯৯ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পড়ুয়াদের তৃতীয় সিমেস্টারের ফলাফল কেমন হল তাও খতিয়ে দেখছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। চলতি বছর দার্জিলিং জেলায় পাশের হার ৯০.৮৭ শতাংশ। পাশের নিরিখে রাজ্যে ১৬তম স্থানে রয়েছে এই জেলা। এদিন সংসদের তরফে ফল প্রকাশ করা হয়। পড়ুয়ারা স্কুলে গিয়ে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবে।

## এসডিও'র কাছে ভিক্টর

**ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর :** এসআইআর-এ নাম বাদ পড়াদের সম্পর্কে পুলিশের তথ্য সংগ্রহে অসন্তোষ প্রকাশ করে শুক্রবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসক রুশালি ক্লারের সঙ্গে দেখা করেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগ, পুলিশ সাধারণ মানুষকে হয়রান করছে। ফলে জনগণের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, এসআইআর চলাকালীন ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমন নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নেই। এছাড়া চাকুলিয়া থানার পুলিশও কোনও নথি দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। ভিক্টর বলেন, বিষয়টি নিয়ে চাকুলিয়া থানা এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে ই-মেল করেছেন তিনি।

# ট্রেনে মাদক পাচার রুখবে কুকুর

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** বিপুলা, রোমি, ঝিকলিরা যথেষ্ট দক্ষ। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তা সত্ত্বেও রেলপথ ব্যবহার করে বেড়ে চলা মাদক পাচারের কারবার রুখতে গিয়ে শিলিগুড়ি জিআরপি কর্তাদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে।

কারণ, বিপুলারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও মাদক দ্রব্য শনাক্ত করতে অক্ষম। ফলে দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ড রুখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া মাদক পাচারে রাশ টানতে তাদের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। এই নিয়ে রেল কর্তাদের উদ্বিগ্ন থাকতে হত।

শেষপর্যন্ত সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ট্রেনে মাদক পাচারের ঘটনায় ইতি টানতে শিলিগুড়ি জিআরপি-তে নার্কোটিক্স এক্সপার্ট কুকুর যুক্ত হতে চলেছে। তবে এজন্য নতুন বছরের অপেক্ষা করতে হবে। এবিষয়ে শিলিগুড়ি জিআরপি সুপার ইন্দ্রবদন ঝা বলছেন, 'বর্তমান সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচটি দক্ষ কুকুর রয়েছে। তারা মাদক দ্রব্য শনাক্ত করতে সক্ষম নয়। সেক্ষেত্রে এবার নার্কোটিক্স এক্সপার্ট কুকুর নিয়ে আসার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমানে ওই কুকুরটির প্রশিক্ষণ চলছে।'

মাদক পাচার রুখতে ভিড়ে ঠাসা স্টেশন চত্বরে এক এক করে যাত্রীর ব্যাগ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এছাড়া মাদক শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জিআরপি-র কাছে কোনও প্রযুক্তি নেই। এই পরিস্থিতিতে গোপন সূত্রের পাশাপাশি জিআরপি-র নির্ভরযোগ্য ভরসা হতে পারে প্রশিক্ষিত কুকুর।

যদিও শিলিগুড়ি জিআরপি-র অধীনে থাকা পাঁচটি প্রশিক্ষিত কুকুর এক্ষেত্রে পারদর্শী নয়। তারা মূলত বোমা, বন্দুক, বারুদ খুঁজে বের করতে দক্ষ। ফলে এনজেপি জিআরপি-তে থাকা বিপুলা, রোমি, অজ কিংবা মালদা জিআরপি-তে কর্মরত ঝিকলি, ভলডোরা মাদক পাচার রুখতে কোনওভাবেই সহায়তা করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি জিআরপি-

### ব্যারাকপুরে চলছে প্রশিক্ষণ

তে নার্কোটিক্স বিশেষজ্ঞ কুকুর যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্রে খবর, যে কোনও রকমের মাদক দ্রব্য শনাক্তকরণে চলতি বছরের অগাস্ট মাস থেকে ব্যারাকপুরে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। শেষ হতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। জিআরপি কর্তাদের দাবি, ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিলিগুড়িতে যোগ দিতে পারে সেটি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এখানকার একমাত্র নার্কোটিক্স এক্সপার্ট হিসেবে কুকুরটি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই নিজের নতুন কর্মজীবন শুরু করবে।

# ৫০ কেজি গয়নায় সাজ বোল্লাকালীর




**বিশ্বজিৎ প্রামাণিক**

**বোল্লা, ২৭ নভেম্বর :** হিরে, মুক্তো, সোনা ও রুপোর অলংকারে রাজকীয় সাজে সেজে উঠলেন বোল্লার রক্ষাকালী। ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালীর পুজোয় এ বছর দেবীর সাজে যেন সোনার ঝলক। মন্দির ট্রাস্ট সূত্রে খবর, প্রায় ৫০ কেজি গয়নায় সাজানো হয়েছে দেবীকে, যার মধ্যে প্রায় ২০ কেজি সোনা এবং ৩০ কেজি রুপোর অলংকার রয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় দেবীর গয়না পরানোর কাজ। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে চলে সেই পর্ব।

মন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্য সরকার জানান, সোনার গলার হার, চুড়ি, ঝুমকো, মাথার টিকলি, কানের দুল, কানের টিপ, কপালের টিপ, মুক্তার সীতাহার সহ নানা অলংকারে সাজানো হয়েছে দেবীকে। হিরের গয়নার মধ্যে ছিল আংটি, চুড়ি, টিকলি ও কপালের টিপ। পাশাপাশি রুপোর ছয় ফুট লম্বা মুক্তামালা ও কোমরবিছা বিশেষ নজর কেড়েছে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম শুরু হয়েছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভিড়ও। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রথম দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় কিছুটা কম বলেই মনে করছেন অনেকে।

বোল্লাকালীর পুজোয় এবার অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি। অপেক্ষা ছিল দীর্ঘক্ষণ। হাতে মোবাইল, চোখ আকাশের দিকে। কারও বাড়ির ছাদে ঠাঁই নেই, কেউ আবার উঁচু বহুতলের ছাদে দাঁড়িয়ে। মেলা প্রাঙ্গণে থাকা ভক্তরাও আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। উদ্দেশ্য, হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঐতিহাসিক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা।

আকাশে হেলিকপ্টার উড়ল, ঝরল ফুলও; কিন্তু অনেক উঁচু থেকে পুষ্পবৃষ্টি হওয়ায় সেই দৃশ্য উপভোগ করতে পারলেন না ভক্তরা।

দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে হেলিকপ্টারের শব্দ। মুহূর্তে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে। অনেকটা ওপর দিয়ে উড়তে উড়তেই হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হয় ফুলের পাপড়ি। কিন্তু আকাশ থেকে ঝরে পড়া ফুল মাটিতে পৌঁছানোর আগেই যেন মিলিয়ে যায় চোখের আড়ালে। অধিকাংশ পাপড়িই ছিল হলুদ গাঁদার। গোলাপের পাপড়ি চেনার উপায়টুকুও ছিল না। রায়গঞ্জ থেকে আসা সুবর্ণা সরকার অবশ্য নিজের ছাদে একটি ছোট্ট গাঁদা ফুলের পাপড়ি খুঁজে পান। সেটিই সযত্নে রেখে দেন স্মৃতি হিসেবে। বোল্লার বাসিন্দা সঞ্চিতা সরকারের কথায়, 'কত দূর দিয়ে গেল! ফুল ছড়াল ঠিকই, কিন্তু এতটাই দূরে যে ধোঁয়ার মতো লাগছিল। গোলাপের পাপড়ি তো বোঝাই গেল না। মনে হল সবটাই গাঁদা ফুলের পাপড়ি।' পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা জানান, হেলিকপ্টারটি প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চতা দিয়ে উড়েছে। জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'আমি এবং এসপি দুজনেই হেলিকপ্টারের ট্রায়ালে ছিলাম। সবটাই ভালোভাবে হয়েছে। ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়েছে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, মেলায় অস্থায়ী দোকান ও প্যান্ডেল থাকায় নীচু দিয়ে হেলিকপ্টার ওড়ালে প্রবল হাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই উচ্চতা বজায় রাখা হয়। পুজো ও মেলার নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। তিন হাজারেরও বেশি পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন রয়েছেন। পুলিশ সুপার নিজে কন্ট্রোল রুমের পরিস্থিতি তদারকি করছেন। এমনকি তিনি নিজেই ভ



*তুষারবৃষ্টি...* *শুক্রবার কেদারনাথধামে।*

### অশান্তির আবহে মোবাইলে আর্থিক লেনদেন বন্ধ গোপালগঞ্জে

# হেঁটে দেশে ফেরার জল্পনা হাসিনার

**ঢাকা, ২৭ নভেম্বর :** তারেক রহমানের সরকার শেষমেশ বিমান না পাঠালে কি পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকবেন শেখ হাসিনা? আওয়ামী লিগ নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোল-পেট্রাপোল এবং ত্রিপুরার একাধিক সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর যে জল্পনা শুরু হয়েছিল হাসিনার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু ওবাইদা আরিনের একটি মন্তব্যে তার পারদ চরমে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার আর কোনও উপায় যদি না থাকে, এমনকি দিল্লি থেকে বাণিজ্যিক বিমানে ফেরানোর অনুরোধও না মানা হয় তাহলে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী পায়ে হেঁটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরোতেও রাজি।'

আরিনের চ্যালেঞ্জ, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ঢাকা পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ মানুষ মানবশৃঙ্খল তৈরি করে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাবে।' বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ২৩০ কিলোমিটার। তিনি জানিয়েছেন, হাসিনার সমর্থকরা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৪০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তের মোট ৯টি সম্ভাব্য স্থান ইতিমধ্যে পরিদর্শন করে ফেলেছেন। অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে, নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক আয়োজন করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা যদি শেষমেশ পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তাহলে তা নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এমনটা হলে আওয়ামী লিগ কর্মী-সমর্থকরা যেমন উজ্জীবিত হবেন, তেমনই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চোখেও হাসিনার গ্রহণযোগ্যতা এবং ভাবমূর্তি প্রশ্নাতীত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বিএনপি সরকার অবশ্য এখনও হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছাকে 'ফাঁকা আওয়াজ' হিসেবেই দেখছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেছেন, 'ডিসেম্বরে শুধু শীত আসবে। আর কেউ আসবে না।' শেখ হাসিনাকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাঝে কাঁটা বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। একইসঙ্গে তারেক-মন্ত্রীর সাফ কথা, 'সন্ত্রাসবাদীর জায়গা নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে অথবা কঠোর নজরদারিতে আনা হবে।' তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'আমাদের সম্পর্ক ভারত সরকারের সঙ্গে। সেটা হল, শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে কোনও মিশনে যান, তাহলে সেখানে গ্রেপ্তার হবেন।'

তবে মুখে যাই বলুক, হাসিনাকে নিয়ে তারেক সরকারের অস্বস্তি যে ক্রমশ বাড়ছে তা পদ্মাপারে একের পর এক ঘটনাপ্রবাহেই পরিষ্কার। যেহেতু গোপালগঞ্জ থেকেই সবাধিক অশান্তির খবর মিলছে, তাই গোটা জেলাকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা চলছে সরকারের তরফে। গোপালগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়ায় মোবাইল ফোনে আর্থিক লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু অ্যাকাউন্টও বন্ধ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে দাবি, অন্যান্য জেলার তুলনায় গোপালগঞ্জে 'অস্বাভাবিক মাত্রায়' আর্থিক লেনদেন হচ্ছিল। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি গোটা গোপালগঞ্জ জেলার সঙ্গে সংযোগকারী ট্রেন চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সরকারি বরাদ্দ আপাতত স্থগিত রাখার কৌশল নিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, অশান্তি রুখতে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযানে নেমেছে পুলিশ। শেখ হাসিনার প্রাক্তন উপ-প্রেসসচিব কেএম শাখাওয়াত মুন, মাদারিপুরের প্রাক্তন জেলা শাসক ইলিয়াস হোসেন এবং নিউটাউনে খুন হওয়া সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের মেয়ে মুমতারিন ফিরদৌস ডরিন সহ গত ২৪ ঘণ্টায় আওয়ামী লিগের অন্তত ৩৩৮ জন নেতা-কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্তা মাইকেল রুবিন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি সেমিনার থেকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং অন্যদের আগেভাগে জানিয়ে রাখা দরকার, শেখ হাসিনার মাথার একটি চুলেরও যদি ক্ষতি হয় তাহলে তাঁরাই একমাত্র দায়ী থাকবেন।' বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত যেন কোনওভাবেই আপস না করে, সেই আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।



■ ঢাকা কোনও বিমান না পাঠালে হেঁটে সীমান্ত পেরিয়ে হাসিনা বাংলাদেশে ঢুকবেন বলে চর্চা চলছে

■ হাসিনার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু ওবাইদা আরিন এমনটাই দাবি করেছেন

■ অশান্তির আবহে গোপালগঞ্জে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কোপ

## রুশ প্রতিরক্ষায় রেকর্ড অর্থ

**মস্কো, ২৭ নভেম্বর :** রাশিয়া ২০২৭-২৯ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৫০ ট্রিলিয়ন রুবল-এরও বেশি (প্রায় ৬০৯ মিলিয়ন ডলার) অর্থ বরাদ্দ করল, যা ভারতীয় অঙ্কে দাঁড়িয়েছে ৫৬ লক্ষ কোটিরও বেশি। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এটাই সবাধিক অর্থ বরাদ্দ রাশিয়ার। ২০২৬ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষায় ১২.৯৩ ট্রিলিয়ন রুবল বরাদ্দ করা হয়। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে প্রতিরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে পুতিন সরকার।

## পাচারে জার্মান নৌকা

**বার্লিন, ২৭ নভেম্বর :** ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে অবৈধ অভিবাসী পাচারে এবার সরাসরি নাম জড়াল জার্মানির এক নৌকা বিক্রেতা সংস্থার। ইউরোপীয় তদন্তকারীদের সন্দেহ, মানবপাচার চক্রকে নৌকা ও ইঞ্জিন জোগাচ্ছে 'ম্যারেবুটে'। তদন্তে উঠে আসা তথ্য রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো— চলতি বছরের প্রথম চার মাসে ছোট নৌকায় যত অবৈধ পারাপার হয়েছে, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই ব্যবহৃত হয়েছে এই সংস্থার নৌকা বা ইঞ্জিন।

## পিছু নেওয়ার শাস্তি

**লন্ডন, ২৭ নভেম্বর :** কারও পিছু নেওয়ার দিন শেষ হতে চলেছে ব্রিটেনে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে স্টকিং বা অবাঞ্ছিত নজরদারিকে এবার স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে, প্রচলিত আইনগুলো যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর এবং প্রয়োগ করা কঠিন। সেই ফাঁকফোকর বুজিয়ে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও দোষীদের কড়া শাস্তি নিশ্চিত করতেই নয়া আইনের পথে হাঁটছে লন্ডন।



*ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন...* *শুক্রবার গুরুগ্রামে।*

## বাংলাদেশের স্পিকারের নিশানায় ভারত

**ইসলামাবাদ, ২৭ নভেম্বর :** তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল ভারত। ঢাকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করতে দীনেশ ত্রিবেদীকে হাইকমিশনার হিসেবে পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। অথচ তারপরও পদ্মাপারে ভারত-বিদ্বেষে খামতি নেই। এনসিপি-জামায়াতের নেতাদের গরমাগরম বিবৃতি তো ছিলই। এবার পাকিস্তানে বসে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তুললেন বাংলাদেশের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। বুধবার পাকিস্তানের পার্লামেন্ট হাউস পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে ভারত বাঙালিদের কোনও সাহায্য করেনি। শুধু পাকিস্তানকে দুর্বল করেছিল।' শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনে বাংলাদেশ কার্যত ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জানান, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মেনেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। শেখ হাসিনা আগামী ১০ বছরেও বাংলাদেশে ফিরবেন না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নয়াদিল্লি যদি হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে ন দেয় তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হবে বাংলাদেশ।'

### গ্রামে গিয়ে সুরাহা

# আদিবাসী কল্যাণে কেন্দ্রের নয়া কৌশল

**নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর :** সরকারি শংসাপত্র, বৃত্তি কিংবা র‍্যাশন কার্ডে সামান্য সংশোধন— এতকাল এর জন্য জঙ্গল বা পাহাড়তলির প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম থেকে ব্লক ও জেলা দপ্তরের বারান্দায় চক্কর কাটতে হত সাধারণ মানুষকে। এবার সেই উলটো চাকা ঘোরানোর উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক। আমলাতান্ত্রিক দূরত্ব ঘুচিয়ে প্রশাসনকেই সরাসরি গ্রামের দুয়ারে পৌঁছে দিতে দেশের ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৫০টি জেলার প্রায় ৭৬ হাজার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে তৃণমূল স্তরের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। 'আদি কর্মযোগী অভিযান' নামের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যেন একটিও যোগ্য আদিবাসী পরিবার বাদ না পড়ে।

কী থাকছে এই নতুন ব্যবস্থায়? চিহ্নিত প্রতিটি গ্রামে একটি করে ঘর বরাদ্দ করে তৈরি হচ্ছে 'আদি সেবা কেন্দ্র', যা কাজ করবে এক-জানলা পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে। এখানেই প্রকল্পের খোঁজখবর, আবেদনপত্র জমা এবং অভাব-অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন গ্রামবাসীরা। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রগুলির দেওয়ালে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নাম, ফোন নম্বর এবং গ্রামে আসার সাপ্তাহিক সূচি লিখে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে সরকারি কর্তারা সরাসরি এই কেন্দ্রে এসে সমস্যার নিষ্পত্তি করবেন। তামিলনাড়ুতে প্রাক্তন আদিবাসী

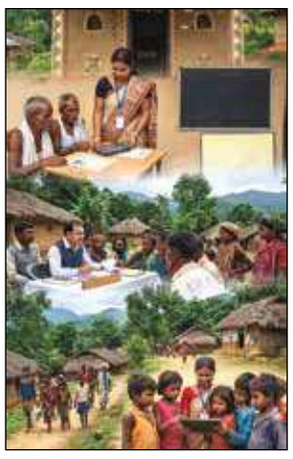

বিষয়ক সচিব বিভু নায়ারের চালু করা সফল মডেলের আদলেই দেশজুড়ে এই ব্যবস্থা গড়া হচ্ছে।

গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারির জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, আবাসন, জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার ৩২টি মাপকাঠি ঠিক করেছে কেন্দ্র। প্রাক ও উত্তর-মাধ্যমিক বৃত্তি, আয়ুষ্মান ভারত, সিকল সেল পরীক্ষা, পানীয় জল, রান্নার গ্যাস, এক দেশ এক র‍্যাশন কার্ড, জব কার্ড, পিএম-কিষান, জন ধন অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা, জাতিগত শংসাপত্র ও জন্ম নিবন্ধন—সবটাই খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসন ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করবেন স্থানীয় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বা 'আদি কর্মযোগী'রা, যাঁদের প্রশিক্ষণ চলছে ডিজিটাল মঞ্চ ও রাজ্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। পিএম-জনমন ও ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের মতো প্রকল্পের সঙ্গেও একে যুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৭৬,৯৬৩টি চিহ্নিত গ্রামের মধ্যে ৬৪,৭৫৫টিতে 'আদি সেবা কেন্দ্র' নথিভুক্ত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৪ শতাংশের বেশি। প্রতি গ্রামে দু'জন করে স্বেচ্ছাসেবকের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি কর্মী যুক্ত হয়েছেন এবং ৪৯,৩৫০টি গ্রামে অন্তত একজন প্রতিনিধি পৌঁছেছেন। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-তরাই থেকে জঙ্গলমহলের আদিবাসী বলয়ে এই প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত হলে প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘদিনের হয়রানি অনেকটাই কমবে। তবে কাগজে-কলমে কেন্দ্র তৈরিই শেষ কথা নয়—সাপ্তাহিক সূচি মেনে কর্তারা নিয়মিত গ্রামে হাজির হন কি না, তাতেই লুকিয়ে এর আসল সাফল্য।

### ভদোদরায় একে-৪৭ সহ ধৃত জইশ জঙ্গি

# বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'লোন উলফ' হামলার ছক

**আহমেদাবাদ, ২৭ নভেম্বর :** বড়সড়ো নাশকতার ছক ভেস্তে দিল গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস)। ভদোদরার বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'লোন উলফ' (একক) হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে পাকিস্তান-মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মহম্মদ সাহারুল ইসলাম (২২)। অসমের করিমগঞ্জের বাসিন্দা ওই তরুণের কাছ থেকে একটি একে-৪৭,২৩ রাউন্ড তাজা গুলি, দুটি খালি কার্তুজ, জইশের পতাকা, মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে গুজরাট এটিএস-এর ডিআইজি সুনীল যোশি জানান, ভদোদরার বায়ুসেনা ঘাঁটিকে নিশানা করার ছক কষেছিল সাহারুল। এর আগেও গুজরাটে এসে সে সামরিক ঘাঁটি সহ একাধিক স্পর্শকাতর এলাকা রেকি করে এবং মোবাইলে ছবি তোলে। সাহারুলের ফোনে ভদোদরা বায়ুসেনা ঘাঁটির প্রবেশপথের একাধিক ছবি ও ভিডিও পাওয়া গিয়েছে। যোশি আরও জানান, পাকিস্তানে থাকা



এক হ্যান্ডলারের নির্দেশেই সে কাজ করছিল এবং হামলার পর পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। ডিআইজি বলেন, 'ধৃতের হ্যান্ডলার মুফতি রফিক ওরফে ইবন আবদুল্লা জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। নতুন মোবাইল ফোন কেনা, যাতায়াত, হোটেলে থাকা এবং পরবর্তী সময়ে এলাকা ছেড়ে পালানো, এই গোটা অভিযানের জন্য হ্যান্ডলার সাহারুলকে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিল।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গত এক বছর ধরে জইশ হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সাহারুলের। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও গুজরাট এটিএস গত ছয় মাস ধরে তার ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল। ২৩ নভেম্বর তার গুজরাট যাত্রার খবর মেলে। নজরদারি এড়াতে অসম থেকে সরাসরি না এসে একাধিক বাস ও ট্রেন বদলে ঘুরপথে ভদোদরায় পৌঁছায় সে। তার মোবাইলে জইশের উগ্রপন্থী সাহিত্যও মিলেছে। পাকিস্তান থেকে পাচার হওয়া অস্ত্রের উৎস এবং স্থানীয় কোনও সহযোগী রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগে গত জুলাইয়ে আট জইশ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাট এটিএস।

## মহাকাশে ডেটা সেন্টার

**ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর :** পৃথিবীর মাটি ছেড়ে এবার মহাকাশেই ডেটা সেন্টার গড়তে চলেছে ইলন মাস্কের স্পেসএক্স! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মহাকাশে কম্পিউটিং ব্যবস্থা-সহ দশ লক্ষ পর্যন্ত উপগ্রহ পাঠানোর ছাড়পত্র দিয়েছে আমেরিকার ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন। 'স্টারমাইন্ড' নামের এই অভিনব নেটওয়ার্কটি সরাসরি মহাকাশ থেকেই এআই কম্পিউটিংয়ের বিপুল চাপ সামলাবে। প্রযুক্তির দুনিয়ায় মাস্কের এই নয়া পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বড় চমক।

### রসগোল্লা লুট, গাড়ির চালককে লাথি

# বিলেতেও শিরোনামে 'ছোটে সরকার'

**পাটনা, ২৭ নভেম্বর :** ভারতের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য বিহার, যেখানে প্রতি তিনজনে একজন বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার—অথচ সেখানেই মোকামার বিধায়ক 'ছোটে সরকার' ওরফে অনন্ত সিংয়ের মেয়ের বিয়ের এলাহি আয়োজন এখন গোটা বিশ্বের চর্চার বিষয়। পাটনার নাদওয়ান গ্রামে পাঁচ দিন ধরে চলা এই জাঁকজমক ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থবলের প্রদর্শন দেখে চোখ কপালে উঠেছে বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান ও ডেইলি মেইলের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের।

গত ২৫ নভেম্বর আটলান্টা থেকে এমবিএ করা হৃষীকেশ কুমার ওরফে অঙ্কিতের সঙ্গে মেয়ে শিবাঙ্গীর বিয়ে উপলক্ষ্যে দশ বিঘারও বেশি জমিতে তাজমহলের আদলে মণ্ডপ, ছ'টি হেলিপ্যাড, ঘোড়দৌড় আর বিলাসবহুল গাড়ির বহর—কী ছিল না! চার লক্ষ অতিথির জন্য পাঁচশো রাঁধুনি, তিনশোর বেশি হেঁশেল, দেড়শোর



বেশি পদ, পঁচিশ লক্ষ রসগোল্লা ও পঞ্চাশ লক্ষ গোলাপজামুনের আয়োজন হয়েছিল। বিহার ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশ, এমনকি পাকিস্তানেও গিয়েছিল নিমন্ত্রণ। অনন্তের সাফ কথা, 'এটা তো আর সিনেমা-হল নয় যে টিকিট লাগবে!'

কিন্তু সেই রাজকীয় ভোজ শেষমেশ রূপ নেয় চরম বিশৃঙ্খলায়। আট-দশ কিলোমিটার যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়ে খোদ বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রেম কুমারের কনভয়ও। ভিড় সামলাতে লাঠি উঁচিয়েছে রক্ষীরা, শূন্যে ছোড়া থালা লুফে নিতে ধাক্কাধাক্কি— এক অতিথির আক্ষেপ, খাবার জোগাড় করা যেন যুদ্ধ জেতা, পাত পাড়ার আগেই রসগোল্লা গায়েব! তার মধ্যেই বিতর্কে ঘি ঢেলেছে একটি ভাইরাল ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলন্ত এসইউভি-র সানরুফে দাঁড়িয়ে গেরুয়া গামছা উড়িয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাতে জানাতেই আচমকা মেজাজ হারিয়ে নিজের গাড়ির চালককে একের পর এক লাথি কষাচ্ছেন বিধায়ক!

জেডিইউ থেকে বহিষ্কৃত অনন্তকে দুলারচন্দ যাদব হত্যা মামলায় আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরই মধ্যে এই বিপুল খরচের উৎস জানতে ইডি ও আয়কর তদন্ত দাবি করেছেন আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী। যদিও অনন্তের দাবি, বন্ধুরাই সব খরচ জুগিয়েছেন। দারিদ্র্যের পটভূমিতে ক্ষমতার এই বেপরোয়া প্রদর্শনী ফের ভারতের রাজনীতির চরম বৈপরীত্যকেই বিশ্বমঞ্চে বেআব্রু করল।



## স্বস্তি পেল না টাটা ট্রাস্টস

**মুম্বই, ২৭ নভেম্বর :** মামলা করেও স্বস্তি পেল না স্যর দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং আরডি টাটা ট্রাস্ট। এন চন্দ্রশেখরনকে তৃতীয়বার পাঁচ বছরের জন্য টাটা সন্সের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইনি লড়াইয়ে নেমেছিল ওই দুটি টাটা ট্রাস্ট। কিন্তু শুক্রবার বম্বে হাইকোর্ট দুটি টাটা ট্রাস্টকে স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে এবং ৩০ নভেম্বর টাটা সন্সের বোর্ডের যে সভা রয়েছে তা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী করার অনুমতি দিয়েছে। তবে বিচারপতি অভয় আহুজার বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আমরা আজ কোনও স্বস্তি দিচ্ছি না। ৩০ নভেম্বরের সভা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলুক। সভার যে ফলাফলই হোক, তা আমাদের চূড়ান্ত আদেশের অধীন থাকবে।' টাটা ট্রাস্ট দুটি ওই সভা স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২১ জানুয়ারি। টাটা সন্সের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী হরিশ সালভে। ট্রাস্টের পক্ষে ছিলেন অভিষেক মনু সিংভি।

# রাজস্থানের ভোটে 'বহুরূপী' প্রার্থীর বাজিমাত

**জয়পুর, ২৭ নভেম্বর :** ভোটের ময়দানে দলবদলের গল্প হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু একইদিনে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তিনবার পোশাক বদলে কংগ্রেস, বিজেপি এবং নির্দল—তিন প্রতীকেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নজির বোধহয় এই প্রথম! এমনই কাণ্ড ঘটিয়ে রাজস্থানে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন বতি কুমারী। তিনটি মনোনয়নপত্রই গৃহীত হয়েছে এবং শেষমেশ নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতেও গিয়েছেন তিনি!

ঘটনাটি রাজস্থানের ডিগ জেলার ব্রজনগর পঞ্চায়েত সমিতির। ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্দল হিসেবে জেতার পর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান পদের নির্বাচনে এই কৌশল নেন বতি। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া তিনটি ভিডিওতে (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, প্রথমবার লাল শাড়িতে মুখ ঢেকে প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াজিব আলিকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দেন তিনি। মিনিট কয়েক পরই সবুজ সালোয়ার-কামিজ ও ওড়নায় মুখ ঢেকে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী জওহর সিং বেধমের সঙ্গে, এবার তিনি বিজেপি প্রার্থী! এর কিছুক্ষণ বাদে ফের হলুদ শাড়ি পরে। এবার অবশ্য মুখ না ঢেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় মনোনয়নপত্রটি জমা দেন বতি।

### পোশাক বদলে তিন দলে মনোনয়ন!



কিন্তু কেন এমন আজব কাণ্ড? জানা গিয়েছে, কোনও একটি দলের টিকিটে লড়লে জয়ের ব্যাপারে সংশয়ে ছিলেন বতি। তাই জয়ের রাস্তা পাকা করতে শ্বশুর তথা প্রাক্তন প্রধান অর্জুন প্রধানের ছকে তিনটি পথই খোলা রেখেছিলেন তিনি।

নির্বাচনি নিয়ম অনুযায়ী, একজন প্রার্থী একটি আসনে সবোচ্চ চারটি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলেও লড়তে পারেন কেবল একটি দলের প্রতীকে বা নির্দল হিসেবে। সেখানে স্ক্রুটিনিতে এই ত্রুটি কীভাবে নজর এড়াল এবং একসঙ্গে তিন পরিচয়ে তিনি কীভাবে ভোটে লড়লেন, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও শেষ হাসি হেসেছেন বতিই। নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়ার পর বিজেপির সমর্থন নিয়ে মসনদে বসছেন তিনি!

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮৯ সংখ্যা, শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

# বিরোধিতার ঘূর্ণিপাক

পশ্চিমবঙ্গবাসী নিজেদের রাজনীতি সচেতন বলে দাবি করে। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পর গত ৬ মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে, তা এতকালের চেনা রাজনীতির একেবারে বিপরীতমুখী। শাসক বিজেপি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে হিন্দুত্বের ছাপ চোখে পড়ছে। পুজো থেকে শিল্প-সংস্কৃতির আঙিনা, শিক্ষা থেকে খেলাধুলো- সব জায়গায় হিন্দুত্ববাদ কায়েমের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

উলটোদিকে বিরোধী শিবির ছন্নছাড়া। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল ত্রিধাবিভক্ত। এনসিপিআই আবার এনডিএ-তে শামিল হয়েছে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল মুখে বিরোধিতার কথা বলছে ঠিকই। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ঋত-তৃণমূলের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত রয়েছে বলে মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কাগজে-কলমে বিরোধী দল হলেও গত ছয় মাসে ঋত-তৃণমূলের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি চোখে পড়েনি। নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর দুটি কর্মসূচিতে ভালো ভিড় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 'ডিম থেরাপি'-র জেরে সেই অর্থে দলটিকে রাজপথের আন্দোলনে দেখা যায়নি। কোনও দলের দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাজপথ-অনুপস্থিতি শুধু সাংগঠনিক স্থবিরতা তৈরি করে না, মানুষের মনে নেতৃত্বের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় জাগায়।

বিরোধী পরিসরের এই শূন্যতার মাঝে সিপিএম এবং বাম দলগুলি খানিকটা আশার আলো জাগিয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের বড় অংশজুড়ে রয়েছে বুকস্টলে হামলা। বাঙালির ঐতিহ্যগত বইপ্রেম ও মুক্তচিন্তার পরিসরে আঘাত নাগরিক মহলে আলোড়ন তুললেও বৃহত্তর জনমানসে তার অভিঘাত নিয়ে সংশয় থাকছেই। কংগ্রেস এসআইআর, মূল্যবৃদ্ধি এবং জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্কের মতো বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবুও কংগ্রেসের কর্মসূচিগুলি বাংলায় সামান্য দাগও কাটতে পারেনি। সাংগঠনিক দুর্বলতা, বুথ স্তরে কর্মীর অভাব, প্রচারের সীমাবদ্ধতা এবং জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে না পারার কারণে এই আন্দোলনগুলো বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ হয়ে থাকছে।

এই প্রেক্ষাপটে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর মতে, বিজেপির সামনে নতুন থ্রেট বামপন্থীরা। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী শিবিরের খণ্ডিত ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষণীয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'দিমাগী নকশাল'দের নিশানা করছেন। অন্যান্য বিরোধী শক্তিকে পাশ কাটিয়ে বা গৌণ করে রাজ্য সরকার ও শাসক শিবির মূলত বামেদের প্রধান আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

আসলে ত্রিধাবিভক্ত তৃণমূল ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল কংগ্রেসের তুলনায় বামেদের আদর্শগত অবস্থানকে সামনে রেখে শাসক শিবির মেরুকরণকে ধারালো করতে চাইছে। অন্যদিকে, বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিসরে সক্রিয়তাকে শাসকদল দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। একদিকে সর্বস্তরে হিন্দুত্বের বিস্তার, অন্যদিকে শাসক শিবিরের আক্রমণাত্মক ভাষা- এই দুইয়ের মাঝে বামপন্থীরা এখন জটিল অগ্নিপরীক্ষার সামনে।

সুস্থ ও পরিণত গণতন্ত্রে শক্তিশালী, সংগঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি অপরিহার্য। বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হলে শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহির পরিসর সংকুচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এখন শাসক শিবিরের আধিপত্য ও আদর্শগত অগ্রগতির বিপরীতে বিরোধী পরিসর নানা খণ্ডে বিভক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ। ত্রিধাবিভক্তি, নেতৃত্বের শারীরিক ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতায় তৃণমূলের রাজপথে অনুপস্থিতি আর বাম ও কংগ্রেসের আন্দোলনের সীমিত অভিঘাত- সব মিলিয়ে রাজ্যে বিরোধী শূন্যতার ছবিটা স্পষ্ট।

শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার আক্রমণের প্রেক্ষিতে বামেদের কেন্দ্র করে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত মিললেও বিরোধী শিবির নিজেদের খণ্ডিত অবস্থান কাটিয়ে উঠতে না পারলে বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎ একমুখী হয়ে ওঠার আশঙ্কা থেকে যাবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজপথে ও জনমানসে কার্যকর ও দায়িত্বশীল বিরোধী কণ্ঠস্বরের পুনরুদ্ধার আজ সময়ের অন্যতম প্রধান দাবি।

## অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

**-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ**

# উত্তরপ্রদেশ দিয়ে ভারতকে বিচার নয়

ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক প্রবাদ প্রচলিত বহুদিন ধরে। যেসবের অধিকাংশ আর খাটে না।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**



একই কথা শুনলে পাগল পাগল লাগে। যেখানেই কথা বলি, সেখানে নির্বাচন নিয়ে কথা উঠলে প্রচুর লোককে একটা কথা বলতে শুনি। কলকাতায়, দিল্লিতে, শিলিগুড়িতে।

কী কথা সেটা? ২৭ সালই নাকি ঠিক করে দেবে, ২৯-এ কী হবে! বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম- সব পার্টির সমর্থকের এক রা। এতবার শুনতে শুনতে মনে হয়, আজকের ভারতে এই যুক্তি কতখানি খাটবে? ভারতের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও অঙ্ক তো পালটে গিয়েছে অনেক। পালটে গিয়েছে মানুষের ভাবনা। আর আগের মতো নেই।

ভারতীয় রাজনীতিতে এমন কিছু প্রবাদ শুনবেন, যা আমরা দশকের পর দশক ধরে ব্যবহার করে চলেছি কোনও প্রশ্ন না করেই। ১) ভারতীয়রা ভোট দেন না, নিজের জাতকে ভোট দেন। ২) বিরোধীদের ভোট ভাগ হলেই শাসকের জয়। ৩) ভারতে পেঁয়াজের দাম সরকার ফেলে দিতে পারে। ৪) দক্ষিণ ভারত উত্তরের উলটো পথে হাঁটে। ৫) বিহারে উন্নয়নের থেকে জাতের অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রবাদ- দিল্লির মসনদে যাওয়ার রাস্তা উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়েই যায়। সোজা কথায়, উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার।

শেষ আপ্তবাক্যটা কি এখনও পুরোপুরি সত্যি? নাকি ভারতীয় রাজনীতির অতীত আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে রেখেছে? আচ্ছন্নও।

উত্তরপ্রদেশের মানুষ আগামী বছর যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে কী ভাববেন, তা থেকে দু'বছর পরে দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কী ভাববেন, সেটা বুঝে ফেলা যায়? এতই সরল ভারতের নির্বাচনি অঙ্ক?

লখনউয়ের হজরতগঞ্জের রাজনৈতিক আলোচনা, বারাণসীর অসি ঘাটের আড্ডা আর রায়বরেলির গোলচৌরাহার চর্চার চরিত্র এক নয়। গোরখপুরের রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে মেরঠের রাজনৈতিক আবহেরও বিস্তর ফারাক। নয়ডায় উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়, অযোধ্যা বা বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যন্ত গ্রামে উন্নয়ন বলতে তা বোঝায় না। উত্তরপ্রদেশকে বুঝতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, একটা রাজ্যের মধ্যে আসলে অনেকগুলো উত্তরপ্রদেশ আজ জেগে।

একসময় কেন এই রাজ্য ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যবিধাতা ছিল, সেটা বোঝা দরকার। জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি, চরণ সিং, রাজীব গান্ধি, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, চন্দ্রশেখর, অটলবিহারী বাজপেয়ী- কত প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রাজ্যটা! পরবর্তীকালে মণ্ডল ও কমণ্ডলের রাজনীতিও উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে বড় অভিঘাত তৈরি করেছে। অযোধ্যা বদলে দিয়েছে ভারতের রাজনীতির অভিমুখ। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদিও উত্তরপ্রদেশের সাংসদ। তবে ফারাক ঘটে গিয়েছে অনেক। অতীতের সেই রাজনৈতিক গুরুত্ব আর ভবিষ্যতের নির্বাচনি ফল নির্ধারণের ক্ষমতা এক জিনিস নয়।

উদাহরণ চাইবেন নিশ্চয়ই! খুব বেশি পিছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ২৫৫ আসন। সমাজবাদী পার্টি ১১১। মাত্র দু'বছর পরে লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশেই বিজেপিকে বড় ধাক্কা খেতে হল।



*দাদরিতে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। (ডানে) গোরক্ষপুরে 'একতা যাত্রা'য় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। –ফাইল চিত্র*

একই ভোটার। একই মুখ্যমন্ত্রী। একই প্রধানমন্ত্রী। অথচ আলাদা ফল।

প্রিয় পাঠক আমার, বলুন তো, ২০২৭-এর ফল যদি ২০২৯-এর ফল বুঝিয়ে দেয়, তা হলে ২০২২ সালে কেন বোঝা গেল না ২০২৪-এ কী হতে চলেছে?

২০১২ সালে ২২৪ বিধানসভা আসন পেয়ে ক্ষমতায় এসেছিল সমাজবাদী পার্টি। দু'বছর পরেই উত্তরপ্রদেশের ৮০ লোকসভা আসনে বিজেপি জিতল ৭১টিতে। ২০০৭ সালে মায়াবতীরা বিধানসভায় ২০৬ আসন জিতে ক্ষমতায় আসেন। দু'বছর পর লোকসভায় মায়াবতীর দলের চেয়েও বেশি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস।

সাফ কথা, এই তত্ত্বকে বারবার ভুল প্রমাণ করেছে উত্তরপ্রদেশ নিজেই।

এসব দেখে মনে হয়, ভারতীয় ভোটারদের রাজনৈতিক পরিণতমনস্কতাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যাঁকে পছন্দ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও মুখ্যমন্ত্রীর দলকে পছন্দ করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নবীন পট্টনায়েকের ওডিশা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লিতেও এই প্রবণতা দেখেছি আমরা।

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় আর একটা জিনিস বরাবর অদ্ভুত লাগে। উত্তরপ্রদেশে ভালো কিছু হলে যোগীর কৃতিত্ব। খারাপ কিছু হলেও যোগীর ব্যর্থতা। যেন দিল্লির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের কোনও সম্পর্কই নেই! অথচ দেখুন, দেশের মন্ত্রীসভার সবচেয়ে প্রভাবশালী তিনজনের দুজন উত্তরপ্রদেশের সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারাণসীর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লখনউয়ের। রাজনাথ আবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বারাণসীকে শুধু যোগীর রাজ্যের একটা শহর হিসেবে দেখলে চলবে না। বারাণসী শহরের পর্যটন পরিকাঠামো, রেল, বিমানবন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যের ছ'টি শহরকে কেন্দ্র করে যে প্রতিরক্ষা শিল্পবলয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গেও রাজনাথের মন্ত্রকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন বা অবনমনের খতিয়ান তৈরি করতে বসলে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সাফল্য যদি দুটো ইঞ্জিনেরই সাফল্য হয়, তবে ব্যর্থতার সময় শুধু একটা ইঞ্জিনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কেন বাপু?

উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে দীর্ঘ পথ গেলে চমকে দেয় রাস্তা। কত বড় বড় শহর। এই পরিবর্তনের ইতিহাস শুধু যোগীর আমল থেকে শুরু হয়নি। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে মায়াবতীর আমলে তৈরি হতে শুরু করেছিল। আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন অখিলেশ যাদব।

আমাদের রাজনীতিতে পূর্বসুরির অবদান স্বীকার করার সংস্কৃতি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যেন প্রত্যেক নতুন সরকারের আমলেই নতুন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

আবার ঝকঝকে এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নেমে গ্রামের ভিতরে কয়েক কিলোমিটার ঢুকলেই উন্নয়নের অন্য সংজ্ঞা খুঁজতে হয়। রাস্তা তৈরি হওয়া আর মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন এক কথা নয়।

উত্তরপ্রদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও অনেক কম। নয়ডার বহুতল অট্টালিকা আর পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনের মধ্যে বিপুল ফারাক।

গোরখপুরের তরুণের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন চাকরি। মুজফফরনগরের আখচাষির কাছে ফসলের দাম। বারাণসীর নৌকাচালকের কাছে পর্যটকের সংখ্যা। বুন্দেলখণ্ডের কৃষকের কাছে জল।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন মানেই হিন্দুত্ব, জাতপাত আর মন্দিরের রাজনীতি- এমন ধারণা উত্তরপ্রদেশের বাইরের মানুষের মধ্যে অনেক বেশি। ভিতরের রাজনীতিটা আরও জটিল।

২০২৪ সালে অযোধ্যা যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, সেই ফৈজাবাদেই বিজেপির পরাজয় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একজন মানুষ রামভক্ত হতেই পারেন, অথচ জমির ক্ষতিপূরণ, জীবিকা কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

২০২৭ সালে যোগীর আইনশৃঙ্খলার মডেল, হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তি, সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প যেমন গুরুত্বপূর্ণ হবে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হবে কর্মসংস্থান, জাতিগত সমীকরণ এবং অখিলেশের রাজনৈতিক জোটকৌশল। মায়াবতীর ভোট কোন দিকে যাবে, সেটাও প্রশ্ন। অবশ্যই এর কোনওটা অবিকল এক রকম থাকবে না ২০২৯ সালে।

সবচেয়ে বড় কথা, আজকের ভারত আর শুধু হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি নয়।

২০২৪ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৩৩ আসন পেয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি ৩৭। কংগ্রেস ৬। এত বড় ধাক্কা খাওয়ার পরেও দিল্লিতে তৃতীয়বার সরকার গড়তে পেরেছেন মোদি।

কী করে?

উত্তরপ্রদেশে ক্ষতি হলেও ওডিশায় বিজেপি বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। তেলেঙ্গানায় শক্তি বাড়িয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের সব আসন জিতেছিল। সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু এবং বিহারের নীতীশ কুমার।

দিল্লির ক্ষমতার চাবিকাঠি যদি শুধু লখনউতেই থাকত, তা হলে অমরাবতী আর পাটনার দিকে এত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হত না গোটা দেশকে।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূগোল বদলাচ্ছে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশা- প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ঢেউ এই রাজ্যগুলোয় পৌঁছাবেই, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, উত্তরপ্রদেশ গুরুত্ব হারিয়েছে। লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৮০টি উত্তরপ্রদেশে। এত বড় সংখ্যাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনও জাতীয় দলের নেই।

অখিলেশ রাজ্যে নতুন স্লোগান দিয়েছেন, 'অচ্ছে দিন আয়ে নহি, বুরে দিন জানে ওয়ালে হ্যায়'। তবে যোগী তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হলে বিজেপির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁরই 'অচ্ছে দিন'। অমিত শা-দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে তাঁর নামও উঠবে মোদির উত্তরসূরি হিসেবে। অখিলেশ ক্ষমতায় ফিরলে বিরোধী শিবিরে তাঁর গুরুত্ব বাড়বে। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের চরিত্রও বদলাতে পারে।

সুতরাং ২০২৭ সালের নির্বাচন ২০২৯ সালের রাজনৈতিক প্রস্তুতির অভিমুখ ঠিক করতে পারে। তবে প্রস্তুতির অভিমুখ ঠিক করা আর দেশের ভোটের ফল ঠিক করে দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

হতে পারে, যোগীও থাকলেন, মোদিও থাকলেন। তারপরেও মনে হয়, উত্তরপ্রদেশ নিয়ে আমাদের পুরোনো আপ্তবাক্যটায় সামান্য সংশোধন প্রয়োজন। দিল্লির মসনদে যাওয়ার একটা বড় রাস্তা এখনও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে দিয়েই যায়। তবে সেটাই আর একমাত্র রাস্তা নয়। ভারতীয় রাজনীতিতেও এখন নতুন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হয়েছে অনেক।

সব রাজপথই লখনউ ছুঁয়ে যায় না।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৯৬২**



শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**১৯৮৮**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম।

## আলোচিত



ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। দ্যাখ, কেমন লাগে। আগেই বলেছিলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত। হাইকোর্ট স্পিকারের নির্দেশকে খারিজ করে দিয়েছে। জালি বিরোধী দলনেতা ছিল। চিফ হুইপ আখরুজ্জামানকেও খারিজ করেছে। এই প্রথম স্পিকারের কোনও সিদ্ধান্তকে খারিজ করল হাইকোর্ট। স্পিকারের পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল। এটা খুশির খবর নয়। কারণ স্পিকার এত অসাংবিধানিক কাজ করেছেন। স্পিকারের নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। উনি সেটায় ব্যর্থ হয়েছেন।

**- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

## ভাইরাল/১



ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দিতে ঢুকছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। সেখানে তাঁর ব্যাগ বইছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। দৃশ্যটি শেয়ার করে মজার ছলে ফিকো লেখেন, 'ইউরোপীয় সহযোগিতার মানে মাঝেমধ্যে সহকর্মীর জিনিস বইতে সাহায্য করাও হতে পারে!'

## ভাইরাল/২



মেক্সিকোর ডেলিভারি কর্মীর কীর্তি ভাইরাল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডিএইচএলের গাড়ি। এক কর্মী দামি 'প্লে স্টেশন ৫'-এর পার্সেল বাড়ির ভিতরে ছোড়ার চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয় চেষ্টায় সফল হন। গ্রাহকের অভিযোগ, বাক্সে ভঙ্গুর লেখা থাকলেও তোয়াক্কা করেননি। পার্সেলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনমন জনমত

# রাসের ঐতিহ্য ভুলে রাজনৈতিক প্রচার

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা প্রতি বছর সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। উত্তরবঙ্গ, অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে সার্থক হয়ে ওঠে এই সম্প্রীতির মহামিলন মেলা।

এবছর মেলা ঘোষণার দিন থেকেই বিতর্ক তৈরি করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তিনি ঘোষণা করেন, মেলার সম্প্রসারণ করা হবে— সার্কাস বসবে এবিএন শীল কলেজের মাঠে এবং বিভিন্ন ধরনের স্টল বসবে জেনকিন্স স্কুলের মাঠে। যা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। শেষমেশ কোচবিহারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রতিবাদ এবং এআইডিএসও-র বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কার্যত রাজ্য সরকারের শিক্ষা-স্বার্থপরিপন্থী পরিকল্পনাকে বাতিল করতে বাধ্য করে। কিন্তু এখন রাসমেলার হোর্ডিংকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বীর বিপ্লবী, অগ্নিযুগের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিটি কোচবিহারের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে অবস্থিত। ১৯৯০ সালে কোচবিহারের বিশিষ্টজনদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় কোচবিহারবাসীর কাছ থেকে সাহায্য তুলে কংক্রিটের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়। কোচবিহারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই ক্ষুদিরাম স্কোয়ার উল্লেখযোগ্য। গত দু'বছরে আরজি কর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এই স্কোয়ার। অথচ রাসমেলা উপলক্ষ্যে ঢাউস একটি হোর্ডিং এই মূর্তিটিকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে লাগানো হয়েছে। যাঁরা লাগালেন বা যাঁরা এই লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা একবারও ভাবলেন না কোচবিহারের মানুষের আবেগ যে মূর্তিকে ঘিরে, তাকে এভাবে ঢেকে দেওয়া যায় না। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ক্ষুদিরাম কমিটি ও বিভিন্ন সচেতন রাজনৈতিক দল। অবিলম্বে এই ঢাউস হোর্ডিং খুলে ক্ষুদিরাম স্কোয়ারের পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক পরিবেশ বজায় রাখা হোক। দ্রুত হোর্ডিং খোলা হোক, কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

আর একটি বিষয় দেখছি— পুরসভা পরিচালিত রাসমেলার এইসব হোর্ডিংয়ে রাস উৎসবের প্রচারের থেকেও প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের মুখ। তাহলে কি রাসমেলাকে ব্যবহার করে দলীয় বা রাজনৈতিক নেতাদের প্রচার করাটাই প্রশাসনের আসল উদ্দেশ্য? এবছর রাসমেলার হোর্ডিংয়ে লেখা হয়েছে 'ইতিহাস, বিশ্বাস, সংস্কৃতির' উৎসব। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাসমেলা সম্প্রীতির উৎসব। এই মেলা শুরু হয় যে রাস ঘুরিয়ে, তা তৈরি করে বংশপরম্পরায় একটি মুসলিম পরিবার এবং তা পূজিত হয় মদনমোহন মন্দিরে। এই সম্প্রীতিই কোচবিহারবাসীর কাছে গর্বের ও ঐতিহ্যের। অথচ তাকেই ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে প্রশ্ন জাগে, প্রশাসন কি সত্যিই মেলাকে উৎসবে পরিণত করতে চায়? নাকি মেলাকে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে প্রচার করতে চায়?

কোচবিহারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও রাজনৈতিক সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই এর উত্তর খুঁজে পাবেন।

**আসিফ আলম**
**ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার।**

# মহাকাল মন্দিরে সম্প্রীতির অনন্য সহাবস্থান

দার্জিলিংয়ের অবজার্ভেটরি হিলে শিব আরাধনা ও বৌদ্ধ প্রার্থনায় মিলেছে দুই ধর্মের ঐতিহ্য।

**বিদ্যুৎ রাজগুরু**



মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জায়গাটি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, এমন আশঙ্কা আজ নানা ক্ষেত্রেই শোনা যায়। ধর্মীয় পরিচয়, ভাষা কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা অনেক সময় দূরত্বের কারণ হয়ে ওঠে। অথচ বাংলার সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের ঐতিহ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসে পরিচয় ও মানবিকতার প্রশ্নটি নানা স্তরে উঠে এসেছে। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও তিনি মানুষের মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে গেলে সেই সহাবস্থানের একটি জীবন্ত উদাহরণ চোখে পড়ে। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচরণের পৃথক রীতি পাশাপাশি চলেছে। কারও বিশ্বাসকে অস্বীকার না করে একই পবিত্র পরিসরে উপাসনার এই ছবি পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

দার্জিলিংয়ের ম্যাল বা চৌরাস্তা থেকে অল্প হাঁটাপথে অবজার্ভেটরি হিলের উপরে মহাকাল মন্দির। পাহাড়ের এই চূড়া শহরের পরিচিত দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম। মন্দিরে পৌঁছাতে সরু পথ ধরে উঠতে হয়। দু'পাশে গাছপালা, ঝুলন্ত ঘণ্টা এবং রঙিন বৌদ্ধ প্রার্থনাপতাকা পথটিকে আলাদা আবহ দেয়। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ দেখা যায়। তবে মহাকাল মন্দিরের গুরুত্ব শুধু তার অবস্থান বা দৃশ্যের জন্য নয়। এই ধর্মস্থানে হিন্দু পুরোহিতের সঙ্গে বৌদ্ধ লামাকেও উপাসনা করতে দেখা যায়। দুজনেই নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি মেনে প্রার্থনা করেন। একই চত্বরে দুই ধারার উপাসনার এই সহাবস্থান দার্জিলিংয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সামনে আনে।



মন্দিরের মূল উপাসনাস্থলে রয়েছে শিবলিঙ্গ। তার সামনে শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি। মন্দির চত্বরে কালী, দুর্গা, গণেশ ও হনুমানের উপাসনার জন্য ছোট ছোট মন্দিরও রয়েছে। অন্যদিকে, গাছ ও মন্দিরের চারপাশে বাঁধা বৌদ্ধ প্রার্থনাপতাকা, প্রার্থনাচক্র এবং ঘণ্টা এই স্থানের বহু ধর্মীয় আবহকে স্পষ্ট করে। এখানে আসা মানুষ কেউ পুজো দেন, কেউ প্রার্থনা করেন, কেউ বা নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। উপাসনার ধরন আলাদা হলেও স্থানটিকে ঘিরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অনুভূতি এক সূত্রে বাঁধা। মন্দিরের পরিচিতি তাই কেবল হিন্দুদের একটি শিব মন্দির হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছেও অবজার্ভেটরি হিলের ধর্মীয় ত



নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কুণাল রায়। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে।





# পডকাস্টে ডুবেছে মন

একসময় বেতারের গল্প পাঠে সীমাবদ্ধ ছিল শ্রোতাদের বিনোদন। এখন ডিজিটাল মাধ্যমে পডকাস্ট তথ্য, আড্ডা, বিনোদন ও জ্ঞানচর্চার নতুন পরিসর তৈরি করেছে।

## নতুন প্রজন্মের মনোরঞ্জনে নয়া মোড়

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** নয়ের দশকে আকাশবাণীর বেতার তরঙ্গে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল ‘শনিবারের বারবেলা’। সেই রেশ না কাটতেই ২০০৯-এ সম্প্রচার শুরু হয় ‘সানডে সাসপেন্স’-এর। এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল গল্পপাঠের সেই অনুষ্ঠান। তবে এখন আর শনি কিংবা রবিবারের ঘেরাটোপ নয়। স্পটিফাই, ইউটিউবের মতো মাধ্যমের দৌলতে ৩৬৫ দিন গল্প শোনার-আড্ডা মারার আনন্দ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে পডকাস্ট।

বেতারে গল্প শোনা বলতে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা বা নাটকই ছিল পুঁজি। তবে পডকাস্টের দৌলতে বদলেছে সেই ধারণা। এখন একদিকে রাজ শামানি, রণবীর এলাহাবাদিয়া, নিখিল কামাথ, গৌরব তপাদার, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ চক্রবর্তীদের মতো ক্রিয়েটররা ‘গেস্ট পডকাস্ট’ করছেন। অন্যদিকে সব্যসাচী চক্রবর্তীর উপস্থাপনায় আসছে ক্রাইম পডকাস্ট। মির আনছেন হরেক স্বাদের গল্পপাঠ। এছাড়া রয়েছে ফিল্ম সমালোচনা, ইনফোটেনমেন্ট, স্বাস্থ্যের মতো বিষয়ও। আবার সতীশ রায় নিয়ে আসেন ব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা ‘ফেক পডকাস্ট’। আর ১০-৫টা পেশাদার জীবন শেষে বাড়ি ফিরে তাতেই ডুব দিচ্ছেন আমজনতা।

বছর ২৭-এর প্রান্তিক শাসমলের মতে, ‘রিলসে সময় নষ্ট না করে একটা পডকাস্ট দেখলে নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ে। আর অযথা সময় নষ্ট হয় না। তাই ফাঁকা সময় পেলে আমি পডকাস্ট দেখতে বসি। স্টার্টআপ, ব্যক্তিগত উন্নতি, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার মতো বিষয়ে পরিপক্ক আলোচনা শুনতে ভালো লাগে।’ তাঁর সংযোজন, ‘রাজ শামানির পডকাস্ট আমার খুব পছন্দ। আরও অনেকের পডকাস্ট দেখি। তবে রাজের শোতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে যে গভীর আলোচনা হয় সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে।’



- যুগের সঙ্গে দর্শকদের শোনা এবং দেখার রুচিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে
- বেতারে গল্প শোনা বলতে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা বা নাটকই ছিল পুঁজি। তবে পডকাস্টের দৌলতে বদলেছে সেই ধারণা
- ১০-৫টা পেশাদার জীবন শেষে বাড়ি ফিরে পডকাস্টেই ডুব দিচ্ছেন আমজনতা

একসময় সানডে সাসপেন্সের ভক্ত ছিলেন মিলনপল্লির বাসিন্দা দেবজিৎ দত্ত। এখনও শোনেন। তবে পডকাস্টের দিকে গত দু-তিন বছরে তাঁর ঝোঁক অনেকটা বেড়েছে। ক্রাইম, থ্রিলার বা যা কিছুতে সাসপেন্স রয়েছে তা আকর্ষণ করে দেবজিৎকে। তাঁর কথায়, ‘যাঁরা প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশন করেন কিংবা পুরোনো কোনও অপরাধের রহস্য উন্মোচন করছেন, তাঁদের নিয়ে পডকাস্ট শো হলে আমি খুব মন দিয়ে দেখি। শেষ পর্যন্ত কান পেতে থাকি।’

বহু বছর ধরে রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্ট দেখছেন জ্যোতি দে। অরিজিৎ চক্রবর্তীর পডকাস্টও দেখেন নিয়মিত। তাঁর কাছে পডকাস্ট হল ‘রিল্যাক্সেশন’। তবে শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নন তিনি। ব্যবসা সংক্রান্ত পডকাস্টে কোনও সফল উদ্যোক্তা, কোম্পানির সিইওরা এলে অবশ্যই দেখেন জ্যোতি। শুধু তো দেখা বা শোনা নয়, অনেক আইডিয়া এবং ধারণাও মেলে সেখান থেকে।

শিলিগুড়ির কন্যা ‘অ্যাঙ্কর সাহানা’ লম্বা সময় ধরে নিজেই একটি টক শো সঞ্চালনা করছেন। সেলেব্রিটি বা বিভিন্ন ক্রিয়েটরদের সঙ্গে আড্ডা, ফান গেম দারুণ জমে তাঁর শোয়। সাহানা বলছিলেন, ‘পডকাস্টের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। এখন এটাই ট্রেন্ড। আমার টক শো হল ইনফোটেনমেন্ট ঘরানার। এখানে তথ্যের পাশাপাশি থাকে বিনোদনের খুঁটিনাটি। কফি উইথ করণ, দ্য কপিল শর্মা শোর মতো অনুষ্ঠানই আমার ইন্সপিরেশন।’

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দর্শকদের শোনা এবং দেখার রুচিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ওয়াচলিস্ট থেকে সানডে সাসপেন্স বা অডিও স্টোরি পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। তবে অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে পডকাস্ট এখন নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার শিখরে।

# সাহায্য চেয়ে বিফল

## বাস থেকে ‘নামিয়ে দেওয়া’-র পরই মৃত্যু

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** অচৈতন্য অবস্থায় থাকা বৃদ্ধকে স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। শহরটি তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ফলে রাস্তার ধারে চাদর পেতে স্বামীকে শুইয়ে রাখেন স্ত্রী ও ছেলে। কোনওভাবে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ কাতর আবেদন জানান তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে বৃদ্ধকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের নাম মণিরতন চাকমা (৭৯)। তিনি ত্রিপুরার বাসিন্দা। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনার সূত্রপাত। গান্ধী ময়দান সংলগ্ন এলাকার ঘটনা।

স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন মণিরতন। মৃতের স্ত্রী মিনু চাকমার দাবি, ‘স্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় বাসচালককে একাধিকবার বলেছিলাম, রাস্তার কোনও নার্সিংহোমের সামনে বাস দাঁড় করিয়ে দিতে। কিন্তু স্বামী অচৈতন্য হয়ে পড়ার পর তাঁর শরীর নিস্তেজ হয়ে আসতে শুরু করলে আমাদেরও বাস থেকে নেমে যেতে বলা হয়।’

পুলিশের এক কর্তার কথায়, ‘বাসটি কিছুটা এগিয়ে গেলেই রাস্তার পাশে একটি নার্সিংহোম পড়ত। ওই ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সেখানেই তাঁকে নামিয়ে দেওয়া যেত। সামান্য সহযোগিতা করলেই হত। কিন্তু সেটা না করাটা দুর্ভাগ্যজনক।’

এদিকে, স্বামীর দেহ রাস্তার ধারে রেখে স্ত্রী ও ছেলে সাহায্যের জন্য আর্তি জানালেও প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ এগিয়ে আসেননি। কাছেই নার্সিংহোম থাকা সত্ত্বেও কেউ বৃদ্ধকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ না নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে নিখিল সাহানি নামে এক ব্যক্তির দাবি, ‘দেখেই মনে হচ্ছিল, ভিতরে আর প্রাণ নেই। তাই আর হাত দিইনি। পুলিশ আসার অপেক্ষা করছিলাম।’



- অসুস্থ বৃদ্ধকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ চালক ও কনডাক্টরের বিরুদ্ধে
- রাস্তার ধারে বৃদ্ধকে শুইয়ে রেখে সাহায্যের কাতর আবেদন জানান স্ত্রী ও ছেলে
- এই শহরের প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ ভিনপ্রদেশের বিপন্নদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি

প্রত্যক্ষদর্শী বিকাশ মাহাতোর কথায়, ‘সাইকেল নিয়ে আমি চম্পাসারি মোড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, বাস দাঁড়ানোর পর এক মহিলা সহ তিনজন ওই বৃদ্ধকে রাস্তার ধারে নামিয়ে শুইয়ে দিলেন। এরপর দুজন ফের বাসে উঠে চলে গেলেন। বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা ও এক তরুণ এরপর উদ্ভ্রান্তের মতো ফোন করছিলেন। আমি কাছে যেতেই তাঁরা জানান, বৃদ্ধ অসুস্থ। তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য চান। কিন্তু আমার কাছে তো শুধু সাইকেল ছিল।’

মৃতের পরিবারের বাড়ির পাশের গ্রামের বাসিন্দা শুভ্রীতী চাকমা বলেন, ‘হয়তো ওই বাসের চালক ও কনডাক্টরও ভেবে নিয়েছিলেন, বৃদ্ধের আর প্রাণ নেই। সে কারণেই হয়তো তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। কী আর বলা যাবে। শিলিগুড়ি থেকে বাসে করে তাঁর বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার কথা ছিল। সেটাও আর হল না।’

## গাড়ি রাখা নিয়ে বিরোধে মারধর

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** বাড়ির গ্যারাজের সামনে গাড়ি রাখার প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার খেতে হল পরিবারকে। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরেও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলছে পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে। মারধরের এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের উদয় সরণি সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় আহত প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলেন, ‘অভিযুক্ত প্রতিদিন সকালে গ্যারাজের সামনে চার চাকার গাড়ি রেখে চলে যান। এই নিয়ে একাধিকবার ওই ব্যক্তিকে গাড়ি না রাখার জন্য বলা হয়।’ বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। প্রসেনজিতের স্ত্রীর কথায়, ‘ওই ব্যক্তি কুকুর নিয়ে এসে বাড়ির সামনে শৌচকর্মও করাতেন। আমার স্বামী প্রতিবাদ করায় ওই ব্যক্তি ও তাঁর এক সঙ্গী আমার স্বামীর ওপর চড়াও হন।’ বৃহস্পতিবার রাতে অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার।

## আজ শহরে

- ‘একফালি জানালা’র তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকবে রবীন্দ্রসংগীত, ভাওয়াইয়া সংগীত, গীতি আলেখ্য, বাঁশি, কবিতা পাঠ, আবৃত্তির পাশাপাশি বাংলা ব্যান্ডের পরিবেশনা। বিকেল ৫টা থেকে ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুলে।
- শিলিগুড়ি ওপেন সিক্রেট-এর আয়োজনে তিনদিনের নাট্য সমারোহ। আজ মঞ্চস্থ হবে চাকদহ নাট্যজন প্রযোজিত উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ‘যাত্রাগোপাল’। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে।

## ফের চুরি ইসলামপুরে

**ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর :** ইসলামপুর পুরসভার নিউটাউন এলাকায় ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভেঙে তিন জোড়া সোনার কানের দুল ও রুপোর গয়না চুরি করে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দিনদুপুরে চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। বাড়ির সদস্য নীলিমা সেন বলেন, ‘শুধু আধ ঘণ্টার জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। তাতেই বাড়ির সর্বস্ব লুট হয়ে গেল।’

## ১০ দফা দাবি

**ইসলামপুর, ২৭ নভেম্বর :** ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের একাধিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে শুক্রবার হাসপাতাল সুপারের কাছে ১০ দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিএম ইসলামপুর ২ নম্বর এরিয়া কমিটির নেতৃত্ব। এরিয়া কমিটির সম্পাদক সামি খান বলেন, ‘হাসপাতাল সুপার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে এরপর আমরা ঘেরাও করব।’

## ফেস্টিভাল শেষ

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শুক্রবার শিলিগুড়ি শর্টফিল্ম ফেস্টিভালের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির তরফে আয়োজিত এই ফেস্টিভাল চারদিন ধরে চলে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফেস্টিভালের সমাপ্তি হয়েছে। চলতি বছর ফেস্টিভালে ৩৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৯টি তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে বলে সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ জানান।

## প্রচার মিছিল

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দিল্লির কর্মসূচি সফল করতে শুক্রবার শিলিগুড়িতে প্রচার মিছিল করল এসইউসিআই। এদিন মিছিলটি শুরু হয় হিলকার্ট রোডে থাকা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে। উপস্থিত ছিলেন দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি মোহন পান্ডা।

## জেল হেপাজত

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত রিভা লামাকে শুক্রবার ফের আদালতে তোলাকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের উপস্থিতিতে উত্তেজনা ছড়াল। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিকে, রিভার এদিন ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

# লিফটে মৃত্যুতে প্রশ্ন

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** ইস্টার্ন বাইপাসে একটি বহুতলের লিফটের নীচে শ্রমিকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। মৃত মেঘনাথ রায়ের আত্মীয় নদিয়া রায়ের অভিযোগ, ‘চারতলার ওই বিল্ডিংয়ের লিফটের প্রতিটি তলাতেই ওঠার মুখে গ্রিল লাগানো রয়েছে। আমরা চাইছি, পুলিশ তদন্ত করে সেই রহস্য ফাঁস করুক।’ রহস্য বাড়তে থাকায় ইতিমধ্যেই ওই লিফট সিল করে দিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই লিফট শুধুমাত্র মাল ওঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহার হওয়ায় তার চারপাশ ঢাকা ছিল না। কিছুটা অংশ জাল দিয়ে ঘেরা ছিল। জাল দিয়ে ঘেরা থাকলেও লিফটটি বিপজ্জনক অবস্থায় থাকায় কোনওভাবে ওই লিফট থেকে তরুণটি পড়ে গিয়েছিলেন কি না, তা নিয়েও পুলিশের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেছে, লিফটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওই তরুণ পড়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, লিফটটি রয়েছে চতুর্থ তলায়। কিন্তু প্রতিটি তলার গ্রিলই বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে ওই তরুণকে ধাক্কা মেরে কেউ কোনও তলা থেকে লিফটের নীচে ফেলে দিয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পুলিশের মধ্যে। ওই বিল্ডিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ওই বিল্ডিংয়ে একটি কারখানা রয়েছে। সেখানে আড়াই বছর ধরে কাজ করছিলেন মেঘনাথ। বিল্ডিংয়ের লিফটটি কারখানার কর্মীরাই মাল ওঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহার করতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎই দেখা যায়, লিফটের ভিতরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে পড়ে রয়েছেন ওই তরুণ। বিষয়টি নিয়ে বিল্ডিংয়ের মালিকপক্ষকেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মেঘনাথের পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী ও দু’মাসের সন্তান। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, কর্মক্ষেত্রে কোনও ধরনের ঝামেলার কথা মেঘনাথ কোনও দিন তাঁদের জানাননি। তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নতুন কোনও মোড় নেয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে পরিবার।

## প্রতারণায় ধৃত মাস্টারমাইন্ড

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** ভুয়ো অফিস খুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে আর্থিক প্রতারণায় মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জয়দীপ সিনহা। তিনি বাবুপাড়ার বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এই ঘটনায় আগে মহম্মদ মাজিদুরকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই জয়দীপের নাম উঠে আসে। বছর ছয়েক আগে মাজিদুর ব্যবসার কাজে মুম্বইয়ে যাওয়ার পর জয়দীপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর তাঁরা অভিনব পদ্ধতিতে সাইবার প্রতারণার ছক কষেন। মাজিদুর জয়দীপের অধীনে কাজ করতেন। অ্যাকাউন্ট তৈরির যাবতীয় নথি জোগাড় করতেন। এরপর জয়দীপ অ্যাকাউন্ট খুলতেন। জয়দীপের সঙ্গে একাধিক ব্যাংককর্মী যুক্ত থাকার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় স্টেশন ফিডার রোড সংলগ্ন একটি ভুয়ো অফিসের কর্তা ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাজিদুরের সূত্র পায় পুলিশ।

## থ্যালামাসে চর্চায় স্টেম সেল থেরাপি

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** অস্থিরোগের চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দিতে ফুলবাড়ির থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে শুক্রবার আয়োজিত হল ‘অ্যানুয়াল অর্থোপেডিক আপডেট ২০২৬’। এই বিশেষ অধিবেশনে অংশ নেন হাসপাতালের অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ও আমন্ত্রিত চিকিৎসক প্রতিনিধিরা। অস্থিরোগের আধুনিকতম চিকিৎসার নানা দিক তুলে ধরেন বিশিষ্ট চিকিৎসক সংকল্প কুমার, ডাঃ পার্থসারথি সরকার এবং ডাঃ মৈনাক চক্রবর্তী। তাঁদের আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে হাঁটু ও হাড়ের সমস্যায় অত্যাধুনিক স্টেম সেল থেরাপি সহ একাধিক উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা। আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

## আইআইএলএস-এ ইউথ পার্লামেন্ট

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** দাগাপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজে শুক্রবার শুরু হল একাদশতম ইউথ পার্লামেন্ট। উদ্বোধনে ছিলেন সশস্ত্র সীমা বলের ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার্সের ডিআইজি একেসি সিং ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ বিজয়কুমার সিনহা। প্রথম দিন বিতর্কের বিষয় ছিল- ‘শিক্ষায় এআই-এর ব্যবহার আশীর্বাদ নাকি হুমকি?’ শনিবার আলোচনা হবে ‘আইনসভায় নারী সংরক্ষণ- প্রতীকী নাকি রূপান্তর?’ শীর্ষক বিষয়ে। উপাধ্যক্ষ ডঃ নেহা পওয়ার সিং জানান, উত্তরবঙ্গ ছাড়াও বিহার ও পঞ্জাবের প্রায় ১৩০ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছেন। শনিবার তিনটি বিভাগে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন রাজ্যের আইন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস; বিশেষ অতিথি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এবং উপস্থিত থাকবেন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডঃ জয়জিৎ চৌধুরী।

# নাবালিকা বিয়ে রুখতে শপথ

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** আইনত দণ্ডনীয় জেনেও নানা কারণে গোপনে নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনও আর্থিক প্রলোভনে, আবার কখনও মেয়ের দায়িত্ব এড়ানোর মানসিকতা থেকে এমন ঘটনা ঘটছে বলে স্কুল পড়ুয়াদের কাউন্সেলারের নজরে এসেছে। শুক্রবার ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়।

সামসিয়া হাইমাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এলাকায় র‍্যালি করে। স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সদক পারভিন জানায়, ‘মেয়েরা যাতে পড়াশোনা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেটাই আমাদের দাবি।’




*পড়ুয়াদের সচেতনতা মিছিল। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

পড়ুয়াদের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত সামসিয়া হাইস্কুলের শিক্ষিকা রেহানা আখতার বলেন, ‘বাল্যবিবাহের ফলে পড়াশোনা, মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক সুস্থতা ব্যাহত হয়। বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য।’

অন্যদিকে, বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ার শপথ নেয় নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহা জানান, সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য বর ও বৌ সেজে পড়ুয়ারা প্রতীকী প্রতিবাদ করেছে। নজরুল শতবার্ষিকী বিদ্যালয়ে শপথবাক্য পাঠ করান শিক্ষিকা প্রিয়াংকা ভারতী।

এদিন বেশিরভাগ স্কুলে মাধ্যমিকের টেস্ট চলায় খুব বড় করে এই কর্মসূচি করা হয়নি। কাউন্সেলার অর্পিতা বোস বলেন, ‘কেবল আইনের কড়াকড়ি নয়, নাবালিকা বিয়ে রুখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন এবং সচেতনতা।’



## পৃথিবীর পাঠশালা

### উলটো হয়ে ঝুলে চলা ট্রেন



রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু জামানির উপার্টাল শহরের ট্রেনটি চলে ঠিক তার উলটো কায়দায়। ১৯০১ সাল থেকে চলে আসা এই ঐতিহাসিক রেলগাড়িটি চাকায় ভর করে নয়, বরং ওপরে থাকা ইস্পাতের লাইন থেকে শূন্যে ঝুলে ঝুলে এগোয়। শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঠিক ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে চলে এর বগিগুলো। একবার তো প্রচারের জন্য টুফি নামের এক বাচ্চা হাতিকেও এই ঝুলন্ত ট্রেনে চড়ানো হয়েছিল। যদিও ভয় পেয়ে হাতিটি জানলা ভেঙে নীচের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং অক্ষত অবস্থায় সাঁতরে পাড়ে উঠে আসে। আজও এই ঝুলন্ত ট্রেনটি শহরের অন্যতম নিরাপদ যান।

### গাছের ডালে চড়া ছাগল



মরক্কোর শুকনো অঞ্চলে গেলে চোখ কপালে ওঠার মতো এক দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে আস্ত ছাগলের পালকে দেখা যায় বিশাল সব আরগান গাছের উঁচু ডালে অনায়াসে চড়ে বসে থাকতে। আসলে এই গাছের ফল ছাগলদের ভীষণ প্রিয়। খাবারের লোভে তারা ত্রিশ ফুট উঁচু সরু ডালেও ভারসাম্য রেখে উঠে পড়ে। তবে এতে প্রকৃতিরও বড় উপকার হয়। ছাগলেরা ফলের বাইরের নরম অংশটুকু খেয়ে ভেতরের শক্ত বীজটা নীচে ফেলে দেয়। সেই বীজ থেকেই যেমন নতুন গাছ জন্মায়, তেমনই স্থানীয় মহিলারা সেগুলো কুড়িয়ে তৈরি করেন বিশ্ববিখ্যাত দামি আরগান তেল।

### আগ্নেয়গিরির তাপে পাউরুটি



কোনও অভেন বা গ্যাসের উনুন নয়, আইসল্যান্ডের অনেক বেকারিতে পাউরুটি সেঁকা হয় সোজা মাটির তলায়। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের আশপাশে থাকা কালো আগ্নেয় বালির নীচে প্রচণ্ড তাপ জমে থাকে। রুটি বানানোর মণ্ড বড় ধাতব পাত্রে ভরে সেই ফুটন্ত বালির প্রায় এক ফুট নীচে পুঁতে রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পর মাটি খুঁড়ে বের করে আনলেই তৈরি হয়ে যায় মিষ্টি স্বাদের সুস্বাদু রাই পাউরুটি। এক ইউনিট বিদ্যুৎ বা গ্যাস খরচ না করে প্রকৃতির নিজস্ব উনুনে রান্না করার এই প্রাচীন রীতি আজও আইসল্যান্ডের মানুষের ভীষণ প্রিয়।

### কার্বন শুষে নেওয়া ছোট্ট দেশ

বিশ্বজুড়ে দেশগুলো যখন পরিবেশ দূষণ কমাতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন প্রতিবেশী ভুটান নীরবে করে দেখিয়েছে অসাধ্যসাধন। পৃথিবীর হাতেগোনা যে ক'টি দেশ কার্বন নিঃসরণের চেয়ে বেশি কার্বন শোষণ করে, ভুটান তার মধ্যে প্রথম সারিতে। সে দেশের সংবিধানেই কড়া নিয়ম রয়েছে যে, দেশের অন্তত ষাট শতাংশ জমি সব সময় ঘন জঙ্গলে ঢাকা থাকতে হবে। বর্তমানে ভুটানের সত্তর শতাংশের বেশি এলাকা সবুজ অরণ্যে ভরা। উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে অর্থনীতির বদলে তারা গুরুত্ব দেয় মানুষের সুখ আর প্রকৃতির সুস্থতাকে। ছোট্ট এই পাহাড়ি দেশটি গোটা পৃথিবীর কাছে পরিবেশ রক্ষার এক জীবন্ত পাঠশালা।



## পাতাবাহার থেকে নবাঙ্কুর

# পাঠ্যবইয়ের খোলনলচে বদল

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলের বইয়ের ব্যাগে বড়সড়ো বদল আসতে চলেছে বাংলার। আগামী ২ জানুয়ারি 'বই দিবস'-এ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্পূর্ণ নতুন নামের পাঠ্যবই।

পূর্বতন তৃণমূল জমানায় চালু হওয়া প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৭টি পাঠ্যবইয়ের নাম বদলে দিচ্ছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সিলেবাস কমিটির চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দীর্ঘদিনের পরিচিত বহু নাম এবার বিদায় নিচ্ছে।

নতুন তালিকায় প্রাকপ্রাথমিকের জনপ্রিয় 'কাটুম কুটুম' হয়ে যাচ্ছে 'রেখাচিত্র' এবং 'মজারু'র নাম হচ্ছে 'রং ও রেখা'। প্রথম শ্রেণির 'আমার বই'য়ের নাম বদলে হচ্ছে 'নবপল্লব'। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার নাম হবে 'নবদিগন্ত'। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইগুলো যথাক্রমে 'নবাঙ্কুর', 'উন্মেষ' ও 'নবদিশারী' নামে ছাপা হবে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে।

বদলেছে উচ্চপ্রাথমিকের ইতিহাস ও ভূগোলের নামও। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির 'অতীত ও ঐতিহ্য' এবার যথাক্রমে 'প্রাচীন ইতিহাস', 'মধ্য ইতিহাস' এবং 'আধুনিক ইতিহাস' নামে পড়ানো হবে। 'আমাদের পৃথিবী' বদলে হয়েছে 'ভূ-পরিচয়'। তবে পরিবর্তনটা যে নিছক মলাটের নামে আটকে নেই, তা স্পষ্ট। অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশে জানুয়ারি থেকে পাঠক্রমে আসছে গভীর আদর্শগত ও বিষয়গত রদবদল।

**প্রথম শ্রেণির 'আমার বই'য়ের নাম বদলে হচ্ছে 'নবপল্লব'। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার নাম হবে 'নবদিগন্ত'। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির 'পাতাবাহার' বইগুলো যথাক্রমে 'নবাঙ্কুর', 'উন্মেষ' ও 'নবদিশারী' নামে ছাপা হবে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে।**




পূর্বতন তৃণমূল আমলে অষ্টম শ্রেণিতে যুক্ত হওয়া 'সিঙ্গুর আন্দোলন' ও ষষ্ঠ শ্রেণির 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের অধ্যায় বাদ পড়ছে। তার বদলে যুক্ত হচ্ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। প্রতিটি বইয়ের শুরুতে ছাপা থাকবে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গানটি। পাশাপাশি মোগল যুগ, ব্রিটিশ আমল ও মার্কসবাদের অংশ কমিয়ে সিনৌলি ও রাখিগড়ির সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভাষাতেও কাটছাঁট হচ্ছে। 'পানি' বা 'আব্বা'-র মতো শব্দের বদলে প্রচলিত বাংলা শব্দ এবং রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' বা 'সিরাজদ্দৌলা'-র জায়গায় 'শিবাজি উৎসব' ও 'মেবার পতন' আনার প্রস্তাব এসেছে। শাসক শিবিরের যুক্তি, দলীয় প্রচার সরিয়ে শিকড়মুখী ও আধুনিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের পালটা অভিযোগ, পাঠ্যবইয়ের গৈরিকীকরণ চলছে।



*উষ্ণতার খোঁজে সোনালি রোদে হরিণের দল। আদিনা ফরেস্টে। শুক্রবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

## পানীয় জলে

*প্রথম পাতার পর*

শুধু সরবরাহে অনিয়মিত নয়, কলের জল নিয়ে অনেকের মনে সংশয়ও রয়েছে। মাঝেমধ্যে নাকি জলে গন্ধ মেলে, কখনও রং বদলে যায়। ডাবগ্রামে বাড়ি বাবলু দাসের। প্রায় ১৩ হাজার টাকা দিয়ে বাড়িতে পিউরিফায়ার বসিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই খরচেই তো শেষ নয়। নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে। বাড়ির কলে আসা জলে দুর্গন্ধ পেয়েছি। তাই স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা বলেছিল, পিউরিফায়ার বসাতেই হবে।' এদিকে, বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া ২০ লিটারের জলের জার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ জারের গায়ে পরিশোধনকারী সংস্থার নাম, প্ল্যান্টের অবস্থান, লাইসেন্স ও ব্যাচ নম্বরের মতো প্রয়োজনীয় তথ্য চোখে পড়ে না। ফলে 'পরিশ্রুত' জল কোথা থেকে আসছে, কীভাবে পরিশোধন করা হচ্ছে, মান কতটা নিরাপদ ইত্যাদি নিয়ে সংশয় তো থেকেই যায়। জারের জন্য টাকা খরচ করলেও ক্রেতারা সবসময় প্রস্তুতকারী সংস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারছেন না। ফলে যে জল কিনে পান করছেন, তার নিরাপত্তা নিয়েও নিশ্চিত হতে পারছেন না।

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের আইনজীবী মণীশ বারি বলেন, 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমতিপত্র, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক। অথচ, আমাদের শহরে যেগুলি ৩০-৩৫-৪০ টাকায় বিকোচ্ছে, তার কোনওটিতেই এধরনের লেবেল চোখে পড়ে না।'

শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জলের সংকট মেটাতে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। সেই কাজের অগ্রগতি জানতে শুক্রবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রকল্পের কাজের দ্রুত অগ্রগতির জন্য কমিশনারের তরফে ফান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। একদিকে নিয়মিত জল সরবরাহের অভাব, অন্যদিকে জলের মান নিয়ে সংশয়-দুইয়ের মাঝে পড়ে বাড়তি খরচের বোঝা বইতে হচ্ছে উত্তরের একমাত্র পুরনিগম এলাকার বাসিন্দাদের। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক আধিকারিক। এই মুহূর্তে আশ্বাসের বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় দেখছেন না শহরবাসী।

## খুব শীঘ্রই জন্ম শংসাপত্র মেলার আশ্বাস

**দিনহাটা, ২৭ নভেম্বর :** গত ৮ সেপ্টেম্বর দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটামারির বাসিন্দা আবদুল হাবিবের স্ত্রী দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এরপর জন্ম শংসাপত্র নিতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গেলে তাঁদের রেসিডেন্সিয়াল শংসাপত্র আনতে বলা হয়। কিন্তু স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল অফিস থেকে ব্লক অফিস এবং বিধায়কের দপ্তরে গিয়েও সেই কাগজ মেলেনি। ফলস্বরূপ মেলেনি মেয়ের জন্ম শংসাপত্রও।

এ নিয়ে খবর বেরোতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বৃহস্পতিবারই আবদুল হাবিবের হাতে দেওয়া হয় রেসিডেন্সিয়াল শংসাপত্র। শুক্রবার সেই শংসাপত্র সহ অন্যান্য কাগজ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন আবদুল হাবিব। যার রিসিভড কপিও তাঁকে দেওয়া হয়। আবদুল বলেন, 'সাত-আট দিনের মধ্যে জন্ম শংসাপত্র পেয়ে যাব বলে জানানো হয়েছে। এতদিন পর শংসাপত্র পাব ভেবে ভালো লাগছে। তবে বাবা হিসেবে আর কাউকে যাতে এভাবে হয়রানি না হতে হয়, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত। বিশেষ করে যাঁদের এসআইআর-এ নাম রয়েছে, তাঁদের যাতে এভাবে হয়রানির শিকার হতে না হয়, সেই বিষয়টি দেখা উচিত।'

আবদুল হাবিবকে আইনি সহায়তা দেওয়া অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস নামে সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাইদুল মিয়াঁর কথায়, 'আমরা যখনই এই খবর পাই, তখনই আইনি সহযোগিতার জন্য আইনজীবীদের বিশেষ টিম তৈরি করি। অবশেষে আবদুল হাবিব মেয়ের জন্ম শংসাপত্র হাতে পেতে চলায় আমাদের লড়াই সার্থক হল।' তবে সাইদুলের কথায়, 'অনেকেই



*জন্ম শংসাপত্র আবেদনের পর মহকুমা হাসপাতালে আবদুল।*

রয়েছেন, যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম বিচারাধীন রয়েছে। তাঁদের যদি পরিবারে সকলের বৈধ কাগজ থাকে, তাহলে প্রশাসনের দ্রুত প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দেওয়া প্রয়োজন।' দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, 'আবদুল হাবিব জন্ম শংসাপত্রের জন্য কাগজ জমা করেছেন। খুব শীঘ্রই তিনি মেয়ের জন্ম শংসাপত্র পেয়ে যাবেন।'

## কড়া হাইকোর্ট

*প্রথম পাতার পর*

এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দেন বিচারপতি।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সিএমওএইচ-কে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে চিকিৎসক পাঠাতে হবে। তারজন্য নির্দিষ্ট দিন ও সময় উল্লেখ করে একটি স্থায়ী সাপ্তাহিক রোস্টার তৈরি করতে হবে। নির্ধারিত চিকিৎসক কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে বিকল্প চিকিৎসক পাঠিয়ে পরিষেবা সচল রাখতে হবে। প্রতিটি বন্দির জন্য আলাদা 'হেলথ রেকর্ড' বা স্বাস্থ্য নথি রাখতে হবে, যেখানে পরীক্ষার তারিখ, রোগের লক্ষণ ও প্রেসক্রিপশন লিখে চিকিৎসককে স্বাক্ষর ও পদমর্যাদা উল্লেখ করতে হবে। এই নথি সুপারের হেপাজতে থাকবে এবং আদালত বা কর্তৃপক্ষ চাইলে তা পেশ করতে হবে। এছাড়া, চিকিৎসক কখন এলেন, কতক্ষণ থাকলেন এবং কতজন বন্দিকে দেখলেন, তার আলাদা রেজিস্টার রাখতে হবে সুপারকে। কোনও বন্দির জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরবর্তী নির্ধারিত দিনের জন্য অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন চিকিৎসক কোন দিন এবং কত সময়ে সংশোধনাগারে যাবেন, তা আগে থেকে জানাতে হবে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। একই ব্যবস্থা রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমার সংশোধনাগারেও কার্যকর করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে আদালত। এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার যুক্তিতে জামিন চেয়েছিলেন অভিযুক্ত। সার্কিট বেঞ্চের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটার অভ্রজ্যোতি দাস বলেন, 'অভিযুক্তের কাছ থেকে বাণিজ্যিক পরিমাণে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে এবং শুধুমাত্র এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কারণে এনডিপিএস আইনের ৩৭ নম্বর ধারার কড়া শর্ত শিথিল করে জামিন দেওয়া যায় না। রাজ্যের এই যুক্তিতে সায় দিয়ে বিচারপতি অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন এবং নিম্ন আদালতকে দ্রুত চার্জ গঠন ও সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

## দুই ট্রেন

**জলপাইগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** কয়েক মাস বন্ধের পর ফের হলদিবাড়ি থেকে বালুরঘাট (১৫৪৬৩/১৫৪৬৪) এবং বামনহাট (১৫৪৬৮/১৫৪৬৭) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দুটি চালু হচ্ছে শনিবার থেকে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁও সদর অফিসের সিপিটিএম বিভাগের আধিকারিক এমকে পেগু শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন।

## উন্মুক্ত ১০ নম্বর টানেল

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** সেবক ও রংপোর মধ্যে দ্রুত ট্রেন চলাচলের আশা জাগিয়ে শুক্রবার ব্রেক থ্রু হল ১০ নম্বর টানেলের। অর্থাৎ, উন্মুক্ত হল টানেল বা সুড়ঙ্গটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আশিস বনসলের উপস্থিতিতে এই সাফল্য অর্জন করল প্রকল্পটির নির্মাণ সংস্থা ইরকন। ১০ নম্বর টানেল উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের সমস্ত টানেলের ব্রেক থ্রু শেষ হল। ফলে এখন সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত লাইন পাতার ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা বা বাধা থাকল না। প্রকল্পে থাকা ১৪টি টানেলের মধ্যে ১০ নম্বর টানেলটি সবচেয়ে বড়, যা দৈর্ঘ্যে ৫.৩ কিলোমিটার। এই টানেলটি উন্মুক্ত হওয়ায় সব মিলিয়ে ৩৮.৬৪৬ কিলোমিটার টানেলের কাজ শেষ হল। ইরকন সূত্রে খবর, প্রায় ৪৪ কিলোমিটার প্রকল্পের কিছু অংশে কয়েকদিন ধরেই লাইন পাতার পাশাপাশি বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে। বাকি অংশে লাইন পাতা সহ তিস্তাবাজার সংলগ্ন সেতুটির কাজও দ্রুত শেষ করা হবে। ইরকনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিং বলেন, '১০ নম্বর টানেলটির ব্রেক থ্রু যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের ছিল। কিন্তু দলগতভাবে কাজ করায় কোনও সমস্যা হয়নি। আশা করছি, আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করে ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে।' উল্লেখ্য, এই পথে ট্রেন চললে ভারতীয় রেল মানচিত্রে প্রবেশ ঘটবে সিকিমের।

## অগ্নিকাণ্ড

**চোপড়া, ২৭ নভেম্বর :** শুক্রবার সকালে সোনাপুর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ইনভার্টারে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অফিস খোলার আগেই আগুনের শিখা ও ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে সিঁড়ির নীচে থাকা ইনভার্টারে আগুন লাগে। আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কাগজপত্র পুড়ে যায়। আগুন কার্যালয়ের ভিতরে ছড়ানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে আসায় বড়সড়ো বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

## স্মারকলিপি

**শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হরি ওম ঘাটের সম্পাদক সহ এক সদস্যকে মারধরে নাম জড়িয়েছিল সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো সহ তাঁর বাবা ও সঙ্গীদের। অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় শুক্রবার শিলিগুড়ি থানায় স্মারকলিপি দিলেন হরি ওম ঘাটের সদস্যরা। কমিটির সম্পাদক দুর্গানন্দ মিশ্র বলেন, 'আমরা প্রাণ নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছি।' যদিও পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

## অনাস্থা ঘিরে উত্তপ্ত

**চোপড়া, ২৭ নভেম্বর :** অনাস্থার সই যাচাই ঘিরে শুক্রবার উত্তপ্ত হয় চোপড়া বিডিও অফিস চত্বর। গেটের বাইরে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত সদস্যের নথি ভেবে এক ছাত্রীর হাত থেকে ফাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও সামনে আসে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। দুজনকে আটক করা হয়। সদস্যরা সময়ে পৌঁছাতে না পারায় যাচাই প্রক্রিয়া বাতিল হয়।

তৃণমূল পরিচালিত চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান ও উপপ্রধান পিংকি সরকার হালদারের বিরুদ্ধে ২৩ নভেম্বর ব্লক প্রশাসনের কাছে অনাস্থার আবেদন জমা দেন একাংশ সদস্য। ৩০ সদস্যের পঞ্চায়েতে ১৭ জন তাতে সই করেন। ২৫ নভেম্বরের নোটিশে শুক্রবার দুপুর ১২টায় বিডিও অফিসে হাজির হয়ে সই যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সদস্যদের অভিযোগ, পথে প্রধানের অনুগামীরা বাধা দেন। গেটের বাইরে বহিরাগতদের জড়ো করা হয়েছিল বলেও তাঁদের দাবি। দেরিতে পৌঁছানোয় নির্ধারিত সময়ে যাচাই শুরু হয়নি। দিনভর অফিসে থাকার পর বিকেলে বেরোন সদস্যরা। বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে সদস্যরা উপস্থিত না হওয়ায় এদিন সই যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি।' অনাস্থার পক্ষে থাকা সদস্য মুস্তাক আলম বলেন, 'যাঁরা অনাস্থার ব্যাপারে মুখ খুলছেন, তাঁদের একাংশকে দুষ্কৃতীদের দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। অনাস্থাকারীদের একাংশের দাবি, বিজেপির একটি গোষ্ঠী প্রধানকে মদত দিচ্ছে। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদের দাবি, 'এদিন কিছু দুষ্কৃতী গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে। তারা আমাদের দলের কেউ নয়।' প্রধান জিয়ারুল রহমানও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁর পালটা অভিযোগ, 'কয়েকজন সদস্য অন্যদের ভয় দেখিয়ে নিজেদের দল ভারী করার চেষ্টা করছেন।' সূত্রের খবর, প্রধান সহ শাসকদলের একাংশ সদস্য ইতিমধ্যেই এনসিপিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তবে প্রধান মানতে চাননি।

## ফের বন্ধ

*প্রথম পাতার পর*

হওয়া ওই পোর্টালটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। পরিবর্তে নতুন একটি পোর্টাল চালু করা হবে। তবে ওই পোর্টালটি চালু হতে এখনও খানিকটা সময় লাগবে। পুরকর্তাদের দাবি, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে নতুন ওই পোর্টালটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে জন্ম-মৃত্যু বিভাগের কর্মীদের এক দফা প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও সেরে নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, নয়া পোর্টাল কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই পুরোনো পোর্টালটি বন্ধ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শংসাপত্র হাতে পাওয়ার আশায় পুরনিগমে গিয়েও সকলেই খালি হাতে ফিরছেন। শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা রিতা রায়ও এদিন হতাশ হয়েই ফিরলেন। তিনি বলেন, 'আগেও দু'দিন এসে ঘুরে গিয়েছিলাম। তখনও পোর্টাল বন্ধ ছিল। এদিনও শুনছি পোর্টাল বন্ধ। বারবার এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমরা হয়রানির শিকার হচ্ছি। পুর কর্তৃপক্ষের এ বিষয়গুলি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন। কোনও সমস্যা থাকলে আগাম তা জানিয়ে দেওয়া হলে আমাদের হয়রানির শিকার হতে হয় না।'

## পদ খারিজ

*প্রথম পাতার পর*

তবে সরকার ও অধ্যক্ষের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জিতলেও বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে সাংবিধানিক নৈতিকতার দায় এড়াতে পারবে না বিজেপি। মমতাপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'বালিশ চাটার বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে গিয়েছে। স্পিকার নিরপেক্ষ হলে চাটন কোনও অবস্থায় বিরোধী দলনেতা হত না।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। অধ্যক্ষ এবার নতুন করে চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, যাতে বিধানসভার ভিতরে বিরোধী দলশূন্য অবস্থা না থাকে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিরোধীকে নানাভাবে শাসকের অনুগত করার এই প্রচেষ্টা সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসক-বিরোধী ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে।' অন্যদিকে, দলের নাম, নির্বাচনি প্রতীক এবং দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মমতা ও ঋতব্রত শিবিরের আইনি লড়াই আরও জটিল হল। শুক্রবার দিল্লির নির্বাচন সদনে শুনানিতে বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল ঋতব্রত শিবিরের নতুন করে নথি ও হলফনামা জমা দেওয়ার আবেদন। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় নতুন নথি গ্রহণে আপত্তি জানায় মমতা শিবির। কমিশন ঋত শিবিরের কাছে জানতে চায়, আরও কত দিন সময় প্রয়োজন। ঋতব্রত শিবির তিন সপ্তাহ সময় চায়। কমিশন শেষপর্যন্ত দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে।

# আসন বৃদ্ধি, সায় কেন্দ্রের

*প্রথম পাতার পর*

লোকসভায় তামিলনাড়ুর ৭.১৮ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব কোনওভাবেই কমতে দেওয়া যাবে না।

নতুন প্রস্তাবে সেই উদ্বেগের জায়গাটি বিবেচনায় আসায় ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে ডিএমকে-র অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এনসিপিও (শারদ পাওয়ার) আনুষ্ঠানিকভাবে আসন পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে। দলের নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ শুক্রবার মুম্বইয়ে শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার পর বলেন, সংবিধানের বিধান অনুযায়ী আসন পুনর্বিন্যাস হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রিয়া সুলে এবং দলীয় সাংসদরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দল এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে।

তবে বিলের খসড়া হাতে না পাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত অবস্থান নিতে নারাজ 'ইন্ডিয়া' জোটের বহু শরিক। মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা না করলেও আসন পুনর্বিন্যাসকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের আশঙ্কা, মহিলা সংরক্ষণের আড়ালে দেশের লোকসভা ও বিধানসভার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সামগ্রিক কাঠামো বদলে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। বিরোধীদের বক্তব্য, বিলের বিষয়বস্তু এবং রাজ্যগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত কি না, তা খতিয়ে দেখেই সমর্থন বা বিরোধিতা করা হবে।

শনিবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বৈঠকে বসবেন 'ইন্ডিয়া' জোটের ফ্লোর লিডাররা। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিলের মোকাবিলায় বিরোধীদের যৌথ কৌশল নিয়েই আলোচনা হবে। শুক্রবার সোনিয়া গান্ধির বাসভবনে কংগ্রেসের সংসদীয় কৌশল নির্ধারণ কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে রাহুল গান্ধি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট। কংগ্রেসের হাতে সংখ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, আমরা ডিলিমিটেশন বিলের সর্বাত্মক বিরোধিতা করব। বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে ডিলিমিটেশন বিলটি পুনরায় আনতে চাইছে।' বৈঠকের পর দলের আরেক নেতা গৌরব গগৈ বলেন, 'আমরা গোড়া থেকে বলে আসছি, লোকসভার বর্তমান আসনসংখ্যা বজায় রাখা উচিত। এই আসনসংখ্যার ভিত্তিতেই ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ করা উচিত। লোকসভায় বিভিন্ন রাজ্যের আনুপাতিক হার আগামী ২৫ বছর বজায় রাখা উচিত।' দলের সমস্ত সাংসদকে আগামী রবিবার সকাল ১০টার মধ্যে দিল্লিতে উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ জারি করেছে কংগ্রেস।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। রাহুলকে মমতা জানিয়েছেন, যে পরিস্থিতিই তৈরি হোক না কেন, বিরোধী জোটের পাশে থাকবে তৃণমূল। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের স

# নভেম্বর মাসের বিষয় : ট্রাভেল ফোটোগ্রাফি

## কাজিরাঙ্গা, অসম



**প্রথম : কুণাল চক্রবর্তী**
(আলিপুরদুয়ার জংশন, আলিপুরদুয়ার) ক্যানন ইওএস ৭ডি মার্ক২

## নুবরা ভ্যালি, লাদাখ



**দ্বিতীয় : দুর্জয় রায়**
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক৪

## মানস, অসম



**তৃতীয় : ডঃ সৌমেন সরকার**
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ৯০ডি

## কন্যাম, নেপাল



**চতুর্থ : গৌরব বিশ্বাস**
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

## কাটরা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ



**পঞ্চম : পার্থ চক্রবর্তী**
(ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৭৫০

## জোজিলা পাস, জম্মু-কাশ্মীর

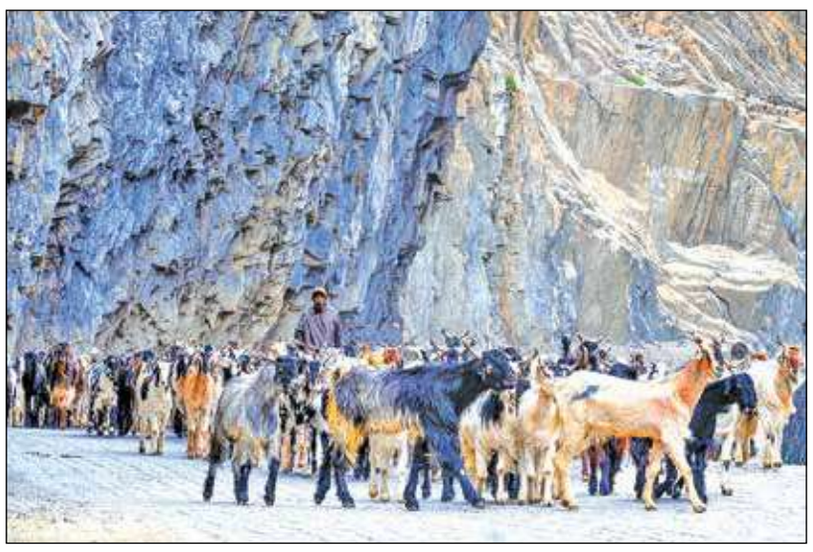

**ষষ্ঠ : মমি জোয়ারদার**
(রথখোলা, শিলিগুড়ি) সোনি আলফা ৭সি

## অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ



**সপ্তম : কৌশিক দাম**
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫-২

## গোপালধারা টি এস্টেট, মিরিক



**অষ্টম : প্রবাল সরকার**
(মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার) রিয়েলমি নারজো ৭০ প্রো

## রকি বিচ, পণ্ডিচেরি



**নবম : ডঃ উদয়ন মজুমদার**
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) সোনি এ৬৭০০

চিত্র বিচিত্র

## আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

### আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

ঋতুপর্ণা ধর, কোহিনুর কর, ঋত্বিকা কর, রাসেল সরকার, অভিমন্যু দাস, মৌমি সাহা, রোহিত দে, ডঃ পার্থ কুণ্ডু পোদ্দার, ইন্দ্রাণী সিং রায়, সঞ্জীব সরকার, কিশোর মজুমদার, শ্বেতা মহন্ত, চন্দ্রাণী সরকার, পারিজাত সিং রায়, অমিতাভ সাহা, সাত্যকি চক্রবর্তী, শুভাশিস রায় চৌধুরী, শান্তনু বিশ্বাস, সুমন চক্রবর্তী, প্রত্যয় রায়, ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণেন্দু আচার্য, জয়ন্ত থোকদার, অভিরূপ ভট্টাচার্য, মধুমিতা দাস, ডঃ সুশান্তকুমার দাস, অর্যমা দাস, মুগ্ধ আদিত্য, অর্পিতা গুহ মজুমদার, শাশ্বত দেব, সুচিস্মিতা সমাদ্দার, সাথী ঘোষ, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর আদিত্য, প্রমিত দাস, ইন্দ্রজিৎ সরকার, তাপস ভৌমিক, অভিজিৎ পাল ও অমিত দাস।

## সার পাস, হিমাচলপ্রদেশ



**দশম : সৌম্যকমল গুহ**
(স্কুলপাড়া, কালিয়াগঞ্জ) নিকন ডি৫৩০০

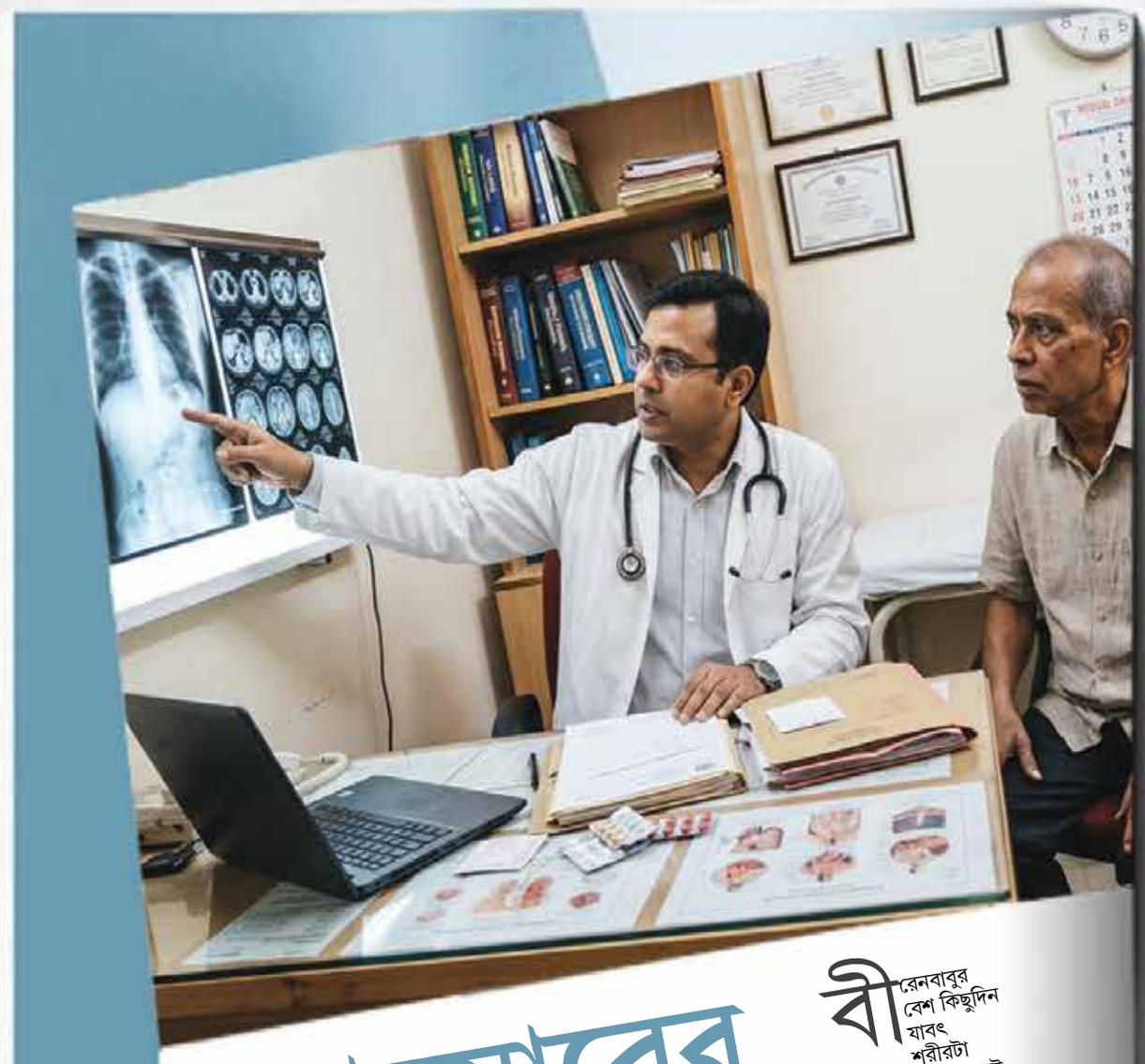

# ক্যানসারের ছদ্মবেশে বিরল অসুখ



ক্যানসারের মতো দেখতে হলেও সব অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ড ক্যানসার নয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার এক অদ্ভুত গোলমালেও আক্রান্ত হতে পারে একাধিক অঙ্গ। লিখেছেন কলকাতার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি ও রিউমাটোলজির কনসালট্যান্ট রিউমাটোলজিস্ট ও অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর ডাঃ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়।

বীরেনবাবুর বেশ কিছুদিন যাবৎ শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। পেটে কেমন একটা ব্যথা, সারাক্ষণ অস্বস্তি আর জ্বালাপোড়া। গত সপ্তাহেই ছিল তাঁর ৬০ বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই আনন্দের পার্টিটাও ঠিকমতো উপভোগ করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবছেন, ষাটের গণ্ডি পেরোতেই কি শরীরে কোনও বড় অসুখ বাসা বাঁধল? আজকাল যে হারে ক্যানসার বাড়ছে, তাতে ভয় পাওয়ার কারণও তো কম নেই!

দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন। পেটের সিটিস্ক্যান হল। রিপোর্টে দেখা গেল, অগ্ন্যাশয়ের (প্যানক্রিয়াস) মাথার দিকে একটি বড় মাংসপিণ্ডের মতো অংশ বা Mass। চিকিৎসকের মনে প্রথমেই যে আশঙ্কা তৈরি হল, তা হল অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার (প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার)। এ তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা! কিন্তু আরও কিছু পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন এবং বায়োপসির পর জানা গেল, এটি ক্যানসার নয়। রোগটির নাম IgG4-Related Disease (IgG4-RD)। ক্যানসার নয় জেনে যেমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তেমনই এমন অচেনা রোগের নাম শুনে কিছুটা ভয়ও পেলেন বীরেনবাবু।

## IgG4 কী এবং কেন হয়

IgG4-Related Disease একটি বিরল ইমিউন-মেডিয়েটেড বা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত রোগ। এতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রদাহকারী কোষ, বিশেষ করে IgG4-পজিটিভ প্লাজমা সেল জমা হতে থাকে। এরফলে অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন ও কাজ ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সেখানে ফাইব্রোসিস বা টিস্যু শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়।

আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অ্যান্টিবডি, যা জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। IgG এমনই একটি অ্যান্টিবডির শ্রেণি। এর চারটি উপশ্রেণির মধ্যে IgG4 একটি।

এই রোগে IgG4-এর ভূমিকা থাকলেও শুধু রক্তে IgG4-এর মাত্রা বেড়ে গেলেই রোগটি হয়েছে বলা যায় না। আবার রোগ থাকলেও কারও কারও রক্তে IgG4 স্বাভাবিক থাকতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য উপসর্গ, রক্তপরীক্ষা, সিটি বা এমআরআই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বায়োপসির রিপোর্ট একসঙ্গে বিচার করতে হয়।

## কোন কোন অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে

এই রোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, শরীরের একাধিক অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে। অনেক সময় একাধিক অঙ্গে একসঙ্গে অথবা বিভিন্ন সময়ে রোগের প্রকাশ ঘটে।

**অগ্ন্যাশয় :** এখানে প্রদাহ হলে তাকে অটোইমিউন প্যানক্রিয়াটাইটিস বলা হয়। এতে পেটের ব্যথা, জন্ডিস, ওজন কমে যাওয়া, এমনকি ডায়াবিটিসও হতে পারে। অনেক সময় সিটিস্ক্যানে ক্যানসারের মতো Mass দেখা যায়।

**লালা ও অশ্রুগ্রন্থি :** চোখের নীচে বা চোয়ালের দু'পাশে ব্যথাহীন ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। মুখ শুকিয়ে যাওয়া, চোখ শুকিয়ে যাওয়া বা চোখে অস্বস্তি হতে পারে।

**চোখ ও চোখের চারপাশ :** চোখের পিছনে প্রদাহ বা টিস্যু জমে চোখ সামনের দিকে বেরিয়ে আসা, চোখ নাড়াতে অসুবিধা কিংবা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা হতে পারে।

**কিডনি :** কিডনির টিস্যুতে প্রদাহের ফলে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। অনেক সময় কোনও স্পষ্ট উপসর্গ না থাকলেও রক্ত পরীক্ষায় কিডনির সমস্যার ইঙ্গিত মেলে।

**ফুসফুস :** কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে অস্বস্তি কিংবা ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের ছায়া বা গিঁট দেখা যেতে পারে।

**পিত্তনালি ও যকৃৎ :** পিত্তনালিতে প্রদাহ ও সংকোচন তৈরি হলে জন্ডিস, গা চুলকানো এবং লিভারের পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

**পেটের পিছনের অংশ ও রক্তনালি:** রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস নামে একটি অবস্থা তৈরি হতে পারে। এতে পেটের পিছনের টিস্যু শক্ত হয়ে মূত্রনালিকে চেপে রাখতে পারে। ফলে কিডনিতে প্রস্রাব জমে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। কখনও মহাধমনীও আক্রান্ত হয়।

এছাড়া থাইরয়েড, মস্তিষ্কের আবরণ, লিম্ফ নোড এবং অন্যান্য অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

## কখন সন্দেহ করবেন

**রোগের উপসর্গ নির্ভর করে কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ওপর। যেমন—**

- অকারণে মুখ বা চোয়ালের দু'পাশ ফুলে যাওয়া
- চোখের চারপাশে ফোলা বা দৃষ্টির সমস্যা
- দীর্ঘদিন পেটের ব্যথা বা জন্ডিস
- অকারণে ওজন কমে যাওয়া
- দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা শ্বাসকষ্ট
- কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া
- পেট বা শরীরের অন্য কোথাও টিউমারের মতো গিঁট দেখা দেওয়া

বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক অঙ্গে এমন অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে এই রোগটির কথা মনে রাখা জরুরি।

## চিকিৎসা কি সম্ভব

সবচেয়ে আশার কথা, IgG4-Related Disease চিকিৎসাযোগ্য একটি রোগ। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত পরিবর্তন চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। কর্টিকোস্টেরয়েড সাধারণত চিকিৎসার প্রথম সারিতে থাকে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন বিভিন্ন ডিজিজ-মডিফায়িং অ্যান্টিরিউমাটিক ড্রাগস (DMARDs) এবং বায়োলজিক্যাল এজেন্ট-এর মতো বি-সেল-টার্গেটেড চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সুযোগ তৈরি হয়েছে। রোগের প্রকৃতি,



আক্রান্ত অঙ্গ এবং পুনরায় রোগ ফিরে আসার ঝুঁকি বিবেচনা করে চিকিৎসা নির্ধারণ করা হয়।

তবে রোগটি কখনো-কখনো পুনরায় ফিরে আসতে পারে। দীর্ঘদিনের ফাইব্রোসিস বা অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি সবসময় সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। তাই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সময়মতো চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সচেতনতা, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক চিকিৎসাই পারে এই বিরল রোগের জটিলতা থেকে একজন মানুষকে রক্ষা করতে।

## বিশেষ পরামর্শ

অগ্ন্যাশয় বা অন্য কোনও অঙ্গে Mass ধরা পড়লে নিজে থেকে ক্যানসার বা IgG4-RD বলে সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে যথাযথ মূল্যায়ন করান।

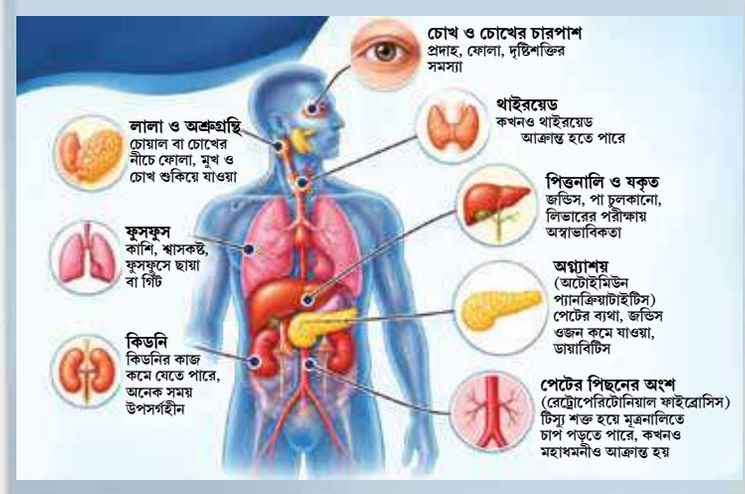


# দূষণ, আলস্যে অসময়ে হৃদরোগ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনে চোখ আর বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস— এই জোড়া ফলায় কম বয়সেই বাড়ছে হৃদরোগের প্রকোপ। দীর্ঘমেয়াদি দূষণের জেরে শরীরে জমে থাকা ক্ষত সারানোও সহজ নয়। বিপদ এড়িয়ে হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার পথ দেখালেন গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালের রোবোটিক এবং মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ নীতিনকুমার রাজপুত।





হৃদযন্ত্রের জটিল অসুখ একসময় প্রধানত বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ বছরের চিকিৎসা অভিজ্ঞতা বলছে, ইদানীং কম বয়সিদের মধ্যে করোনারি আটারি ডিজিজ সহ নানা হৃদরোগের প্রকোপ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাত্রার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বায়ু দূষণ নিঃশব্দে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করছে।

## অলস যাপন ও শৈশবের অভ্যাস

কম বয়সে হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ শারীরিক পরিশ্রমহীন অলস জীবনযাত্রা। আধুনিক কর্মক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে একটানা বসে কাজ করতে হয়। হাঁটাচলা বা শরীরচর্চার সুযোগ না থাকায় শরীরের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয় এবং কম বয়সেই ধমনীতে চর্বি জমে হৃদরোগের পথ তৈরি হয়। আরও চিন্তার বিষয়, এই অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের শুরুটা হচ্ছে শৈশব ও কৈশোর থেকেই। এখনকার শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা খোলা মাঠে খেলাধুলোর বদলে মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল যন্ত্রের পর্দায় দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়। ছোটবেলায় তৈরি হওয়া এই অলস অভ্যাস বড় হওয়ার পরেও থেকে যায়, যার মাশুল দিতে হয় তরুণ বয়সে হৃদরোগের শিকার হয়ে।

## দূষণের প্রভাব শুধু ফুসফুসে নয়

অনেকেই ভাবেন, বায়ু দূষণ থেকে শুধু



সর্দিকাশি বা হাঁপানির মতো ফুসফুসের অসুখই হয়। কিন্তু বিষাক্ত বাতাস সরাসরি হৃদযন্ত্র ও রক্ত সংবহন তন্ত্রের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। অলস জীবনযাত্রার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বায়ু দূষণ যুক্ত হলে বিপদ বহুগুণ বাড়ে। প্রতিদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নিলে বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণা শ্বাসযন্ত্রে ঢুকে রক্তপ্রবাহ ও হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। এটি নিয়মিত ধূমপানের মতোই ভয়াবহ। এমনিক দীর্ঘকাল দূষণে থাকার ফলে যাঁদের ফুসফুসে সমস্যা তৈরি হয়েছে, পরবর্তীকালে তাঁদের হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও অনেক জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

## শহর বদলালেই কি ক্ষত মোছে

রোগীদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, দূষিত শহর ছেড়ে পরিচ্ছন্ন বাতাসের শহরে চলে গেলেই এত বছরের জমে থাকা শারীরিক ক্ষতি পুরোপুরি মিটে যাবে। বাস্তবতা তা নয়। দীর্ঘ বছর দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার ফলে শরীরে যে ক্ষতি হয়, পরিবেশ বদলালেও তা সারতে দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন— দীর্ঘদিন ধূমপান ছাড়ার পর শরীর নিজেকে সারানোর চেষ্টা করলেও পুরোনো ক্ষত পূরণ হতে অনেক সময় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে দূষণজনিত ক্ষতি সারাজীবনেও পুরোপুরি পূর্বাবস্থায় ফেরে না। তবে দূষণের সংস্পর্শ কমালে শরীর অন্তত নতুন করে ক্ষতির মুখে পড়ে না। তাই শুরু থেকেই সাবধান হওয়া জরুরি।

## কাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি

আগে থেকে হৃদরোগ নেই এমন তরুণদের ক্ষেত্রে কেবল এক মরশুমের দূষণেই বড় কোনও হৃদরোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কম। কিন্তু বছরের পর বছর খারাপ বায়ুমানের এলাকায় থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষেরও হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের জটিল রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, যাঁদের আগে থেকেই হৃদরোগ বা ফুসফুসের অসুখ রয়েছে, তাঁদের জটিলতা দূষিত বাতাসে খুব দ্রুত মারাত্মক আকার নেয়। তাই দূষিত পরিবেশে বসবাসকারী প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সময় অন্তর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করানো জরুরি, যাতে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগ ধরা পড়ে।

## মোকাবিলার উপায়

নগরজীবনে বায়ু দূষণ পুরোপুরি এড়ানো অসম্ভব, তবে কিছু সতর্কতায় বিপদ কমানো যায়—

**এন৯৫ মাস্ক :** বাতাসের মান খুব খারাপ থাকলে বাইরে বেরোলে অবশ্যই এন৯৫ মাস্ক পরা উচিত। এটি বাতাসের ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণা ছেঁকে ফুসফুসে ঢুকতে বাধা দেয়।

**এয়ার পিউরিফায়ার :** ঘরের বাতাস নিরাপদ রাখতে শোয়ার ঘর বা বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন। জিম বা যে সমস্ত বদ্ধ ঘরে মানুষ দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা করেন বা সময় কাটান, সেখানেও এটি ব্যবহার করা উচিত।

জীবিকা ও কাজের তাগিদে দূষিত শহরে বসবাস করতে হলেও ব্যক্তিগত স্তরে সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। বাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা এবং যে সমস্ত জিমে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডিকেটর ও এয়ার পিউরিফায়ার রয়েছে সেখানে শরীরচর্চা করা নিরাপদ বিকল্প হতে পারে। তবে খোলা আকাশের নীচে শরীরচর্চা বা খেলাধুলো এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে মাস্ক বেঁধে ছোটাছুটি করা, খেলাধুলো করা বা ভারী ব্যায়াম করা সত্যিই বেশ কষ্টসাধ্য।

দূষিত শহরগুলিতে বায়ু দূষণ এখন আর সাময়িক সমস্যা নয়, বরং এক নিরবচ্ছিন্ন সংকট। এন৯৫ মাস্ক বা এয়ার পিউরিফায়ার শরীরে বিষাক্ত বাতাসের প্রবেশ কমালেও দীর্ঘমেয়াদে হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় সামগ্রিকভাবে বায়ু দূষণ কমানো জরুরি। সচেতন জীবনযাত্রা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করার সম্মিলিত উদ্যোগই আগামীদিনে হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখতে পারে।

# অ্যাকশন বদলেও উইকেটহীন বুমরাহ



*ভিন্ন অ্যাকশনে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং নিয়েই আপাতত চলছে চর্চা। শুক্রবার।*

**ক্রাইস্টচার্চ, ২৭ নভেম্বর :** চেনা জসপ্রীত বুমরাহর অচেনা অ্যাকশন!

বুকের সামনে দুই হাতে বল নিয়ে দৌড়ের চেনা অ্যাকশন উধাও। বদলে বোলিং রানআপে শুধু ডান হাতে বল! মাথার পজিশনও কিছুটা আলাদা। রাতারাতি যে বদল নিয়ে সকাল থেকেই চায়ের কাপে তুফান। কমেন্ট্রি বক্স থেকে সামাজিক মাধ্যম, দিনভর চর্চা।

আকাশ দীপের দাবি, নিশ্চয় মাথায় অন্যরকম কিছু আছে। নেটেও এভাবে প্র্যাকটিস করেছে বুমরাহ। যদিও এদিন পরিবর্তনের লাভ অন্তত মেলেনি। একাধিক স্পেলে এদিন ১৯ ওভার হাত ঘোরালেও উইকেটহীন! প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস ধরে সবমিলিয়ে ২৩২ বলে হাত খালি! ব্যাটারদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরাস্ত করলেন। ব্যাটের কানাও খুঁজে নিল। কিন্তু উইকেট আসেনি। হতাশা বাড়িয়ে দ্বিতীয় নতুন বলে খুঁজে পাওয়া যায়নি বুমরাহর 'খাড়ুশ' মেজাজ।

আকাশ অবশ্য লাঞ্চের পরই ধাক্কা দেন। অংশুল কম্বোজ ও অভিষেককারী গুরনুর ব্রারও উইকেট নেন। কিন্তু বুমরাহর 'ব্যর্থতা' ঢাকা যায়নি। ফলস্বরূপ, প্রথম দিনে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাতছাড়া ভারতের। ১১০/৪ থেকে দিনের শেষে হ্যাগলে ওভালের প্রাণবন্ত পিচে নিউজিল্যান্ড ২৪৬/৫। প্রথম টেস্টে জোড়া শূন্যের গেরো কাটিয়ে টম ল্যাথামের অর্ধশতরান, গ্লেন ফিলিপস-টম ব্লান্ডেলের যুগলবন্দিতে অ্যাডভান্টেজ কিউয়ি ব্রিগেড।

শুরুটা হয়েছিল গুরনুরের টেস্ট অভিষেক দিয়ে। বুমরাহ ক্যাপ তুলে দেন। সঙ্গে পরামর্শ, 'অনেক ঘাম ঝরিয়ে এই ক্যাপ অর্জন করেছো। এর মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করো।' প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় গুরনুর, প্রথম টেস্টের দলে একটাই পরিবর্তন। যার অর্থ, ফের রিজার্ভ বেঞ্চে মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

ওয়েলিংটনে সিরাজের বাদ পড়া নিয়ে বিতর্কের জল পৌঁছে গিয়েছিল রাজনৈতিক ময়দানেও। যদিও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এই টেস্টেও পিছু হটেননি গৌতম গম্ভীর-শুভমান গিলরা। ফলে, অভিষেকের পর প্রথমবার কোনও বিদেশ সফরে একটা টেস্ট না খেলেই ফিরতে হচ্ছে সিরাজকে। অপরদিকে 'রবীন্দ্র জাদেজাকে টেস্ট দলে আর দরকার নেই' সেই বার্তা আরও পরিষ্কার।

টসে জিতে বোলিং নেন শুভমান। গত টেস্টে প্রথম ওভারেই ল্যাথামকে আউট করেছিলেন বুমরাহ। এদিনের ছবিটা আলাদা। ভাগ্যের সাহায্যও পান ল্যাথাম-ডেভিন কনওয়েরা। প্রথম উইকেটের জন্য ২৬ ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা। যা এল অভিষেককারী গুরনুরের হাত ধরে।



*রাচিন রবীন্দ্রকে আউট করে উল্লাস আকাশ দীপের। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে।*

**ভরসা জোগাল আকাশের স্পেল**

ম্যাজিক বলের শিকার ল্যাথাম ও রাচিন। অংশুলের ঝোলায় নিকোলস। শুরুতে ফেরার কথা ড্যারিল মিচেলেরও (৯ রানের মাথায়)। কিন্তু বুমরাহর বাউন্সারে ওঠা ক্যাচ গ্লাভস বন্দি করতে পারেননি ঋষভ পন্থ। যার সদ্ব্যবহার করে পঞ্চম উইকেটে ব্লান্ডেলের সঙ্গে ৭৪ রান যোগ করে চাপ অনেকটা কাটিয়ে দেন মিচেল (৩১)। শেষপর্যন্ত মিচেলের রক্ষণ ভাঙে ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিনে।

শুধু মিচেলের ক্যাচই নয়, এদিন ভারতের ফিল্ডিং প্রত্যাশিত মানে পৌঁছোয়নি। প্রথম সেশনে আকাশের বলে স্লিপে ল্যাথামের ক্যাচ ফেলেন লোকেশ রাহুল। রান আউটের একাধিক সুযোগও হাতছাড়া। ফলে মাঝের সেশনে চাপ (৫৪ রান দিয়ে তিন উইকেট) তৈরি করলেও, তা আলগা হয়ে যায়। মিচেলের পর ফিলিপসকে (অপরাজিত ৩৬) আরও ৬২ রান যোগ করেন ব্লান্ডেল (অপরাজিত ৫৩)। দিনের শেষে কিউয়ি ব্রিগেড ২৪৬/৫।

ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনের স্কোরের (২৪৩/৫) চেয়ে তিন রান বেশি। সেদিন ৭০/৫ থেকে ম্যাচে ফিরেছিল নিউজিল্যান্ড। এদিন ১১০/৪ থেকে রাশ আলগা ভারতের। তবে দ্বিতীয় নতুন বলে সবে ৫ ওভার পুরোনো। শনিবার বুমরাহ ব্রিগেড যার সঠিক প্রয়োগ করতে পারলে ফের অঙ্কটা বদলে যাওয়ার সুযোগ। এখন দেখার ভারতীয় বোলাররা সেই সুযোগ তুলতে পারেন কিনা।

**স্কোরবোর্ড**

**নিউজিল্যান্ড (প্রথম ইনিংস) (প্রথম দিনের শেষে)**

| | |
|---|---|
| ল্যাথাম ক ঋষভ বো আকাশ | ৫৯ |
| কনওয়ে এলবিডব্লিউ বো গুরনুর | ৩১ |
| নিকোলস ক আকাশ বো অংশুল | ১৬ |
| রাচিন ক ঋষভ বো আকাশ | ০ |
| মিচেল ক জুরেল বো সুন্দর | ৩১ |
| ব্লান্ডেল অপরাজিত | ৫৩ |
| ফিলিপস অপরাজিত | ৩৬ |
| **অতিরিক্ত** | ২০ |
| **মোট (৫ উইকেট, ৮৫ ওভার)** | ২৪৬ |

**উইকেট পতন :** ৭৭/১, ১১০/২, ১১০/৩, ১১০/৪, ১৮৪/৫।

**বোলিং :** বুমরাহ ১৯-৪-৩৭-০, অংশুল ১৭-৫-৫৬-১, আকাশ ২১-৬-৫২-২, গুরনুর ১৯-৪-৫২-১, সুন্দর ৯-১-৩৬-১।

# আরও ভালো বোলিং উচিত ছিল : আকাশ

## 'বুমরাহর মাথায় নিশ্চয় অন্য কিছু রয়েছে'

**ক্রাইস্টচার্চ, ২৭ নভেম্বর :** প্রাণবন্ত উইকেট। বাউন্সের সঙ্গে প্রায় সারাদিন বল মুভ করেছে। যদিও হ্যাগলে ওভালের পেস-সহায়ক প্রথম দিনের যে পিচের পুরোদস্তুর ফায়দা নিতে ব্যর্থ ভারত। মাঝের সেশনে আকাশ দীপের দুরন্ত স্পেলটুকু সরিয়ে রাখলে, বোলিং নিয়ে হতাশা আড়াল করা যাচ্ছে না।

দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দিনের সেরা বোলার আকাশ যা একপ্রকার মেনেও নিচ্ছেন। বাংলার রনজি ট্রফি দলের তারকা স্পিডস্টার রাখঢাক না করেই বলে দিলেন, প্রথম দিনে বোলিং পারফরমেন্স খারাপ নয়। তবে আরও ভালো করা দরকার ছিল। আরও উন্নতির প্রয়োজন।

মাঝের সেশনে আকাশ-অংশুল কম্বোজের দৌলতে পরপর তিন উইকেট আসে। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছে প্রথম সেশন। ২৬ ওভার অপেক্ষার পর একেবারে লাঞ্চের ঠিক আগের বলে উইকেট। আকাশের যুক্তি, 'প্রথম সেশনে কিছুটা আর্দ্র ভাব ছিল। বল ঠিকঠাক ব্যাটে পৌঁছাচ্ছিল না। ফলে খোঁচাগুলি স্লিপ ফিল্ডারের হাত পর্যন্ত যাচ্ছিল না। শুরুতে সুইং পেলেও এই কারণে যার সুবিধা মেলেনি। মাঝের সেশনে অবশ্য আমরা ধৈর্য দেখিয়েছি। যার ফল তিন উইকেট।'

আকাশ আরও বলেছেন, 'প্রথম দিনে পিচ থেকে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পায়। আমরাও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি সেই সুবিধা কাজে লাগানোর। লক্ষ্য ছিল ব্যাটারদের যত বেশি সম্ভব বল খেলানোর। একটা সময় ৮০-৯০ শতাংশ বল খেলতে বাধ্য হয়েছে ওরা। কিন্তু সারাদিনে একইভাবে বল করা কঠিন পেসারদের পক্ষে। লাইন-লেংথে কিছুটা এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

৭৭/০ থেকে একসময় ১১০/৪। ১১০ রানে পরপর তিন উইকেট তুলে নেন আকাশ, কম্বোজ। চাপানে ১৩১/৪। কিন্তু অন্তিম সেশনে রাশ আলগা করার কাহিনী। যা নিয়ে আকাশের সাফাই, 'বল একটু পুরোনো হলে ব্যাটিং সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বোলারদের। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রান আটকানোর পাশাপাশি চাপ তৈরি করতে হবে। এই ভারসাম্য রাখাটা জরুরি। কাল সেটাই লক্ষ্য থাকবে।'

এদিনের পিচ নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথম টেস্টের কথা টেনে আনেন। আকাশের কথায়, ওয়েলিংটনেও সবুজ পিচ ছিল। কিন্তু তারপর পাটা উইকেট ছিল! পিচে এত ঘাসের পরও কীভাবে পাটা উইকেট হয়, অবাক করেছিল। তুলনায় ক্রাইস্টচার্চে ভালো উইকেট। আশাবাদী, ম্যাচ যত গড়াবে পিচ থেকে সাহায্য পাবে বোলাররা। ওয়েলিংটন টেস্টের মতো ব্যাটিং স্বর্গ হবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে সামলাতে হয় জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং অ্যাকশন পরিবর্তন নিয়ে একাধিক বাউন্সারও। রহস্যভেদের রাস্তায় হাঁটেননি। আকাশের মতে, নেটে নতুন অ্যাকশনে বল করছে বুমরাহ। এদিন ম্যাচে তারই প্রতিফলন। বলেছেন, 'ওর নাম জসপ্রীত বুমরাহ। করছে যখন, তখন মাথায় কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। এই নিয়ে আমাদের কী বলার থাকতে পারে? আগেও এটা প্র্যাকটিস করেছে। প্র্যাকটিস ম্যাচেও এভাবে বল করেছে।'


*গুরনুর ব্রারের হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চে।*

## একান্ত সাক্ষাৎকারে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী

# 'বৈভবের মতো ব্যাটিং শুধু ভিডিও গেমেই হয়'

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** তাঁকে বলা হয় কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটিং স্তম্ভ।

তাঁর প্রতিভা ও ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে সংশয়ের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু তারপরও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী এখনও তারকা হয়ে উঠতে পারেননি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারকা হওয়ার।

কথা বলার সময় দুষ্টুমিষ্টি একটা হাসি লেগেই থাকে অঙ্গকৃশের মুখে। সেই হাসিটাই আরও চওড়া হয়ে গেল শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে কেকেআরের নয়া উদ্যোগ 'নাইট প্লে পিকলবল' অনুষ্ঠানের আসরে। সতীর্থ সৌরভ দুবেকে সঙ্গে নিয়ে মিনিট দশেক পিকলবল খেললেন।

আর তারপর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ৫৩ বলে ২০৪ রানের ইনিংস নিয়ে প্রশ্ন করতেই বিস্ময়ের ঘোরে ঢুকে পড়লেন তিনি। বৈভবের ব্যাটিং তাণ্ডবের ঘোরের মধ্যেই বলে দিলেন, তিনি কখনই এমন ব্যাটিং করতে পারবেন না। ভিডিও গেমে এমন ব্যাটিং করা যায় বলে মনে করেন রঘুবংশী।

> আইপিএলের এখনও দেরি রয়েছে কয়েক মাস। কেকেআরের কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা হয়তো এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আপাতত আমি ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। মুম্বইয়ের হয়ে মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলছি। -অঙ্গকৃশ রঘুবংশী

### আসন্ন আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেট

আইপিএলের এখনও দেরি রয়েছে কয়েক মাস। কেকেআরের কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা হয়তো এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আপাতত আমি ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। মুম্বইয়ের হয়ে মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ খেলছি।

### মুস্তাকে ব্যাটে রান কম

রান কম কীভাবে বলছেন, জানি না। আমার শেষ তিন ম্যাচে দুইটি ৫০ আছে। তাছাড়া ক্রিকেটে সব ম্যাচে রান করা তো সম্ভব নয়।

### বিস্ময়ের নাম বৈভব

হ্যাঁ, বৈভব অদ্ভুত একটা ইনিংস খেলল সেদিন। ও দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতের হয়ে দারুণ পারফর্ম করছে। আমি নিশ্চিত, আগামীদিনেও এভাবেই এগিয়ে যাবে ও।

### ব্যাট লাইক বৈভব

(হোহো হাসি) বিশ্বাস করুন, এমন ব্যাটিং কেউ করতে পারবে না। কিন্তু বৈভব করে দেখিয়েছে। এমন ব্যাটিং ভিডিও গেমে হয় বলেই জানতাম। আমি পারব না ওর মতো ব্যাটিং করতে। আসলে ও ওর মতো খেলে। আমি আমার মতো খেলব। সেটাই তো হওয়া উচিত, তাই না।

### সেকেন্ড হোম কলকাতা

কলকাতায় খেলতে পছন্দ করি আমি। ইডেন গার্ডেন্সে খেলাটা বরাবরই স্পেশাল আমার কাছে। কলকাতাকে সেকেন্ড হোম বলেই মনে করি। আমি আমার কাজটা করে যাব যখন যে দলের হয়ে খেলব।

### কোচ অভিষেক নায়ার

অভিষেক স্যারের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করছি। অনেক কিছু শিখেছি ওঁর থেকে। তবে আইপিএলের এখনও সময় রয়েছে। আমি এখন মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছি। আপাতত সেদিকেই আমার ফোকাস রয়েছে।



*সতীর্থ সৌরভ দুবের সঙ্গে পিকলবলে মেতে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী।*

## টেস্ট দলেও জায়গা অনিশ্চিত

# বল বিকৃতি, এবার কাঠগড়ায় লায়োন

**মেলবোর্ন, ২৭ নভেম্বর :** নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে টেস্ট দলে জায়গা ধরে রাখা নিয়ে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অজি ক্রিকেটের অন্দরমহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ১৪৫টি টেস্ট খেলা নাথান লায়োনকে আর টানতে রাজি নন বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট। সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন তাঁরা। কিউয়ি সিরিজের প্রথম টেস্টেই হয়তো তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

টেস্ট কেরিয়ার নিয়ে টানাটানির এহেন পরিস্থিতির মাঝে শিরে সংক্রান্ত হিসেবে হাজির বল বিকৃতির অভিযোগ। স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির মাস ছয়েক পরও বল বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান টেস্টে সুইং আদায় করতে বলে মিন্ট (মিষ্টি লজেন্স জাতীয়) লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়। দাবি, পরিকল্পনাটি নাকি লায়োনের মাথা থেকেই এসেছিল! অস্ট্রেলিয়া দলের তৎকালীন অধিনায়ক টিম পেইন ও কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার শেষপর্যন্ত যা আটকে দেন।



কয়েকদিন আগে প্রকাশিত রিপোর্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টেও বল বিকৃতি করার অজি প্রয়াসের কথা সামনে আসে। তবে কোন ক্রিকেটার এই চেষ্টা করেছিলেন, নাম সরাসরি প্রকাশ্যে আসেনি। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত যে টেস্টের যে ঘটনা সামনে এনে সাংবাদিক জেরার্ড হোয়াইটলে বিতর্ক উসকে দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন, কে সেই ক্রিকেটার, যে বলে মিন্ট লাগানোর চেষ্টা করেছিল?

'কোড' স্পোর্টসের রিপোর্টে সেই প্রশ্নের জবাব অবশেষে সামনে এসেছে। দাবি, শেন ওয়ার্নের পর অস্ট্রেলিয়ার সফলতম স্পিনার লায়োনই (৫৭৭টি টেস্ট উইকেটের মালিক) সেই ব্যক্তি। 'কোড স্পোর্টস' জানিয়েছে, লায়োন উদ্যোগ নেন। কিন্তু অধিনায়ক-কোচের পাশাপাশি প্রবল বিরোধিতা করেন ট্রাভিস হেড। তবে রিপোর্টে পরিষ্কার নয়, মজার ছলে লায়োন এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন নাকি বল বিকৃতি করাই লক্ষ্য ছিল।

## আইএফএল থেকে নাম প্রত্যাহার মহমেডানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** আর্থিক দুর্দশায় জর্জরিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবের পারফরমেন্স তলানিতে। এই অবস্থায় ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (আইএফএল) থেকে নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত মহমেডানের। শুক্রবার ক্লাব কর্তারা সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। তারপরই এই সিদ্ধান্ত সাদা-কালো শিবিরের। ক্লাব সচিব ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, 'প্রায় ২০ কোটি টাকার দেনা। বিনিয়োগকারীর দেখা নেই। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে ম্যাচ খেলবে। তাই বাকি মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে দল না নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি ও ক্লাব সভাপতি মিলে এতদিন দল চালিয়েছি। বিনিয়োগকারী না পেলে দল চালানো সম্ভব নয়। আপাতত কলকাতা লিগ ও যুব উন্নয়নেই জোর দেব।' এদিকে, প্রাক্তন ক্লাব কর্তা কামারুদ্দিন বলেছেন, 'সমর্থকরা চেয়েছিল বলে আমরা ক্লাব ছেড়ে ছিলাম। এবার বাকিটা নতুন কমিটি দেখুক। এই বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করব না।'

## সহজ জয়ে সিরিজে এগোল ইংল্যান্ড

**ব্রিসবেন, ২৭ নভেম্বর :** টি২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শুক্রবার ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয় পেল ইংল্যান্ড। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। দলের ১১ রানের মাথায় আউট হন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। এরপর অজিদের কাজ কঠিন করে দেন ইংরেজ পেসার জেমি ওভারটন (১২/৫)। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (২২) ও স্যাম হার্পারের (২৬) চেষ্টায় খানিকটা ঘুরে দাঁড়ায় অস্ট্রেলিয়া। শেষ দিকে মিচেল ওয়েনের ১৭ রানের সৌজন্যে ১০৮ রানে পৌঁছায় তারা। ওভারটনকে সংগত করেন লিয়াম ডসন (১৬/৩)।

রানতাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং ইংল্যান্ডের। ২৪ রানে ফিল সল্টের উইকেট হারালেও আরেক ওপেনার আনেউরিন ডোনাল্ড ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। একপর্যায়ে ৩.৫ ওভারেই ৪৫ রানে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড। এরপর ইংল্যান্ডের স্কোর যখন ৮.৫ ওভারে ৯৩ সেই সময় বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়। তখন ফ্রিজে ছিলেন জর্ডন কক্স (৩৩) ও টম ব্যান্টন (১০)। শেষপর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় ডিএলএস পদ্ধতিতে। অজিদের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে এই জয়ের সুবাদে টি২০ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড।

# নীরজ দেশের অ্যাথলিটদের দিশা দিয়েছে : গুরিন্দারবীর

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** নীরজ চোপড়াই বদলে দিয়েছেন অ্যাথলিটদের মানসিকতা। মনে করেন গুরিন্দারবীর সিং।

দেশের দ্রুততম (১০.০৯) মানব আপাতত কলকাতায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কী এদেশের অ্যাথলিটদের মানসিকতার বদল হয়েছে নীরজ চোপড়াকে দেখে। একজন যদি পারে তখন অন্যদেরও মনে হয় যে ও পারলে আমরা নয় কেন? তাই বলতে পারেন এদেশের অ্যাথলিটকে সঠিক দিশা যদি কেউ দেখিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নীরজ। আর শুধু আমাদের দেশই কেন, জ্যাভলিনে তো এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই রাজত্ব করছে। ভারতেই সাত-আটজন আছে। মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকার প্রাচীরটা ভেঙে গেছে।' সদ্য আইচি-নাগোয়ায় হওয়া এশিয়ান গেমসে এবার অ্যাথলিটদের পারফরমেন্স সবথেকে ভালো। আগে শুটিং, বক্সিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টনের মতো খেলাগুলিতে ভারত ভালো করলেও অ্যাথলেটিক্সে ধারাবাহিকতা সেভাবে দেখাতে পারত না। কিন্তু এবার অ্যাথলিটরাই অন্য অনেক ইভেন্টের ব্যর্থতা ঢেকে দেন। তবে নিজের ইভেন্টে তিনি ব্যর্থ হন। ৪X১০০ মিটার মিক্সড রিলেতে ব্রোঞ্জ জিতলেও ১০০ মিটারের ফাইনালে উঠতে পারেননি। এই বিষয়ে জানতে চাইলে গুরিন্দারের জবাব, 'আপনি যখন এত বড় একটা গেমসে যান আর আপনার কাছে দেশের সব মানুষের চাহিদা থাকে তখন সেটা একটা চাপ তৈরি করে দেয়। যে চাপ নিয়ে পারফর্ম করা সহজ নয়। তখন অনেক ফ্যাক্টর কাজ করতে থাকে। যার মধ্যে এক শতাংশও ভুলচুক হয়ে গেলে পদক আসে না। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক ছিল না আমার। দেশের মানুষের এত প্রত্যাশা, আমি যদি না পারি সেটা পূরণ করতে? এই রকম একটা নেগেটিভ ভাবনাচিন্তা আমার মধ্যে চলে এসেছিল বলেই হয়তো হয়নি। কিন্তু পরের তিনদিন আর ওই ধরনের ভাবনা কাছে ঘেঁষতে দিইনি বলেই শেষপর্যন্ত রিলেতে পদক পেয়েছি।' আপাতত সামনে অনেকগুলো ইভেন্ট। এশিয়ান এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন। অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এশিয়ান গেমস থেকেই তো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ভুল শোধরাতে শোধরাতেই চলবে অলিম্পিকে যাওয়ার প্রস্তুতি।'

> আপনি যখন এত বড় একটা গেমসে যান আর আপনার কাছে দেশের সব মানুষের চাহিদা থাকে তখন সেটা একটা চাপ তৈরি করে দেয়। যে চাপ নিয়ে পারফর্ম করা সহজ নয়। তখন অনেক ফ্যাক্টর কাজ করতে থাকে। যার মধ্যে এক শতাংশও ভুলচুক হয়ে গেলে পদক আসে না।
> -গুরিন্দারবীর সিং


*কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে গুরিন্দারবীর সিং। শুক্রবার।*

### অংশ নেবেন জেবিজি ম্যারাথনে

বাবা কমলজিৎ সিং ছিলেন ভলিবল খেলোয়াড়। তিনিই আদর্শ গুরিন্দারের। এখনও ছেলের প্রতিদিনের রুটিনে কড়া নজর রাখেন। তবু কখনও রুটিন ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেলে আর পাঁচজন পাঞ্জাবীর মতো 'আলু কা পরাঠা'-ই তাঁর প্রিয়। কলকাতায় এলে বাকি সবার মতোই মিষ্টি টানে তাঁকে। এদেশের দ্রুততম মানব গুরিন্দারবীর আপাতত অবশ্য নিজের প্রস্তুতি ছেড়ে জেবিজি ম্যারাথনের জন্য কলকাতায়। ফ্ল্যাগ অফ অর্থাৎ ম্যারাথনের শুরু করাবেন তিনিই। আগামী রবিবার রেড রোডে তাঁর সঙ্গে অল্প কিছু রাস্তা দৌড়ানোর সৌভাগ্যও হতে পারে বাকি প্রতিযোগীদের। এদিন তিনি ছাড়াও একঝাঁক আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় অ্যাথলিট উপস্থিত ছিলেন মিলনমেলা প্রাঙ্গণে। এবারই প্রথম জেবিজিতে পূর্ণ ম্যারাথন হচ্ছে। মোট ১৫ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেবেন এই ম্যারাথনে।

# মুম্বইয়ের নেতৃত্বে ফিরলেন হিটম্যান

**মুম্বই, ২৭ নভেম্বর :** সরতে হয়েছিল কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে। মাথা নীচু করে।

ফিরলেন তিন বছর পর। মাথা উঁচু করে।

বাকি আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। গতকাল বিকেল ঠিক ৫.৪৫ মিনিটে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমাজমাধ্যমে এভাবেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর শুক্রবার বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মুম্বইয়ের তরফে ২০২৭ সালের আইপিএলে তাদের নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হল। প্রত্যাশিতভাবেই যাবতীয় জল্পনা শেষ করে দিয়ে মুম্বইয়ের নেতৃত্বে ফিরলেন সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, মুম্বই মোট পাঁচবার আইপিএল খেতাব জিতেছে। আর প্রতিবারই দলের অধিনায়ক ছিলেন হিটম্যান।

২০২৩ সালে গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে। রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে মুম্বইয়ের নেতা করা হয়েছিল। মুম্বই ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তে ক্রিকেটপ্রেমীরা যেমন বিরক্ত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই

**আইপিএল ২০২৭**

মুম্বই দলের অন্দরেও 'বিদ্রোহের' মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যার ফল পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরমেন্সে। হার্দিকের নেতৃত্বে খেতাব জেতা তো দূরের কথা, শেষ তিন বছরে মুম্বইয়ের সাফল্যের ভাঁড়ার শূন্য। শেষ আইপিএলে মুম্বই সবার শেষে শেষ করেছিল।

কিছুদিন আগে অধিনায়ক হার্দিককে ট্রেডে পাঞ্জাব কিংসের হাতে তুলে দেয় মুম্বই। বদলে অর্শদীপ সিংকে দলে নিয়েছে মুম্বই। হার্দিককে ছেড়ে দেওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ২০২৭ সালের আইপিএলে মুম্বই শিবিরে নতুন অধিনায়ক দেখা যাবে। নয়া নেতার দৌড়ে রোহিতের পাশে মাঝের সময়ে নাম শোনা গিয়েছিল সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহদেরও। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু হয়নি। আজ মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের নাম সরকারিভাবে ঘোষণার পর হিটম্যান তাঁর দলের সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'আমার জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ারের সঙ্গে প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা সবসময় আমার জন্য গর্বের। ফের সেই সুযোগ এসেছে। ২০তম আইপিএল মরশুমে মাঠে নামার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা শুরু করে দিয়েছি।'

নয়া অধিনায়কের নাম ঘোষণার জন্য আজ ঠিক বিকেল ৫.৪৫-এর সময় বেছে নিয়েছিল মুম্বই। এমন সময় বাছাইয়ের পিছনেও রয়েছে অভিনব কারণ। রোহিতের নেতৃত্বে মুম্বই মোট পাঁচবার আইপিএল খেতাব জিতেছে। তাই ৫। আর হিটম্যানের জার্সি নম্বর ৪৫। তাই বিকেল ৫.৪৫। মুম্বইয়ের তরফে নয়া অধিনায়কের নাম ঘোষণার মাহেন্দ্রক্ষণের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, 'রোহিতের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থাই করেছি আমরা।' উল্লেখ্য, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নয়া অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের নাম ঘোষণার পর সমাজমাধ্যমে দলের ফের খেতাব জয় নিয়েও স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে।

> আমার জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ারের সঙ্গে প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুর্দান্ত একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা সবসময় আমার জন্য গর্বের। ফের সেই সুযোগ এসেছে। ২০তম আইপিএল মরশুমে মাঠে নামার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা শুরু করে দিয়েছি।
> -রোহিত শর্মা



*রোহিত শর্মা অধিনায়ক হওয়ার পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে এই ছবি পোস্ট করা হল।*

## 'শুধু ক্রিকেটে নয়, অন্য খেলাতেও দাপট চাই'

**মুম্বই, ২৭ নভেম্বর :** ২০৩৬ সালে প্রথমবার দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন দেখছে ভারত। কিন্তু সেই দৌড়ে নামতেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা আইওসি-র ফিউচার হোস্টস কমিশনের মুখোমুখি হয়ে এক মোক্ষম প্রশ্নের মুখে পড়ল ভারত। ভার্চুয়াল উপস্থাপনায় দেশের টালমাটাল ক্রীড়া প্রশাসন কিংবা ডোপিংয়ের দুর্নাম নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়ানো গেলেও, কমিশনের সোজাসাপ্টা জিজ্ঞাসা- ক্রিকেট-পাগল ভারত কি আদৌ 'এক খেলার দেশ'-এর গণ্ডি ভেঙে বহুমুখী ক্রীড়াশক্তি হয়ে উঠতে পারবে?

প্রশ্নটা কিন্তু শুধু পদকতালিকার অঙ্ক নিয়ে নয়- একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ঝুলিতে মাত্র দুটি অলিম্পিক সোনা, প্যারিসে ছয়টি পদক। আইওসি-র আসল কৌতূহল, ক্রিকেটের একচ্ছত্র দাপটের বাইরে অন্যান্য অলিম্পিক খেলায় সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও পরিকাঠামো কতটা ছড়ানো সম্ভব? ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচের নেতৃত্বাধীন নয় সদস্যের কমিশনের সামনে দশ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য, আইওসি সদস্য নীতা আম্বানি ও গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভি। জবাবে ভারতীয় কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত দুই কিংবদন্তি-বিদায়ি আইওএ সভাপতি পিটি ঊষা ও শাটলার পিভি সিন্ধুর উদাহরণ টেনে আনেন। আইওএ সিইও রঘুরাম আইয়ারের কথায়, 'আমরা বোঝালাম, ঊষা বা সিন্ধুর মতো নায়ক তৈরি হলে তবেই সেই খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ে। পাশাপাশি খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি এবং অন্যান্য খেলার পেশাদার লিগ গড়ে ওঠার ছবিও তুলে ধরেছি।'

## ভারতকে বার্তা আইওসি-র

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে মূলত কারিগরি পরিকাঠামো, অর্থসংস্থান ও ভেন্যু মাস্টারপ্ল্যান নিয়েই আলোচনা হয়। ভারতের ব্লু প্রিন্টের কেন্দ্রবিন্দু আহমেদাবাদ ও গান্ধিনগর, যেখানে সাতটি ক্লাস্টারে ছড়িয়ে থাকবে ক্রীড়াঙ্গন। আহমেদাবাদের মোতেরায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভেই গড়ে উঠবে অলিম্পিক ভিলেজ। নিবাচিত কিছু ইভেন্ট হতে পারে মুম্বই, পুনে, ভোপাল ও গোয়াতেও। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পরিকাঠামোই যে ২০৩৬ অলিম্পিকের শক্ত ভিত গড়ে দেবে, তা জোর দিয়ে জানিয়েছে ভারত। এমনকি আইওসি না তুললেও ডোপিংয়ের দুর্নাম কাটাতে জাতীয় ডোপিং বিরোধী আইন ও নাডার কড়া নজরদারির কথা নিজেরাই তুলে ধরেছে প্রতিনিধিদল। প্যারালিম্পিক ও বিশেষভাবে সক্ষম অ্যাথলিটদের জন্য শহরকে আরও সুগম করার প্রতিশ্রুতিও মিলেছে।

তবে লড়াইটা মোটেই সহজ নয়। ২০৩৬ সালের দৌড়ে ভারতের পাশাপাশি রয়েছে জামানি, কাতার, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। আগামী বছর মার্চে আইওসি-র কার্যনির্বাহী বোর্ড ঠিক করবে কারা 'স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগ' পর্বে এগোবে। সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ২০২৮ সালের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা এবং ২০২৯-এর মাঝামাঝি ঘোষিত হবে আয়োজক দেশের নাম। তার আগে ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় অগ্নিপরীক্ষা শুধু ঝাঁ চকচকে স্টেডিয়াম গড়া নয়- ক্রিকেটের ছায়া থেকে বেরিয়ে সত্যিকারের অলিম্পিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

# রক্ষণ নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে



*সাফ কাপের ফাইনালে গোল করার জন্য ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার সন্দীপ মান্ডিকে সংবর্ধনা দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। শুক্রবার কলকাতায়।*

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** আইএসএল ডার্বির আগে দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে। রক্ষণ নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে লাল-হলুদ শিবির। দল সাজাতে গিয়েও হিমসিম খাচ্ছেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

চোটের জন্য নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি মাঠের বাইরে। কবে ফিরবেন, এখনও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সন্দীপ মান্ডি, লালচুংনুঙ্গাদের সঙ্গে দিয়েগো জিভুলিচকে রেখেই লড়াইয়ের বীজ বুনছিলেন হাবাস। তবে বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে ছিলেন না তিনি। তারপরই বড় ম্যাচে জিভুলিচের খেলা নিয়ে আশঙ্কার মেঘ দেখা গিয়েছিল। শুক্রবারও দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল না তাঁকে। অল্প রিকভারির পরই মাঠ ছাড়লেন ইস্টবেঙ্গলের ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার। ডার্বির আগে হাতে আর আটচল্লিশ ঘণ্টাও নেই। এই পরিস্থিতিতে মূল মহড়ায় দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফুটবলারের অনুপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার অনুশীলনের মাঝে আচমকাই হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করেন জিভুলিচ। যে কারণে তাঁকে বিশ্রাম দেন হাবাস। এখনও সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি ক্রোট ডিফেন্ডার। তবে বড় ম্যাচে জিভুলিচের খেলা নিয়ে ম্যানেজমেন্ট আশা ছাড়ছে না। সূত্রের খবর, তাঁকে খেলানোর বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শনিবার বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন হাবাস। একান্তই জিভুলিচকে খেলানো সম্ভব না হলে ডার্বিতে লাল-হলুদ রক্ষণে দুই নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। সুযোগ পেতে পারেন নরেন্দর গেহলট ও বরিস সিং থাংজাম। এদিন তাঁদের রেখেই রণকৌশল সাজালেন হাবাস। বরিসের সঙ্গে স্প্যানিশ কোচকে আলাদা করে কথা বলতেও দেখা গেল।

**বাজছে ডার্বির ঘণ্টা**

বড় ম্যাচে আরেক বিদেশি ফ্রিস ইকোনোমিডিসকেও পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হয়েছে। রিপোর্ট না এলেও চিকিৎসকদের আশঙ্কা, কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইকোনোমিডিসকে। তবে ইস্টবেঙ্গলের জন্য ভালো খবর, এনসুঙ্গসি এফিয়ং ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। খুব শীঘ্রই তিনি ভারতে আসছেন।

**জয়ের হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের :** ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের। গাড়ওয়াল ইউনাইটেড এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল লাল-হলুদ প্রমীলা বাহিনী। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে অ্যান্থনি অ্যাম্ভুজের ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সৌম্যা গুগুলোথ। ৮০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সুলঞ্জনা রাউলের।

# একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রাখছেন প্যানোস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর :** ডার্বির আগে দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। সম্ভাব্য সব রকম পরিকল্পনা তৈরি রাখছেন তিনি।

মহারণে অনিশ্চিত অভিষেক সিং টেকচাম। শুক্রবারও অনুশীলন করলেন না। শোনা যাচ্ছে, হালকা চোট থাকায় তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যা পরিস্থিতি, প্রথম একাদশে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে রিজার্ভে থাকতে পারেন অভিষেক। তবে ডার্বির আগে বাগান শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছেন আলবার্তো রডরিগেজ। পুরো সময় অনুশীলন করলেন না বাগানের মনস্টার। পরে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঘাড়ে অস্বস্তিবোধ করায় আলবার্তো অনুশীলন করেননি। তবে বিষয়টি গুরুতর নয়। ডার্বিতে আলবার্তো খেলবেন বলেই দাবি ম্যানেজমেন্টের।

**বাজছে ডার্বির ঘণ্টা**

ডার্বিতে প্রথম একাদশ নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন মোহনবাগান কোচ প্যানোস। গোলে বিশাল কেইথ নিশ্চিত। চার ডিফেন্ডার কারা হবেন, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আলবার্তোর সঙ্গে রাহুল ভেকের জুটি বাঁধার কথা। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডার একান্তই না খেললে অ্যালেক্স সাজি বাগান কোচের ভাবনায় রয়েছেন। দুই সাইডব্যাকে শুভাশিস বসু ও মেহতাব সিং একপ্রকার নিশ্চিত।

চার্চিল ম্যাচে দলে ফিরেছেন আপুইয়া। ডার্বিতে বাগান মিডফিল্ডের চাবিকাঠিও তাঁর হাতেই থাকবে। তবে আপুইয়ার সঙ্গী হিসেবে কে খেলবেন তা নিশ্চিত নয়। প্রতিপক্ষ দলের মিডফিল্ডে ড্যানি র‍্যামিরেজ ও মহম্মদ বসিম রশিদ রয়েছেন। এই দুই ফুটবলার আটকে গেলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। তাই মিডফিল্ড সাজানো নিয়ে বেশ ভাবনাচিন্তা করছেন বাগান কোচ প্যানোস। তাঁর হাতে বিকল্পের অভাব নেই। অনিরুদ্ধ থাপা ভালো ছন্দে রয়েছেন। আবার সামির জেলকোভিচকেও তৈরি রাখছেন। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বেশ ভালো খেলেছেন দীপক টাংরি। প্রতিপক্ষের মাঝমাঠের ছন্দ নষ্ট করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। তবে দীপকের কার্ড দেখার প্রবণতাও রয়েছে। ফলে তাঁকে নিয়ে ধন্দে খোদ বাগান কোচ প্যানোস।

ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরা ফিট। কিন্তু ডার্বিতে তাঁর প্রথম একাদশে না থাকার সম্ভাবনা বেশি। বরং এদিন অনুশীলন দেখে মনে হল, বরং দেজান ড্রাজিচকে আরও একবার নম্বর নাইন হিসেবে দেখা যেতে পারে। আপফ্রন্টে কোচের ভরসা জেমি ম্যাকলারেন। গত ম্যাচে জোড়া অ্যাসিস্ট করে বাগান জনতার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল বধে তিনিই প্যানোসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হতে চলেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।



> ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আক্রমণের প্রধান ভরসা হতে চলেছেন জেমি ম্যাকলারেন।



*কিক বক্সিংয়ের উদ্বোধনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে অতিথিরা। ছবি : সৌরভ রায়*

## আন্তঃ স্কুল কিক বক্সিং শুরু

**ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর :** অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের উদ্যোগে এবং ওয়াকো ইন্ডিয়া কিক বক্সিং ফেডারেশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় চতুর্থ বর্ষ অলিভিয়া কাপ অল ইন্ডিয়া আন্তঃ স্কুল কিক বক্সিং শুক্রবার শুরু হল। প্রতিযোগিতায় ২২টি রাজ্যের আটশোর বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। মশাল জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ওয়াকো ইন্ডিয়ার সভাপতি সন্তোষ আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস, বিএসএফ-এর ডিআইজি মুরারি প্রসাদ সিং, ডব্লিউবিএসকেএ-র সভাপতি গোপাল লামা, সহ সভাপতি ডঃ সবিতা মিশ্র, সচিব বিশ্বনাথ রায়, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, অরুন্ধতী দাশগুপ্ত, বিনয় গোয়েল প্রমুখ। স্কুলের প্রিন্সিপাল অম্বালিকা গহতরাজও সেখানে হাজির ছিলেন। প্রতিযোগিতাটি তিনদিন চলবে।

## প্রেমের অর্ধশতরানে জয় সেক্রেডের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** দুন হেরিটেজ স্কুলের ২৪ দলীয় দুন প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার গ্রুপ 'সি'-তে সেক্রেড হার্ট স্কুল ৪০ রানে শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দুনের মাঠে টসে জিতে সেক্রেড হার্ট ৫ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রেমকুমার রায় ৫১ ও অনুরাগ ৩৮ রান করে। জবাবে শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে ১৩৭ রানে আটকে যায়। অভিনবকুমার ঝা ৪৪ রান করে। তালহা ২৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে অনুষও (৩৩/৩)।

গ্রুপ 'ডি'-তে আয়োজকরা ৪৭ রানে অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। টসে হেরে অলিভিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শান প্রসাদ ৪৭ ও দীপনীল ৩০ রান করে। রুদ্রপ্রতাপ সিং ১৬ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে দুন ১৯.৪ ওভারে ৯৫ রানে গুটিয়ে যায়। প্রাজ্ঞ চক্রবর্তী ২৯ রান করে। মহম্মদ ফৈজ রাজা আহসান ৬ ও নৈতিক মিশ্র ১২ রানে নেয় ২ উইকেট। শনিবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ি-বিএসএফ স্কুল, কদমতলা ও শ্রী কৃষ্ণ প্রণামী বিদ্যা নিকেতন-নারায়ণা স্কুল শালুগাড়া।





*ম্যাচের সেরা হয়ে প্রেমকুমার রায় (উপরে) ও শান প্রসাদ।*



*ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে ইউনাইটেড ক্লাবের অনিকেত উপাধ্যায়।*

## প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ 'এ'-তে ইউনাইটেড ক্লাব ১ উইকেটে রবীন্দ্র সংঘকে হারিয়েছে। সিয়ামের মাঠে প্রথমে রবীন্দ্র ৩৭.৫ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ সিরাজ ৪৪ ও অজিত ছেত্রী ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা অনিকেত উপাধ্যায় ১২ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে ইউনাইটেড ২৫.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪২ রান তুলে নেয়। কুমার রায় ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। স্বর্ণ সাহার অবদান ৩২। তন্ময় পাল ১৯ ও অংশকুমার পাসোয়ান ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা মাধব মন্ডল - কে 18.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46A 49644 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা বলা প্রাসঙ্গিক যে, জীবনের গতিপথ যে কোনো মুহূর্তে কোনো পূর্বসূচনা ছাড়াই বদলে যেতে পারে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি যে কারও জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম হতে পারে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## পি ডায়নামোর রোড রেস কাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** পি ডায়নামো ফুটসলের উদ্যোগে রবিবার ৮ কিলোমিটার রোড রেসের আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে অংশ নেবে ২০০ জন। সকাল ৬টায় কদমতলার দুর্গামন্দিরে দৌড় শুরু হবে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম তিনজনের জন্য আর্থিক পুরস্কার রাখা হয়েছে।

## জিতল ফ্রেন্ডস

**বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর :** রাজীব গান্ধি উইনার্স ট্রফি, গীতারানি সাহা রানার্স ও সন্ধ্যা দাস ফেয়ার প্লে ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ৩-১ গোলে কাদোপানির আনমোল ব্রাদার্স এফসি-কে হারিয়েছে। পাইওনিয়ার মাঠে ফ্রেন্ডসের রাকেশ সিং, শাহিদ শৈব ও চঞ্চল বর্মন গোল করেন। আনমোলের গোলস্কোরার আশিস তিরকি। শনিবার খেলবে কলমজোত আদিবাসী এফসি এবং ঘোষপুকুরের টিএফডিএস।



*ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ক্লিনিং এল মার্সিলং।*

## জিতল ওয়াইএমএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার ওয়াইএমএ ২-১ গোলে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৩ মিনিটে ক্লিনিং এল মার্সিলং ওয়াইএমএ-কে এগিয়ে দেন। ৩২ মিনিটে সমতা ফিরিয়েছিলেন আশিস প্রধান। ৫৪ মিনিটে শৈলেশ প্রধানের গোল ওয়াইএমএ-র জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা হয়ে নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি পেয়েছেন ক্লিনিং। শনিবার খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

## ড্রয়ের হ্যাটট্রিকেও চাপে নেই গুকেশ

**জুরিখ, ২৭ নভেম্বর :** বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় রাউন্ডেও জাভোখির সিন্দারভের বিরুদ্ধে ড্র করেছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। প্রথম দুইটি গেম ৪০টি চালের মধ্যেই শেষ হয়। কিন্তু তৃতীয় গেম গড়াল ৬০ চাল পর্যন্ত। এই গেমে কালো ঘুঁটি নিয়ে নেমে গুকেশ প্রথম গেমের মতো এদিনও শুরু করেন বার্লিন ডিফেন্স দিয়ে। তবে ওপেনিংয়ে বিরল রিও ডি জেনেইরো ভ্যারিয়েশন ব্যবহার করে সবাইকে চমকে দেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রথম ১৫টি চাল মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে দিয়ে সিন্দারভকে চাপে ফেলে দেন গুকেশ। যদিও তা কাজে আসেনি।

টানা তিনটি গেম ড্র হলেও চিন্তিত নন তিনি। গুকেশের কথায়, 'প্রতি ম্যাচেই চাপ থাকে। টানা তিনটি গেম ড্র, বড় কোনও ঘটনা হতে পারে। তবে ১৪ গেমের প্রেক্ষাপটে আমরা এখনও অর্ধেক পথ পৌঁছায়নি। এটা দীর্ঘ লড়াই। তবে দুইজনেই জেতার চেষ্টা করছি। যে কোনও একটি গেমে জয় তুলে নেওয়া সহজ নয়।'

উলটোদিকে গুকেশের পরিকল্পনা দেখে চমকে গিয়েছিলেন সিন্দারভ। তিনি বলেছেন, 'আজকে গুকেশ ভালো প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে নেমেছিল। আমি বেশ চমকে গিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত ড্র করতে পেরে ভালো লাগছে।'

